পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 301 Sunday, 5 October, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ৩০১ সংখ্যা ✻ ১৮ আশ্বিন ১৪৩২, রবিবার, ৫ অক্টোবর ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

টানা চারবার, দেশের মধ্যে নিরাপদতম শহর কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবরঃ আবারও দেশের সবথেকে সুরক্ষিত শহরের তকমা পেল কলকাতা। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো রিপোর্টেই এই শিরোপা পেয়েছে কলকাতা। প্রতি লাখ মানুষের হিসাবে অপরাধের নিরিখে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। ২০২৩ সালের রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এনসিআরবি। সেই রিপোর্টেই বলা হয়েছে, দেশের বাকি শহরগুলির তুলনায় কলকাতায় অপরাধের হার কম। কলকাতায় প্রতি লাখ মানুষের হিসাবে ৮৩.৯ অপরাধ রেকর্ড হয়েছে, যা ২০ লাখের বেশি জনসংখ্যার ১৯টি শহরের মধ্যে সবথেকে কম। পুলিশ প্রযুক্তির ব্যবহার করেছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে এই রিপোর্টে। এই নিয়ে টানা চতুর্থবার কলকাতা সবথেকে সুরক্ষিত শহরের শিরোপা পেল। সবথেকে অসুরক্ষিত শহরের তালিকায় এবার শীর্ষে উঠে এসেছে কোচি। সেখানে প্রতি লাখে ৩১৯২.৪ অপরাধ হয়। অসুরক্ষিত শহরের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি, যা আগের বছরগুলিতে শীর্ষে থাকত। ২০২৩ সালের তথ্যের নিরিখে দিল্লিতে প্রতি লাখে ২১০৫.৩ অপরাধ হয়েছে। গুজরাটের সুরাট রয়েছে তৃতীয় স্থানে, সেখানে প্রতি লাখে ১৩৭৭.১ অপরাধ রেজিস্টার হয়েছে। সুরক্ষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। হায়দরাবাদ দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সুরক্ষিত শহর। সেখানে প্রতি লাখে ৩৩২.৩ অপরাধ হয়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে

পুণে। প্রতি লাখে ৩৩৭.১ অপরাধ হয়েছে। মুম্বইয়ে প্রতি লাখে ৩৫৫.৪ অপরাধ হয়। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী এই ১৯টি শহরে অপরাধের গড় হার ৮২৮। কলকাতা চতুর্থবার সবথেকে সুরক্ষিত শহর হিসাবে উঠে এসেছে। ২০২৩ সালের অপরাধের হার বিগত দুই বছরের তুলনায় কম বলেই উল্লেখ করা হয়েছে এনসিআরবি-র রিপোর্টে। ২০২২ সালে কলকাতায় প্রতি লাখে অপরাধের হার ছিল ৮৬.৫। ২০২১ সালে অপরাধের হার ছিল ১০৩.৫। এনসিআরবি-র রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০১৬ সাল থেকেই কলকাতায় অপরাধের হার নিম্নমুখী। ২০১৬ সালে প্রতি লাখে ১৫৯.৬ অপরাধ রেকর্ড ছিল। যে শহরে আরজিকর ধর্ষণ-খুনের মতো ঘটনা ঘটেছে সম্প্রতি, সেখানে এনসিআরবি-র ২০২৩ রিপোর্টে মহিলাদের উপরে অপরাধও কমেছে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৩ সালে কলকাতায় মহিলাদের উপরে মোট ১৭৪৬টি অপরাধ রেকর্ড হয়েছে। ২০২২ সালে ১৮৯০টি অপরাধ রেকর্ড হয়েছিল। ২০২১ সালে ১৭৮৩টি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। প্রতি লাখে ২৫.৭ অপরাধ রেকর্ড হয়েছে ২০২৩ সালে, যা দেশের মধ্যে তৃতীয় সর্বনিম্ন হার। চেন্নাইয়ে প্রতি লাখে ১৭.৩ অপরাধ হয়েছিল মহিলাদের উপরে। কোয়েম্বাটোরে প্রতি লাখে ২২.৭ অপরাধ হয়েছে। এনসিআরবি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, কলকাতায় ২০২৩ সালে মাত্র ১০টি ধর্ষণ রেকর্ড হয়েছে। ২০২১ ও ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল ১১। তবে নাবালিকাদের উপরে অত্যাচার, ধর্ষণের সংখ্যা অনেকটা বেশি কলকাতায়। ২০২৩ সালে কলকাতা. ১৭২টি নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ রেকর্ড হয়েছে। ১৯টি শহরের মধ্যে কলকাতার র‍্যাঙ্কিং ১০। কলকাতায় নাবালিকাদের বিরুদ্ধে ৩৯টি যৌন হেনস্থার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল ২০২৩। এই বিষয় নিয়ে রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ''এনসিআরবি-র তথ্য আমাদের দাবিই প্রমাণ করে দিল যে কলকাতা সুরক্ষিত শহর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন যে অপরাধের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হবে।''

দলকে ৯৮ কোটি দিয়েছেন পিকে

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ৪ অক্টোবরঃ বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ২৪৩ আসনেই প্রার্থী দিচ্ছে ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের নতুন দল জন সুরাজ পার্টি। ভোট কুশলী কিশোর জানিয়েছেন তাঁর দল অন্য কোনও পার্টির সঙ্গে বোঝাপড়ায় যাচ্ছে না। তার বক্তব্য এনডিএ এবং ইন্ডি জোট দুটোই দুর্নীতিবাজদের সমাবেশ। নির্বাচনে তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করবে। প্রশান্তকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, এক বছর হল দল গড়েছেন তিনি। তাঁর দলের প্রচারেও জৌলুস কম নয়। বিপুল টাকা খরচ করা হচ্ছে ভোটকে সামনে রেখে। নতুন দলকে এত টাকা দিচ্ছে কারা? প্রশান্ত এই প্রশ্নের জবাবে দাবি করেছেন শুধু গত তিন বছরেই তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে ২৪১ কোটি টাকা রোজগার করেছেন। এরমধ্যে একত্রিশ কোটি টাকা জিএসটি এবং কুড়ি কোটি কোটি আয়কর বাবদ দিয়েছেন। এছাড়া ৯৮ কোটি টাকা দিয়েছেন নিজের দলকে। প্রশান্ত দাবি করেন তার দলের খরচ খরচা যে কেউ খতিয়ে দেখতে পারেন। একটি সাক্ষাৎকারে ভোট কুশলী এবং জন সুরাজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত দুর্নীতি নিয়ে বিহার বিজেপিকে তীব্র নিশানা করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিহারে আরজেডির মতো দল রয়েছে যে পার্টির প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব পশু খাদ্য কেলেঙ্কারির মামলায় জেল খেটেছেন। তাঁর পুত্র তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে গুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগে

মামলা বিচারাধীন। লালুর পরিবারের একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে আর্থিক নয় ছয় এর অভিযোগ আছে। অন্যদিকে কংগ্রেস বরাবর দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে। তারপরও প্রশান্ত কেন বিহারে বিজেপিকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দল বলছেন? বিহারের আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে বিবেচিত জন সুরাজ পার্টির প্রধান বলেছেন, বিজেপির দুর্নীতির সঙ্গে আরজেডি এবং কংগ্রেসের কোন মিল নেই। পদ্মপার্টি কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। প্রশান্ত নিশানা করেছেন নিতীশ কুমারের দলকেও। বলেছেন, নীতীশ তিনটি 'সি' নিয়ে বড়াই করতেন। বলতেন তাঁর শাসনে করাপশন, ক্রাইম এবং কমিউনালিজমের কোন যও স্থান নেই। প্রশান্তের বক্তব্য, নীতীশ কোন 'সি' রক্ষা করতে পারেননি। বিজেপি ও জেডিউর দুর্নীতি মাত্রা ছাড়িয়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেহাল। চুরি ডাকাতি অপহরণ নৃত্যদিনের ঘটনা। সেই সঙ্গে নীতীশের নতুন করে বিজেপির হাত ধরাকে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপোষ বলে উল্লেখ করেছেন প্রশান্ত।

জুবিনকে বিষ দিয়ে খুন?

ব্যান্ডসঙ্গীর বিস্ফোরক দাবি

তদন্তের মুখে ম্যানেজার-আয়োজক

সংবাদ সংস্থা, গুয়াহাটি, ৪ অক্টোবরঃ জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট ইতিমধ্যেই ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে সিঙ্গাপুর পুলিশ। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও বর্তমান। আর বিষয়টি আরও জটিল হল কারণ জুবিনের মৃত্যু নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করা হয়েছে। জুবিন গর্গের মৃত্যু নিয়ে তাঁর ব্যান্ডের সদস্য শেখর জ্যোতি গোস্বামী বিরাট অভিযোগ করেছেন। দাবি, শিল্পীর ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা ও সিঙ্গাপুরের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা শ্যামকানু মহান্তই জুবিনকে 'বিষ' দিয়ে হত্যা করেছেন এবং দুর্ঘটনা বলে সাজিয়ে গোটা ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। গোস্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী, সিঙ্গাপুরের প্যান প্যাসিফিক হোটেলে শর্মার আচরণ ছিল সন্দেহজনক। ঘটনার দিন ইয়টে বেড়াতে গিয়ে শর্মা জোর করে বোটের নিয়ন্ত্রণ নেন, ফলে মাঝসমুদ্রে সেটি বিপজ্জনকভাবে দুলতে থাকে। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি সিঙ্গাপুরে থাকা অসম অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য তন্ময় ফুকনকে জানান-পানীয়ের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করবেন, অন্য কাউকে কিছু আনতে হবে না। তাঁর এও দাবি, জুবিন একজন দক্ষ সাঁতারু ছিলেন, এমনকী তিনিই তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ডুবে মারা যাওয়ার

প্রশ্নই ওঠে না। এই অভিযোগের পরই শর্মা ও মহান্তকে নিয়ে সন্দেহ আরও বেড়েছে পুলিশেরও। কারণ গোস্বামীর আরও দাবি, অনুষ্ঠানের জন্য সিঙ্গাপুরকে ইচ্ছে করেই বেছে নেওয়া হয় যাতে তদন্তে জটিলতা সৃষ্টি হয়। তিনি আরও জানান, ইয়টের কোনও ভিডিও কারও সঙ্গে ভাগ না করতেও শর্মা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঘটনার সময় জুবিনের মুখ ও নাক থেকে ফেনা বেরোতে দেখা গেলেও শর্মা বলেন, এটা অ্যাসিড রিফ্লাক্স, চিন্তার কিছু নেই। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা না করায়, গোস্বামীর মতে, জুবিনের মৃত্যুই ত্বরান্বিত হয়। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) অসম পুলিশের সিআইডি জুবিনের দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী, সহ-সঙ্গীতশিল্পী শেখর জ্যোতি গোস্বামী ও সহ-গায়িকা অমৃতপ্রভা মহন্তকে গ্রেফতার করে। তার আগে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভালের মুখ্য আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত এবং জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে জ্যোতিই এখন এই নতুন দাবি করছেন। অসম জুড়ে এখনও শোকের আবহে ভাসছে অনুরাগীরা। জুবিনের অকালপ্রয়াণকে কেন্দ্র করে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। জুবিনের স্ত্রী গরিমা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন স্বামীর মৃত্যু নিয়ে। গায়ক ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে পিকনিক এবং সাঁতার কাটতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাহলে কি তাঁর শরীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে অবহেলা হয়েছিল? প্রশ্ন তোলেন তিনি।

গাজায় অভিযান থামাতে সেনাকে নির্দেশ নেতানিয়াহুর, প্রবল চাপ তৈরি করেছিলেন ট্রাম্প

সংবাদ সংস্থা, গাজা, ৪ অক্টোবরঃ প্যালেস্টাইনের গাজা অভিমুখে অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করতে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলি সেনার আর্মি রেডিও একটু আগে এই খবর দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলি একে একে ইজরাইলের এই পদক্ষেপের খবর প্রচার করতে শুরু করেছে। তারা বলছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রবল চাপের মুখে নেতানিয়াহু এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরেও তিনি চাপের মুখে পড়েছেন। ইজরায়েলের একাধিক রাজনৈতিক দলও যুদ্ধ বিরোধী চেয়ে সরকারের উপর চাপ তৈরি করেছিল। এরপর প্রধানমন্ত্রীর সবুজ সংকেত মিলতেই সেনাসদর থেকে স্থানীয় কমান্ডারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর না এগতে। আপাতত স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। সংবাদ সংস্থা রয়টার জানিয়েছে, হামাস ট্রাম্পের প্রস্তাব বিবেচনার কথা জানানোর পর ইজরায়েল সেনা অভিযান নিয়ে নরম অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের কয়েক ঘণ্টা আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট করে বলেছিলেন হামাসের ঘোষণার পর এবার ইজরাইলকে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। হামাস বন্দিদের মুক্তি দেওয়ার কথা বলার পর ইসরাইলের সামনে বিকল্প তেমন একটা ছিল না। ট্রাম্প তার যুদ্ধ বিরোধী প্রস্তাব সম্পর্কে হামাসের উপর শর্ত চাপিয়েছিলেন। বলেছিলেন রবিবারের মধ্যে এই প্রস্তাবে মেনে না নিলে হামাসকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতে পারে। দেখা গেল প্যালেস্টাইনের সংগঠনটি অনেক আগেই ট্রাম্পের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে। তবে তারা বেশ কিছু শর্ত রেখে আলোচনায় বসার কথা ঘোষণা করে। কূটনৈতিক মহল মনে করছে, এই জাতীয় আলোচনায় সব পক্ষই পূর্ব শর্ত সামনে রাখে। আশার আলো হল, আলোচনার রাস্তা খোলা গেছে। তাতে নয়া মাত্রা যোগ করল ইজরায়েলের সিদ্ধান্ত। এখন দেখার রবিবার পর্যন্ত দু'পক্ষ কী পদক্ষেপ করে।

নেতৃত্ব গেল রোহিত শর্মার, শুভমানের ডেপুটি হিসাবে অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন শ্রেয়স

সংবাদ সংস্থা, আমদাবাদ, ৪ অক্টোবরঃ আশাঙ্কা যেটা ছিল, সেটাই এবার বাস্তবে পরিণত হল। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবেন রোহিত শর্মা, তবে অধিনায়ক হিসাবে নয়, তিনি যাবেন একজন সাধারণ সদস্য হিসাবে। শুভমান গিলের অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়ায় খেলবেন তিনি। চলতি মাসেই সাদা বলের ক্রিকেট খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাবে ভারত। সেখানে তারা তিনটি টি-টোয়েন্টি ও একই সংখ্যক একদিনের ম্যাচ খেলবে। শনিবার বিসিসিআইয়ের নির্বাচক মণ্ডলী দুই সিরিজের জন্যই দল ঘোষণা করেছে। টি-টোয়েন্টির অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব থাকলেও একদিনের সিরিজের নেতৃত্ব দেবেন শুভমান গিল। তবে একদিনের দলে রয়েছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। আর এই দলের সহ-অধিনায়ক হয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা চিন্তা করে জসপ্রীত বুমরাহকে রাখা হয়েছে শুধুমাত্র টি-২০ স্কোয়াডে। এই দলে এশিয়া কাপের স্কোয়াডই ধরে রাখা হয়েছে, চমক কিছু নেই। তবে ওডিআই স্কোয়াডে শ্রেয়সকে সহ-অধিনায়ক করে নির্বাচকরা যে নতুন বার্তা দিতে চাইছেন তা সহজেই অনুমেয়। রোহিত শর্মা ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তিনি যে নির্বাচকদের মাথায় নেই এটাও এদিন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। শ্রেয়স গত আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের জার্সিতে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড সফরে বা এশিয়া কাপের দলে সুযোগ পাননি। এরপর প্রচুর কথা উঠেছিল। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বলতে শুরু

করেছিলেন, জাতীয় দলে জায়গা পেতে শ্রেয়সকে আর কতটা পথ হাঁটতে হবে। এবার পাঞ্জাব কিংসের ক্যাপ্টেনকে টিম ইন্ডিয়ার ওডিআই দলের সহ-অধিনায়ক করে আগারকর অ্যান্ড কোং বুঝিয়ে দিল, তাঁদের চিন্তা-ভাবনায় শ্রেয়স ভালমতোই রয়েছেন। এদিকে, কোনও দলেই জায়গা পাননি মহম্মদ সামি। পুরোপুরি চোট সেরে না ওঠায় টিমে নেই ঋষভ পন্থও। সদ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে শতক হাঁকানো ধ্রুব জুরেল স্থান পেয়েছেন একদিনের স্কোয়াডে। শনিবার আমদাবাদে সাংবাদিক বৈঠকে নির্বাচক প্রধান আগরকর যদিও বললেন, ''রোহিতকে এই সিদ্ধান্তের কথা আগেই জানানো হয়েছিল!'' কিন্তু আসল প্রশ্নের নিরসন এই এক লাইনের জবাবে নেই। কী এমন কারণ, যে জয়ের ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও অধিনায়কত্ব হারাতে হল রোহিতকে? আগরকরের কথায়, ''এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। এমন একজন খেলোয়াড়কে সরানো, যিনি এতদিন ধরে ভারতকে সাফল্য এনে দিয়েছেন, মোটেও সরল নয়। কিন্তু কখনও কখনও ভবিষ্যতের কথা ভেবে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হয়।'' আসলে বোর্ডের পরিকল্পনা এখন স্পষ্ট-তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়ক নয়, বরং এক নেতা, এক দিশা। টেস্টে রোহিত অবসর নেওয়ার পর নেতৃত্ব যায় গিলের হাতে। এবার ওয়ানডেতেও তিনিই দলের হাল ধরবেন। আগরকরের যুক্তি, ''প্রয়োগিক দিক থেকে তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়ক রাখা অবাস্তব। পরিকল্পনা, দল সাজানো, কোচের সঙ্গে সমন্বয়-সবেতেই সমস্যা হয়। তাই আমাদের লক্ষ্য ছিল, যিনি টেস্টে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁকেই ওয়ানডেতেও দায়িত্ব দেওয়া। এতে ধারাবাহিকতা থাকবে!''

ভারতের ওয়ানডে স্কোয়াড। শুভমন গিল (অধিনায়ক), শ্রেয়স আইয়ার (সহ-অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, অক্ষর প্যাটেল, লোকেশ রাহুল (উইকেটরক্ষক), নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, ধ্রুব জুরেল (উইকেটরক্ষক) এবং যশস্বী জয়সওয়াল।

ভারতের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড। সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, শিবম দুবে, অক্ষর পটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটরক্ষক), বরুণ চক্রবর্তী, জশপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), হর্ষিত রানা, রিঙ্কু সিং এবং ওয়াশিংটন সুন্দর।

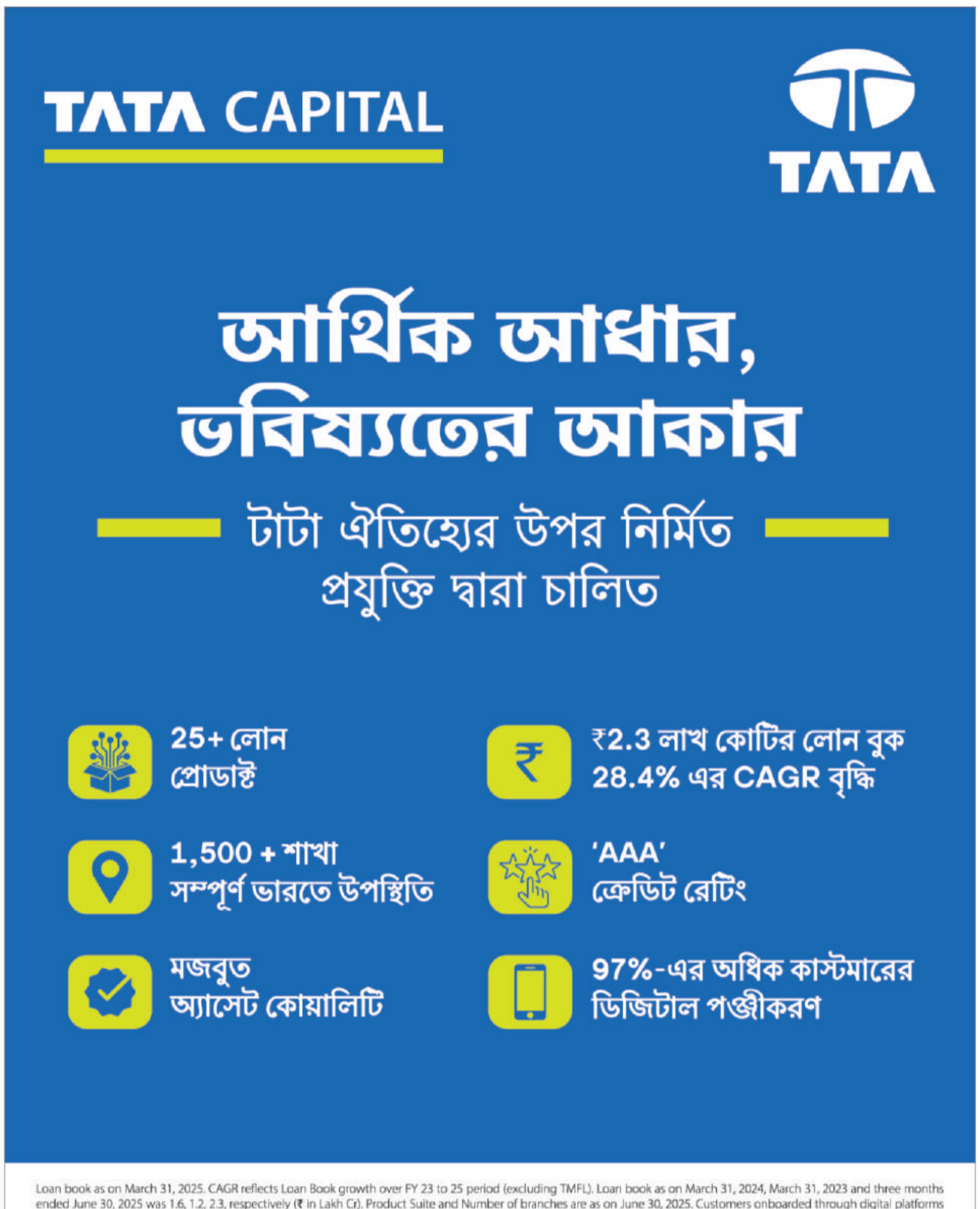

Loan book as on March 31, 2025. CAGR reflects Loan Book growth over FY 23 to 25 period (excluding TMFL). Loan book as on March 31, 2024, March 31, 2023 and three months ended June 30, 2025 was 1.6, 1.2, 2.3, respectively (₹ in Lakh Cr). Product Suite and Number of branches are as on June 30, 2025. Customers onboarded through digital platforms (%) for the three months ended June 30, 2025. Accredited by CRISIL, ICRA, CARE, & India Ratings.

TATA CAPITAL LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with RoC on September 26, 2025. The RHP will be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.tatacapital.com; and on the websites of the BRLMs, i.e. Kotak Mahindra Capital Company Limited, Axis Capital Limited, BNP Paribas, Citigroup Global Markets India Private Limited, HDFC Bank Limited, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Limited, ICICI Securities Limited, IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited), J.P. Morgan India Private Limited and SBI Capital Markets Limited at https://investmentbank.kotak.com, www.axiscapital.co.in, www.bnpparibas.co.in, www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm, www.hdfcbank.com, www.business.hsbc.co.in, www.icicisecurities.com, www.iiflcap.com, www.jpmipl.com and www.sbicaps.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see 'Risk Factors' on page 49 of the RHP. Potential investors should not rely on the UDRHP-I filed with SEBI and Stock Exchanges for making any investment decision and should instead rely on the RHP, for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the **"U.S. Securities Act"**) or any state securities laws in the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws in the United States. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) in transactions exempt from or not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.

জাপানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন সানায়ে তাকাইচি

টোকিও, ৪ অক্টোবর (হি. স.)ঃ জাপানের প্রাক্তন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি শনিবার ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) প্রথম মহিলা সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, যার ফলে দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন তিনি।জাপান টাইমসের মতে, দ্বিতীয় দফার ভোটে তিনি কৃষিমন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমিকে পরাজিত করেছেন। কোইজুমি হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুনিচিরো কোইজুমির ছেলে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার পদত্যাগের পর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সরকার সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে।প্রথম দফার ভোটে দলীয় নেতৃত্বের দৌড়ে থাকা পাঁচ প্রার্থীর কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারার পর, দ্বিতীয় দফায় তাকাইচি ১৮৫ ভোট পেয়েছিলেন যেখানে কোইজুমি ১৫৬ ভোট পেয়েছিলেন।তাকাইচি আইন প্রণেতাদের কাছ থেকে ১৪৯ ভোট এবং এলডিপির সদস্যদের কাছ থেকে ৩৬ ভোট পেয়েছিলেন, যা কোইজুমির আইন প্রণেতাদের কাছ থেকে ১৪৫ ভোট এবং দলের স্থানীয় শাখা সংগঠন (প্রিফেকচারাল চ্যাপ্টার) থেকে ১১ ভোটের চেয়ে অনেক বেশি। এটি ছিল দলের নেতৃত্বের পদের জন্য তাকাইচির তৃতীয় দরপত্র।

১২ শিশুর মৃত্যু কাফ সিরাপেই? দেশ জুড়ে নির্দেশিকা জারি করল কেন্দ্র

হি.স., নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবরঃ ১২ শিশুর মৃত্যু ঘিরে আশঙ্কা বাড়ছে। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে এই ১২ জন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় একটি কাফ সিরাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ উঠছে, ওই কাফ সিরাপ খাওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুরা, এরপরই মৃত্যু হয়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বিশেষ নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাফ সিরাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে কাফ সিরাপের যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে ডাইথাইলিন গ্লাইকল বা ইথালিন গ্লাইকলের কোনও উপস্থিতি পাওয়া যায়নি, যা থেকে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। যে সব জায়গায় শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, সেখান থেকেই এই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে কেন্দ্র যখন টক্সিন থাকার অভিযোগ নস্যা করেছে, তখন নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে শিশুদের মৃত্যুর কারণ নিয়ে। শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ায় নয় শিশুর মৃত্যু হয়েছে কিডনি বিকল হয়ে। আরও পাঁচজনের চিকিৎসা চলছে নাগপুরে। তবে যে কাফ সিরাপের কারণে এই মৃত্যু বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেগুলি ইতিমধ্যেই বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। গত অগস্ট মাস থেকে এই বিষয়টি সামনে আসতে শুরু করে। পারাসিয়া নামে একটি গ্রামে পরপর পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয় কাফ সিরাপ খাওয়ার পরই। এছাড়া গত এক সপ্তাহে রাজস্থানে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে একইভাবে। সে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর কাফ সিরাপের কারণে মৃত্যুর কথা অস্বীকার করেছে। তবে ওই কাফ সিরাপের ডিস্ট্রিবিউশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। জানা যাচ্ছে, ওই শিশুদের মৃত্যুর আগে বমি, দুর্বলতা, অস্থিরতার মতো লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। কোনও কোনও শিশু অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

২ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাফ সিরাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার নির্দেশিকা কেন্দ্রের

ভোপাল, ৪ অক্টোবর (হি. স.)মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে ১২ জন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় একটি কাফ সিরাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ উঠছে, ওই কাফ সিরাপ খাওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুরা, এরপরই মৃত্যু হয়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাফ সিরাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার বিশেষ নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে।শুক্রবার ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেসের (ডিজিএইচএস)-এর তরফে জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২ বছরের কম বয়সি শিশুদের কাফ সিরাপ দেওয়া যাবে না। ৫ বছরের কম বা তার বেশি বয়সি শিশুদের এই ধরনের ওষুধ খাওয়ানো যাবে। তবে তা চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিয়েই করতে হবে। সঠিক ডোজ. ব্যবহার করার সঙ্গে ওষুধটি সঠিক কাজ করছে কি না, সে দিকেও নজর রাখতে হবে। এ ছাড়াও ওই ওষুধের সঙ্গে রোগীর অন্য কোনও ওষুধ চলছে কি না, তাও খেয়াল রাখতে হবে।সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে

ডিজিএইচএস সুনীতা শর্মা এই চিঠি পাঠিয়েছেন। শুধু কাফ সিরাপ নয়, সর্দিকাশির ওষুধ ২ বছরের নীচে ব্যবহার না করাই উচিত বলেছেন ডিজিএইচএস। কারণ, ৫ বছরের নীচে এই ধরনের অ্যান্টিটাসিভ ও অ্যান্টি অ্যালার্জিক কম্বিনেশনের ওষুধ রেকমেন্ডেড নয়। তার বেশি বয়স হলেও প্রেসক্রিপশনে সাবধানে সর্দিকাশির ওষুধ লিখতে বলা হয়েছে চিকিৎসকদের। কারণ, ঠান্ডা লাগার উপসর্গগুলো কয়েকদিনের মধ্যে ওষুধ ছাড়াই কমে যায়।তবে সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে কাফ সিরাপের যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে ডাইথাইলিন গ্লাইকল বা ইথালিন গ্লাইকলের কোনও উপস্থিতি পাওয়া যায়নি, যা থেকে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। যে সব জায়গায় শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, সেখান থেকেই এই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।তবে কেন্দ্র যখন টক্সিন থাকার অভিযোগ নস্যা করেছে, তখন নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে শিশুদের মৃত্যুর কারণ নিয়ে। শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ায় নয় শিশুর মৃত্যু হয়েছে কিডনি বিকল হয়ে। আরও পাঁচজনের চিকিৎসা চলছে নাগপুরে।তবে যে কাফ সিরাপের কারণে এই মৃত্যু বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেগুলি ইতিমধ্যেই বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। গত আগস্ট মাস থেকে এই বিষয়টি সামনে আসতে শুরু করে। পারাসিয়া নামে একটি গ্রামে পরপর পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয় কাফ সিরাপ খাওয়ার পরই। এছাড়া গত এক সপ্তাহে রাজস্থানে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে একইভাবে।সে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর কাফ সিরাপের কারণে মৃত্যুর কথা অস্বীকার করেছে। তবে ওই কাফ সিরাপের ডিস্ট্রিবিউশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। জানা যাচ্ছে, ওই শিশুদের মৃত্যুর আগে বমি, দুর্বলতা, অস্থিরতার মতো লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। কোনও কোনও শিশু অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

পুজোর উন্মাদনায় আকাশে কলকাতার যাত্রী ঢল, রেকর্ড স্পর্শ বিমানবন্দর

কলকাতা, ৪ অক্টোবরঃপুজোর আনঃদ যখন শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন শুধু রাস্তাঘাট, বাজার ও মণ্ডপই নয়, কলকাতা বিমানবন্দরও উৎসবের মরসুমে প্রাণচাঞ্চল্য ও ভিড়ের সাক্ষী হয়েছে। কোভিড মহামারির সময় যখন বিমান চলাচল তলানিতে নামেছিল এবং আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ উড়ানেও উল্লেখযোগ্য পতন দেখা গিয়েছিল, সেই পরিস্থিতি এখন ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। বিশেষ করে দুর্গাপূজোর মত উৎসবকেন্দ্রিক সময়ে বিমানবন্দরের চিত্র আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।বিমানবন্দর সূত্রের খবর অনুযায়ী, চলতি পুজোর মরসুমে, বিশেষত পঞ্চমী থেকে অষ্টমী, অর্থাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, কলকাতা বিমানবন্দরের মাধ্যমে ২ লক্ষ ৫৩ হাজারেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করেছেন। বিমানবন্দরের দৈনিক গড় যাত্রীসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, এই সময়ে যাত্রীদের সংখ্যা প্রায়.১৩০ শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধি শুধু কল্পনাতীতই নয়, বরং বিমানবন্দর পরিচালনার জন্যও চ্যালেঞ্জিং মুহূর্ত সৃষ্টি করেছে, কারণ এক সঙ্গে এত সংখ্যক যাত্রীকে সুচারুভাবে পরিচালনা করতে যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন।বিশেষ করে ২৮ সেপ্টেম্বর, ষষ্ঠী তিথিতে, অন্তর্দেশীয় উড়ানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যাত্রী উড়ান করেছেন। সে দিন কলকাতা থেকে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে রওনা হয়েছেন ৩০,১৪০ জন। এর বিপরীতে, অন্যান্য শহর থেকে কলকাতায় আসেন ৩০,১৭৯ জন। বিমানবন্দর সূত্রের মতে, এই সংখ্যা অভ্যন্তরীণ উড়ানের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত এক দিনের সর্বোচ্চ রেকর্ড।যতটা পরিমাণে অন্তর্দেশীয় উড়ান উজ্জ্বল হয়েছে, আন্তর্জাতিক উড়ানেও সেই উন্মাদনার ছোঁয়া স্পষ্ট। ২৮ সেপ্টেম্বরের তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা থেকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গন্তব্যে উড়েছেন ৩,৮৮৯ জন যাত্রী। বিপরীতভাবে, কলকাতায় আন্তর্জাতিক উড়ান থেকে আগত যাত্রী সংখ্যা ছিল ৩,২৩০। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি এখনও পর্যন্ত এই বছরের সবচেয়ে ব্যস্ত দিন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।বিমানবন্দর সূত্র আরও জানিয়েছে, এই উল্লিখিত চার দিনের

মধ্যে প্রতিটি দিনই বিশেষ ভিড় লক্ষ্য করা গেছে, তবে ষষ্ঠীর দিনটি বিশেষভাবে ব্যস্ততার দিক থেকে চূড়ান্ত রেকর্ড স্থাপন করেছে। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই পরিবারের সঙ্গে পুজো উপভোগ করতে বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিলিত হতে দেশে বা শহরে ভ্রমণ করেছেন। পাশাপাশি, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে দেশী-বিদেশী উড়ানও উল্লেখযোগ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।কলকাতা বিমানবন্দরের অপারেশন হেড জানান, পুজোর উৎসবের সময় বিমানবন্দরকে এক ধরণের 'উৎসবের শহর' হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আমরা জানি, প্রতিটি পরিবার বা ব্যক্তি এই সময়ে বাড়ি বা ছুটি কাটাতে উড়ান ধরতে চায়। তাই বিমানবন্দর কর্মীরা সাধারণ দিনের চেয়ে দ্বিগুণ প্রস্তুতি নিয়ে যাত্রীদের সেবায় নিয়োজিত থাকে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যাত্রীদের নিরাপদ, দ্রুত ও আরামদায়কভাবে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া।তিনি আরও বলেন, এই উৎসবের সময় যাত্রী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের সিকিউরিটি চেক, ব্যাগেজ হ্যান্ডলিং, টিকিটিং কাউন্টার এবং ল্যাঞ্জে যথাযথ সমন্বয়. গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাছাড়া, যাত্রীদের ভিড় কমানোর জন্য বিশেষ গেট ও প্রক্রিয়া চালু রাখা হয়, যাতে উড়ান দেরি না হয়।পূজো বা অন্যান্য উৎসবের সময় কলকাতা বিমানবন্দর প্রায়শই দেশের অন্যতম ব্যস্ততম বিমানবন্দর হিসেবে পরিচিত হয়। প্রতিটি বছরই এই সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ কলকাতায় এসে উৎসবের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। বিশেষ করে গত কয়েক বছর কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতিতে উড়ানের সংখ্যা কমে যাওয়ার পর এবার এই উল্লিখিত যাত্রীবৃদ্ধি বিমানবন্দরের জন্য আশার দিশা দেখাচ্ছে।বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ধরণের যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি শুধু ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, বরং মানসিক ও সামাজিক দিক থেকেও শহরের মানুষের জন্য একটি উৎসবের ছন্দ তুলে ধরে। যাত্রীদের চোখে আনন্দ, পরিবারের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং উৎসবের আনন্দের মিশ্রণ বিমানবন্দরকেও এক ধরনের প্রাণবন্ততা এনে দেয়।কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে যে, এই সময়ে. যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিশেষ কাউন্টার, ইনফরমেশন ডিস্ক এবং অতিরিক্ত সিকিউরিটি স্টাফ মোতায়েন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্যাগেজ হ্যান্ডলিংয়ে দ্রুততার জন্য বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন বা অপেক্ষার চাপ কমানো সম্ভব হয়েছে।এছাড়া, আন্তর্জাতিক উড়ানগুলোর ক্ষেত্রে ভিসা, কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য পৃথক গেট ও প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিমানবন্দর সূত্রের দাবি, এই ধরনের পদক্ষেপ যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও আরামদায়ক এবং সন্তোষজনক করেছে।পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, কোভিডের সময় বিমান চলাচলের ধাক্কা সামলানোর পর এবার পুজোর মরসুমে এই আকাশযাত্রার উল্লসিত সংখ্যা যাত্রাপ্রিয় এবং অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের জন্য ইতিবাচক সংকেত। বিমানবন্দর ও শহর প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগে এই ব্যস্ত সময়ে যাত্রী সেবা প্রায়শই প্রশংসিত হয়েছে।পাশাপাশি, বিমানবন্দর সংলগ্ন রাস্তাঘাট, ট্যাক্সি সার্ভিস, পার্কিং ও অন্যান্য পরিষেবার চাহিদাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই উৎসবকালে যাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া, বিমানবন্দর এলাকায় নিরাপত্তা ও পরিষেবার মান বাড়াতে প্রশাসন বিশেষ নজর রাখছে।মোটকথা, এই পুজোর মরসুম কলকাতা বিমানবন্দরকে এক উজ্জ্বল ও ব্যস্ত দিক থেকে তুলে ধরেছে। যাত্রীসংখ্যার রেকর্ড বৃদ্ধিই প্রমাণ করছে, করোনার ছায়া মুছে যাওয়ার পর মানুষ আবার স্বাভাবিকভাবে ভ্রমণে উৎসাহী। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উড়ানের এই উল্লসিত সংখ্যা শুধু বিমানবন্দর নয়, পুরো শহরকে উৎসবের আমেজে ভরিয়ে. তুলেছে।এই পরিস্থিতি থেকে বলা যায়, কলকাতা বিমানবন্দর এবার একটি নতুন রেকর্ড গড়েছে, যা আগামী বছরগুলোর জন্যও একটি মানদণ্ড স্থাপন করবে। পুজোর আনন্দ শুধু মণ্ডপ ও বাড়ির ভিতর সীমাবদ্ধ না থেকে, আকাশেও ছড়িয়ে পড়েছে। শহরবাসী, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং ব্যবসায়ী. সব পক্ষেই এই উল্লসিত সংখ্যা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।সুতরাং, পুজোর মরসুমে কলকাতা বিমানবন্দরের এই ব্যস্ততা, রেকর্ডসংখ্যক যাত্রী এবং বিমান চলাচলের স্বাভাবিক অবস্থা একটি নতুন প্রজন্মের আকাশযাত্রার উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে ধরা যেতে পারে। এই ধারা যদি চলতে থাকে, তবে আগামী বছর আরও বড় রেকর্ডের সম্ভাবনা কম নয়। বিমানবন্দর এবং শহর উভয়েই উৎসবের আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আর সেই আনন্দেতিটি যাত্রী এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উড়ান এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আসছে।

বিহারে এনডিএ ফের সরকার গড়বেই, দৃঢ় কণ্ঠে দাবি বিজেপির মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়ার

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবরঃরাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে বিহার আবারও জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে উঠে এসেছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে সেখানকার রাজনীতি ক্রমশ তপ্ত হয়ে উঠছে। এই প্রেক্ষাপটে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া শনিবার নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট দাবি তুললেন যে বিহারের মানুষ আর কোনও দ্বিধা রাখবেন না, এনডিএকেই বেছে নেবেন। তাঁর ভাষায়, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বিহারে আবারও এনডিএ সরকারই গড়ে উঠবে। কেবল তাই নয়, বিজেপির মুখপাত্র এক প্রকার নিশ্চয়তার সুরে বললেন- আমরা সরকার গড়ব। এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের জনমানসে যে অন্ধকারের ছায়া তৈরি হয়েছিল, যেটিকে আমরা 'বলি, তা আর কোনওদিন বিহারের ভূমিতে ফিরে আসবে না।গৌরব ভাটিয়া সরাসরি আক্রমণ শানালেন বিরোধী শিবিরকে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্যের মানুষ অতীতের সেই দিনগুলি এখনও ভুলে যাননি যখন অপরাধ ও দুর্নীতির আঁধারে বিহার জর্জরিত ছিল। তিনি কটাক্ষ করে বললেন, আজও কিছু মানুষ রাজনীতির মঞ্চে উঠে 'জিন্দাবাদ' স্লোগান দেন। তারা মূলত সেই জঙ্গলরাজের প্রতীক, যারা বিহারের উন্নয়নকে পেছনে টেনে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বিহারের মানুষ তাঁদের আর কোনওদিন সুযোগ দেবেন না। এই প্রতীকরা অদৃশ্য হয়ে যাবে মানুষের রায়ের মধ্য দিয়েই। কংগ্রেসকে সরাসরি নিশানা সাংবাদিক বৈঠকে গৌরব ভাটিয়ার তোপ কেবল বিহারের বিরোধীদের দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের ভূমিকাকেও কড়া সমালোচনার মুখে ফেললেন। বিশেষ করে দেশের নিরাপত্তা ইস্যুতে কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ টেনে আনলেন তিনি। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদম্বরমকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বিজেপির মুখপাত্র বললেন, চিদম্বরম নিজে স্বীকার করেছিলেন যে ২৬১১ মুম্বই সন্ত্রাসী হামলার পর ভারতের উপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি হয়েছিল। সেই সময়. মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীন সরকার, যা মূলত সোনিয়া. গান্ধীর হাতে রিমোট কন্টোলের মতো পরিচালিত হচ্ছিল, কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে পারেনি। দেশের মাটিতে এমন এক ভয়াবহ হামলার পরে সাধারণ মানুষ আশা করেছিলেন শক্ত প্রতিশোধমূলক আঘাত, কিন্তু কংগ্রেস সরকার ব্যর্থ হয়েছিল সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে।গৌরব ভাটিয়ার অভিযোগ আরও তীব্র হয় যখন তিনি বলেন, সোনিয়া গান্ধী, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, রাহুল গান্ধী ও পি. চিদম্বরম- এঁরা সকলেই শপথ নিয়েছিলেন সংবিধান রক্ষা করার। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেই শপথ ভঙ্গ করেছিলেন। দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে যেভাবে দুর্বলতা দেখিয়েছিলেন, তা সরাসরি সংবিধানের বিরোধিতা।বিহারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটবিহারের রাজনীতি বরাবরই জাতীয় রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হয়। দেশজুড়ে বিজেপির যে রাজনৈতিক কৌশল, তাতে বিহারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গত কয়েক মাস ধরে বিহারের রাজনীতি নানা কারণে উত্তপ্ত। এনডিএ এবং মহাগঠবন্ধন- দুই জোটই নিজেদের শক্তি বাড়াতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই অবস্থায় বিজেপির জাতীয় মুখপাত্রের দাবি নিঃসন্দেহে এনডিএ কর্মীদের মধ্যে নতুন করে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছে।বিহারে এনডিএর অংশীদার হিসেবে রয়েছে জনতা দল (ইউনাইটেড) তথা জেডিইউ। যদিও অতীতে বিজেপি ও জেডিইউ-র সম্পর্ক নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী থেকেছে, বর্তমানে তারা আবারও একই প্ল্যাটফর্মে একজোট। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে জেডিইউ এবং বিজেপির সমন্বয় এনডিএর শক্তি বাড়িয়েছে বলে দাবি শাসক শিবিরের। অপরদিকে মহাগঠবন্ধনের নেতৃত্বে রয়েছে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি), কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলি। ফলে লড়াই নিঃসন্দেহে কঠিন ও ত্রিমুখী হয়ে উঠেছে।এনডিএর আত্মবিশ্বাসের উস কোথায়?বিজেপির নেতারা মনে করছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেই বিহারে এনডিএর ভিত আরও শক্তিশালী হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের জন্য নানা উন্নয়ন প্রকল্প ঘোষণা করেছে, যার প্রভাব মানুষের কাছে পৌঁছেছে। অবকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে গরিবদের জন্য 'যোজনা', কৃষকদের জন্য বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা- এই সমস্ত

শনিবার দেশে অপরিবর্তিত রইল পেট্রোল-ডিজেলের দাম

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবরঃদেশের বাজারে শনিবার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রইল। এদিন ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি দেশের বিভিন্ন শহরে মূল্যের উপর কোনো পরিবর্তন আনে নি। দেশীয় বাজারে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য আন্তর্জাতিক অপরিশোধিত তেলের দামের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয়।রাজধানী দিল্লিতে শনিবার প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ছিল ৯৪.৭৭ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা। কলকাতায় একই সময়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা বজায় রছে। মুম্বইতে পেট্রোলের দাম স্থির থেকে ১০৩.৫০ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা রইল। দক্ষিণ ভারতের চেন্নাইয়েও মূল্য অপরিবর্তিত পেট্রোল ১০০.৯০ টাকা এবং ডিজেল ৯২.৪৯ টাকা প্রতি লিটার।স্তুতেল সংস্থাগুলি নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দর পর্যবেক্ষণ করে দেশীয় বাজারে তার প্রভাব অনুযায়ী দাম সমন্বয় করে। তবে শনিবারের বাজারে এই দামের স্থিতিশীলতা সাধারণ ভোক্তা ও গাড়িচালকদের জন্য স্বস্তির খবর হিসেবে দেখা যাচ্ছে।সর্বোপরি, দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের বাজারে শনিবার কোনো মূল্য পরিবর্তন না হওয়ায় দৈনন্দিন যাতায়াত ও ভোগ্যপণ্যের পরিবহন খরচে কোনো অতিরিক্ত চাপ পড়েনি। দাম স্থিতিশীল থাকায় জনগণ স্বাভাবিকভাবে তাদের দৈনন্দিন যাতায়াত এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে।

সহিংসতার দু-বছর পর মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে ফের চালু ডাক পরিষেবা

ইমফল, ৪ অক্টোবর (হি.স.)ঃটানা দু-বছর পর মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায় পুনরায় চালু হয়েছে ডাক পরিষেবা।আজ শনিবার ইমফলে অবস্থিত প্রধান ডাক ভবনের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এ খবর দিয়ে জানান, ২০২৩ সালের মে মাসে জাতিগত সহিংসতা শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মতো মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায় ডাক পরিষেবা পুনরায় চালু হয়েছে। তিনি জানান, শুক্রবার সকাল ১১ঃ৩০ মিনিটে একটি ডাক ভ্যান চূড়াচাঁদপুর জেলা সদর দফতরে প্রবেশ করে। সেখানে চিঠি, পার্সেল এবং অন্যান্য পণ্যসামগ্রী আনলোড করে বেলা ১২৪০ মিনিটের দিকে ইমফল ফিরে এসেছে।আধিকারিক জানান, নিয়মিত ডাক সরবরাহ দুই বছরের বেশি সময় বন্ধ ছিল। যার ফলে হাজার হাজার বাসিন্দার যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছিল। তিনি বলেন, সহিংসজর্জর মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা সহ অন্যান্য এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় ডাক পরিষেবা পুনরায় চালু হয়েছে। এতে রাজ্য সহ দেশের বাকি অংশের পুনঃসংযোগের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, বলে ডাক দফতরের আধিকারিক।

ভারত জ্ঞান ও দক্ষতার দেশঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৪ অক্টোবরঃভারত শুধুমাত্র সংখ্যার বা আয়তনের দেশ নয়, এটি জ্ঞান ও দক্ষতার একটি অসাধারণ ভাণ্ডার। দেশের এই অন্তর্নিহিত বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, এমনটাই মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক বড় অনুষ্ঠানে তিনি একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার সময় এই মন্তব্য করেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, জ্ঞান ও দক্ষতা আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এবং যখন এই শক্তি দেশের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে একত্রিত হয়, তখন এর প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যায়। আমরা যদি আমাদের স্থানীয়.মেধা, স্থানীয় সম্পদ এবং স্থানীয় জ্ঞানকে দেশের উন্নয়নের কাজে লাগাই, তবে আমাদের অর্জন আন্তর্জাতিক মঞ্চে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হবে।সেই অনুষ্ঠানে মোট ৬২,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা এবং বিভিন্ন অবকাঠামো খাতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে আরও এগিয়ে নেবে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর পিএম-সেতু (PM-SETU) প্রকল্পের শুভ সূচনা, যা দেশের যুব সমাজের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।পিএম-সেতুঃযুবক, দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক সংযোগ প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দীর দাবি হলো, আমাদের যুব সমাজকে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা। এর মধ্যে এক হাজারেরও বেশি আইটিআই (ইনডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) আমাদের মূল ভূমিকা পালন করবে। পিএম-সেতু প্রকল্পের মাধ্যমে এই আইটিআইগুলিকে আধুনিকায়ন এবং আপগ্রেড করা হবে। আমরা চাই, আমাদের যুবকরা শুধু দেশেই নয়, বৈশ্বিক দক্ষতার মানদণ্ডে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হোক।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, পিএম-সেতু প্রকল্প ভারতীয় যুব সমাজকে বিশ্বের চাহিদার সঙ্গে সংযুক্ত করবে। এটি একটি সেতু, শুধু অবকাঠামোর নয়, বরং জ্ঞান, দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক সংযোগের। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আরও উন্নত প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। দেশের বিভিন্ন শহর এবং গ্রামের আইটিআইগুলির মাধ্যমে হাজার হাজার যুবক সরাসরি উপকৃত হবেন।স্তুস্তুস্থানীয়.মেধা ও সম্পদের গুরুত্বমোদী এই উদ্যোগকে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত বা অবকাঠামোগত প্রকল্প হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেন, দেশের প্রতিটি স্থানীয় সম্পদ এবং প্রতিটি যুবকের মেধা দেশের উন্নযনের মূল ভিত্তি। এই স্থানীয় শক্তি ছাড়া আমাদের উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থাকবে। তাই স্থানীয়.মেধাকে কাজে লাগানো অপরিহার্য। পিএম-সেতু সেই সংযোগের জন্য একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।প্রধানমন্ত্রী এই সুযোগে দেশের আইটি আইগুলির অতীত অবদানকেও স্মরণ করান। তিনি বলেন, গত কযেক দশকে আমাদের আইটি আই শিক্ষার্থীরা দেশের শিল্প, প্রযুক্তি ও উপাদন ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখন এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা তাদের দক্ষতাকে আরও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চাই। এটি শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, পুরো দেশের জন্য একটি ইতিবাচক পরিবর্তন।দেশের সামগ্রিক উন্নযনে প্রকল্পের প্রভাবএই প্রকল্পগুলির উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশের সমগ্র অর্থনীতি ও প্রযুক্তি খাতে নতুন দিগন্ত

রাশিফল

মেষঃ আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে থাকার সময়েও হয়ত আপনি হৃদয়ঘটিত বিষয়কে দূরে সরিয়ে রাখবেন । কেননা কাজের চিন্তায় আপনার মাথা ভরে থাকবে।

বৃষঃ গণনা বলছে ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং সময়। কোনও কিছুকে গুরুত্ব না বিবাহের যোগ হতে পারে

মিথুনঃ আজকের দিনে আপনার শেখার মনোভাবকে ধরে রাখা ভালো। আজকে শ্রোতার ভূমিকা পালন করুন এবং আপনার প্রিয়তমের প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিন। শুভ দিন হবে।

কর্কট রাশি ঃআপনার অনুসন্ধানী প্রকৃতি আপনাকে আজ একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে। আপনার কাছের মানুষগুলি, আপনার প্রকৃতির এই দিকটি নিয়ে. খুব একটা উফুল্ল হবেন না।

সিংহঃ প্রেম জীবন সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার প্রিয়তমকে অভিপ্রেত সময় ও মনোযোগ দিতে পারবেন না। ।

কন্যা ঃআপনার মনের কাছে মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর আকাঙ্খায় আপনি সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলবেন।।

তুলাঃআপনার অনন্যতা আজকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং প্রশংসা পাবে। নানা কঠিন কাজ হাতে নিয়ে এবং তা সম্পন্ন করে আপনি আপনার ব্যবসায়িক দক্ষতা

বৃশ্চিকঃআপনার প্রেম জীবনকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আপনি সম্ভবত ফিটফাট হয়ে উঠবেন। প্রেমের সম্পর্কের উত্তেজনা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আসক্তি ও আবেগ জাগিয়ে তুলতে আপনি প্রস্তুত থাকবেন। আর্থিক কার্যকলাপের জন্য আজকের দিনটি শুভ নয়। যদিও এর জন্য আপনার জীবনে বাহুসাম্যের অভাব হবে না। পেশার ক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনা করার জন্য এট আদর্শ দিন।

ধনুঃসৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। সমগ্র মহাবিশ্বের উচ্ছ্বাস দুই জনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে যারা প্রেম

মকরঃ আপনার বাচ্চাদের চিন্তাগুলিকে সমর্থন করা জরুরী হবে। কামদেব আপনাকে আপনার জীবনে প্রেমের ঝরনা বওয়াতে অগ্রধাবন করবে।।

কুম্ভঃ অর্থের বিষয়টি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও বিরোধ হতে পারে। আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের অর্থ এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়ার পরামর্শ দেওয়া. উচিত।

মীনঃপ্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর ফলে আজকের দিনটি সু ন্দর হয়ে উঠবে। কোনো চিন্তা যদি সমানে আপনার মাথায় ঘুরে বেড়ায়, তাহলে তা আপনার সঙ্গীর কাছে প্রকাশ করুন, নাহলে পরিস্থিতি খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ।

আবহাওয়া

নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি চলছে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার সকাল থেকেই মুখভার আকাশের। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও হবে বৃষ্টি। নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। মৎস্যজীবীদের জন্য আপাতত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও হবে বৃষ্টি। দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দার্জিলিং সহ ওপরের পার্বত্য ৬টি জেলাতে দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। নিচের দিকের জেলা মালদা ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। এরপর রবিবার ওপরের পাঁচ জেলায়. ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৩ ডিগ্রি কম।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৩মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২০মিনিটে।

দুর্যোগ উত্তরবঙ্গে, জারি লাল সতর্কতা! দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া কেমন?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ ওড়িশার নিম্নচাপটি উত্তর ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও ছত্রিশগড়ের উপর অবস্থান করছে। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কিছুটা কমবে। তবে উত্তরে বাড়বে বৃষ্টি। প্রবল বৃষ্টির লাল সর্তকতা আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে কমলা সর্তকতা। মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। উত্তরবঙ্গ লাগোয়া মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। আজ, শনিবার সকালে দক্ষিণবঙ্গে মূলত মেঘলা আকাশ। মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টি। বাকি জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যু-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টি। রবিবার কলকাতা-সহ সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। দুপুর থেকে সন্ধ্যার মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সোমবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বুধবার থেকে বৃষ্টি কমবে। শনিবার কলকাতার আকাশ মেঘলা থাকবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আজ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছে ৬.২ মিলিমিটার।

দক্ষিণবঙ্গে তুলনামূলক কম বৃষ্টি হলেও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উত্তরবঙ্গে। প্রবল বৃষ্টির লাল সর্তকতা আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে। এই দুই জেলার কিছু অংশে ২০০মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার আশঙ্কা। রবিবার অতিভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে। হলুদ সতর্কতা উত্তর দিনাজপুরে। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।

টোটো দুর্ঘটনায় জখম সাংবাদিক সুবীর মুখোপাধ্যায় প্রয়াত

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.)ঃ সাংবাদিক সুবীর মুখোপাধ্যায় প্রয়াত। প্রায় দুই সপ্তাহ ধরেই তিনি এস এস কে এম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বাংলা দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। বিশিষ্ট সাংবাদিক রণেন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কাকা ছিলেন। ভাইপো সুবীর মুখোপাধ্যায় নিষ্ঠার সঙ্গেই সাংবাদিকতা পেশায় যোগদান করেন। হাসপাতালে শনিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সুবীর মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। স্ত্রী ও এক পুত্র সন্তান রেখে গেলেন তিনি। চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ। উল্লেখ্য, নৈহাটির অদূরে গরিফা এলাকায় বাড়ি। টোটো দুর্ঘটনায় সে জখম হয়। মাথায় চোট পায় গুরুতর। তড়িঘড়ি পিজি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে নিয়ে আসা হয় ও ব্রেন ইনজুরি ধরা পড়ে। তৎক্ষণা চিকিৎসা শুরু। মাথায় অপারেশনও করা হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫ দিনেরও বেশি সময় ধরেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। চলছিল চিকিৎসা। এদিন সকালে তাঁকে ভেন্টিলেশন রাখা হয়। এরপর কৃত্রিম পদ্ধতিতেই শ্বাস প্রশ্বাস চলতে থাকে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। কলকাতা প্রেস ক্লাবের তরফেও গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

খানাকুলে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির ওপর বিজেপির বেধড়ক হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৪ অক্টোবর ঃ হুগলির খানাকুলে আবারও রাজনৈতিক উত্তেজনা। মাড়োখানায় তৃণমূলের অঞ্চল সহ সভাপতিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপির সদস্যদের বিরুদ্ধে। রাতে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় স্থানীয় তৃণমূল নেতা এবং অঞ্চল সহ সভাপতি বরুণ মণ্ডলের ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। কিল, চড়, ঘুষি ছাড়াও লাঠি ও বাঁশ দিয়ে মারধর করার কথাও বলা হয়েছে। অভিযোগের নিশানা বিজেপি। তবে খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ পাল্টা দাবি করেছেন, ওই তৃণমূল নেতা এলাকার মহিলাদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেছিলেন, যার জেরে জনরোষের শিকার হয়েছেন। আক্রান্ত তৃণমূল নেতাকে প্রথমে খানাকুল গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আক্রান্ত তৃণমূলের অঞ্চল সহ সভাপতি বরুণ মণ্ডল বলেন, আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম। ৮-১০ জন মিলে আমাকে ঘিরে ধরে। মারধর করে। কাউকে চিনতে পারিনি। মুখে বলছিল তৃণমূল করে। আর বেধড়ক মারধর করে। মেরে জলে ফেলে দেওয়ার কথা বলে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা শ্লীলতাহানির অভিযোগ অস্বীকার করেন জখম তৃণমূল নেতা। কয়েকজন মহিলাকে জোর করে ডেকে শ্লীলতাহানির ভুয়ো অভিযোগ করানো হয় বলেও অভিযোগ আক্রান্তের। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের অঙ্গুলিহেলনেই এমন হামলার ঘটনা ঘটে। তবে এই অভিযোগ সুশান্ত ঘোষ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন। তার দাবি, শুক্রবার সন্ধ্যায় কয়েকজন স্কুলছাত্রী কেক কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় ফাঁকা মাঠের ধারে ওই তৃণমূল নেতা বরুণ মণ্ডলের নেতৃত্বে কয়েকজন জড়ো হয়ে ছাত্রীদের হেনস্তা করে।

ডেলিভারি বয় বিকির পকেটে বাংলায় লেখা সুইসাইড নোট উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ বাড়ি থেকেই নিথর অবস্থায় উদ্ধার করা হয় বিকিকে। প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা বিকির প্রেমের কথাও বলতে শুরু করেছেন। প্রশ্ন উঠছে স্ত্রী ও তাঁর বন্ধুর উপস্থিতি নিয়েও। ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট। কিন্তু বিকির পকেট থেকে পাওয়া চিঠি ঘিরে বাড়ল বিতর্ক। বৃহস্পতিবার রাতে বালিগঞ্জের পদ্মপুকুর এলাকার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বিকির দেহ। এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। বালিগঞ্জ থানায় মৃত যুবকের স্ত্রী'র বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে বিকির পরিবার। যুবকের মৃত্যুর কারণ আসলে কী, সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিকি মল্লিকের পরিবারের লোকের অভিযোগ, তাঁর মৃত্যুর পিছনে বিকির স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা মল্লিক এবং প্রিয়াঙ্কার 'বন্ধু' সুমন মজুমদারের হাত রয়েছে। ময়নাতদন্তে মৃত্যুর কারণ হিসেবে ' মর্টেম হ্যাংগিং' বা গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। এদিকে, বিকি মল্লিকের পকেট থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। সেটি বাংলায় লেখা। বিকি মল্লিকের পরিবারের লোকজনের বক্তব্য, এই সুইসাইড নোট বিকির হাতে লেখা নয়, কারণ তিনি বাংলা লিখতে পারতেন না। যদিও গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিকি মল্লিকের স্ত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। কিন্তু, পরিবারের লোকজনের প্রশ্ন, প্রিয়াঙ্কাকে ধরা গেলেও তাঁর 'বন্ধু' সুমনকে ধরা যাচ্ছে না কেন? বিকির পরিবারের লোকজনের বক্তব্য, এই সুমন এক্স আর্মি, বর্তমানে পার্সোনাল বডি গার্ডের কাজ করেন। তাঁর হাতে বন্দুকও থাকত আর বন্দুক দিয়ে সবাইকে ভয় দেখাতেন বলেও অভিযোগ। প্রতিবেশীদের দাবি, সুমনের বাড়িতে রয়েছে স্ত্রী-সন্তান। ঘটনার দিন থেকেই সুমন পলাতক। পুলিশের এই ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে বিকির পরিবারের লোকজন। বিকি মল্লিক পেশায় ডেলিভারি কর্মী ছিলেন। তাঁর দিদির অভিযোগ, বিকির স্ত্রী প্রিয়ঙ্কা মল্লিকের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। এই নিয়ে দম্পতির মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা হত। বিবাহ বহির্ভূতে সম্পর্কে যাতে বাধা দিতে না পারেন, সেজন্য বিকিকে বেশিরভাগ সময় মদ্যপান করিয়ে রাখা হত।

ইতিহাসের পুনর্জন্ম,ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের প্রতিমা সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রাজ্যের !

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ মর্ত্য ছেড়ে কৈলাসের পথে পাড়ি দিয়েছেন উমা। তবে ঠাকুরপুকুরের এসবি পার্কে এবারও প্রতিমা নিরঞ্জন হবে না, যা একটি ব্যতিক্রম। গত বছর রাজ্য সরকার প্রতিমা সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই বছর রবীন্দ্র সরোবরের ' সংগ্রহশালায় প্রতিমা সংরক্ষণ করা হবে। এর আগে, গত বছর বেহালার চাঁদের হাটে প্রতিমা সংরক্ষণ করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে পুজো কমিটির সদস্যরা উচ্ছ্বসিত। ৫৫ তম বর্ষে ঠাকুরপুকুর এসবি পার্ক সর্বজনীনের এবারের থিমে উঠে আসে মোগলমারি। ' থিমে তৈরি মণ্ডপের শিল্পী রাজু সরকার। মোগলমারি অঞ্চলের মাটির তলায় কথা বলে ইতিহাস। খননে উঠে এসেছে একের পর এক বৌদ্ধমূর্তি। কোনওটা ধ্যানমুদ্রা, কোনওটা অভযমুদ্রা। কেন মোগলমারিকেই থিম হিসাবে ভাবেন পুজো উদ্যোক্তারা। এ প্রসঙ্গে এস বি পার্ক দুর্গাপুজোর কর্মকর্তা সঞ্জয় মজুমদার জানিয়েছেন, যাঁরা বলেন বাংলার ইতিহাস নেই, সেই অভিযোগের দৃপ্ত প্রতিবাদ, ইতিহাস-মিথ-জনশ্রুতি বুকে নিয়ে হাজার হাজার বছর পথ পেরিয়ে আসা এইমোগলমারি। যেখানে এখনও মাটির তলায় লুকিয়ে গুপ্তোত্তর যুগের মুদ্রা, নকশা, ইট,

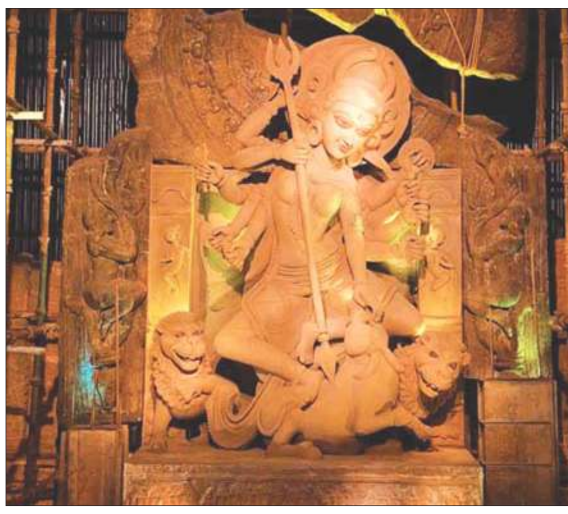

দেবদেবীর মূর্তি।মনে করা হয় ১৫৭৫ সালে মেদিনীপুর আর জলেশ্বরের (ও.শিা) মাঝামাঝি তুকারুই নামে এক স্থানে মোগল ও পাঠানের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মুঘলদের বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রাণ যায় অসংখ্য মুঘলের। সেই থেকেই হয়তো মোগলমারি নামের উৎপত্তি। থিমের সঙ্গে মানানসই দেবী প্রতিমা। তাতে বৌদ্ধধর্মের ছাপ স্পষ্ট। কারণ, বৌদ্ধধর্মের তারামূর্তির আদলে তৈরি প্রতিমা। গত মাসের শুরুর দিকে থিম প্রকাশ অনুষ্ঠানে পুরাণবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি এই প্রসঙ্গে জানান, বৌদ্ধধর্মে তারা হলেন একজন ত্রাণকর্তা দেবী, মহাযান ও বজ্রযান সম্প্রদায়ে পূজিত হন তিনি। তিনি অবলোকিতেশ্বরের অশ্রু থেকে জাত এবং তাঁকে মা হিসাবে বর্ণনা করা হয়। ইতিহাসের নিদর্শন হিসাবেই রাজ্য সরকার এবার ওই দেবীপ্রতিমাকে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শূন্যের গেরো কাটাতে সিপিএমের নতুন চ্যালেঞ্জ-'নেতৃত্বের সন্ধানে আলিমুদ্দিন!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ হাতে সিগারেট ধরিয়ে শুধু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শেখানো দিয়ে নেতাদের সীমাবদ্ধ রাখা চলবে

না। এবার 'নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন এমনটাই চাইছে আলিমুদ্দিন। কেউ ভালো বক্তা, কিন্তু সংগঠন পরিচালনায় দক্ষ নন। আবার কেউ দক্ষ সংগঠক হলেও বক্তৃতায় দুর্বল, সোশ্যাল মিডিয়ায় পারদর্শী নন। কেউ পার্টির কাজে সক্রিয় থাকলেও কর্মী ও সমর্থকদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই ধরনের নেতৃত্ব আর চলবে না। সবদিক থেকে পারদর্শী হতে হবে, একাধিক ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হবে নেতৃত্বকে-এটাই রাজ্য সিপিএমের দাবি। বাংলায় শূন্যের গেরো কাটাতেই ছাব্বিশের ভোটের আগে বহুমুখী প্রতিভা রয়েছে এরকম নেতাদের সিপিএম তুলে আনতে চাইছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সিপিএম তাদের পার্টির চিঠিতে বলছে, পার্টি নেতৃত্বকে সর্বক্ষেত্রে উদাহরণ স্থাপন করতে হবে। বহু কাজ একসঙ্গে করার যোগ্যতা প্রতিটি পার্টি সদস্যের মধ্যে গ।ে তুলতে হবে। আর এক্ষেত্রেই উঠে এসেছে পার্টি সদস্যদের গুণগত মানোন্নয়নের বিষয়টি। ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ১৪ বছর রাজ্যের মসনদে না থাকলেও সার্বিক এই বিষয়গুলিতে যে এখনও ঘাটতি রয়েছে, তা কার্যত মেনে নিচ্ছে বঙ্গ সিপিএম। বলা হচ্ছে, সর্বস্তরের নেতৃত্বকেই নেতৃত্ব দানের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। পাশাপাশি সাংগঠনিক কাঠামোয় পার্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল শাখা। আর শক্তিশালী শাখা সংগঠন সিপিএমের আর নেই। শাখার সদস্যরা থাকলেও সেরকম কোনও কর্মসূচিতে দেখা যায় না কমরেডদের। পাশাপাশি দক্ষ শাখা সম্পাদকের অভাব রয়েছে বলেও পার্টি চিঠিতে কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সামনে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন। জেলাভিত্তিক সাংগঠনিক রিপোর্ট আলিমুদ্দিনে আসছে। ' নেতৃত্ব গড়ে তোলার মধ্যে পার্টির কিছু কর্মীর আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সুশান্ত ঘোষ ও বংশগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে মহিলাদের দেওয়া অভিযোগে পার্টি ব্যবস্থা নিয়েছে। সম্প্রতি এসএফআইয়ের রাজ্য কমিটির এক সদস্যের বিরুদ্ধে দলের এক নেত্রী যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলেছেন, যা নিয়ে সিপিএমে শোরগোল পড়েছে। তাই বঙ্গ সিপিএম পার্টি সদস্যদের সার্বিক মানোন্নয়নে আরও বেশি মনোযোগ দিতে চাইছে।

রবিবার কার্নিভাল উপলক্ষে রাত জুড়ে চলবে মেট্রো,যাত্রীদের জন্য সময়সূচি প্রকাশ!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ পুজোর সময় সারারাত পরিষেবা চালিয়েছে মেট্রো, যা ভরসা হয়ে দাঁ।য়িছে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, হাওড়া থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত মানুষের যাতায়াতে। এবার রবিবার রাতেও বাড়িত পরিষেবা দেবে কলকাতা মেট্রো। কারণ, ৫ অক্টোবর কলকাতার রেড রোদে আয়োজিত হবে কার্নিভাল। রাজ্য সরকারের আয়োজিত এই উসবে অংশগ্রহণ করবে প্রচুর মানুষ, যা রাত জুড়ে চলবে। রেড রোড বরাবর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যরা এগিয়ে আসেন, যা দেখতে ভিড় জমান বহু দর্শক। তাঁদের নিরাপদে বাড়ি ফেরার কথা মাথায় রেখে মেট্রো রবিবারও গভীর রাত পর্যন্ত চলবে। দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা ভেবে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত আপ ও ডাউনে রাতে ৬টি অতিরিক্ত মেট্রো চলবে। রাতের শেষ মেট্রোর পর, ২০ মিনিট অন্তর মিলবে এই পরিষেবা। ব্লু লাইনে শহিদ ক্ষুদিরাম অর্থাৎ ব্রিজি স্টেশন থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রো ছাড়বে রাত ১০টা ৩ মিনিট, রাত ১০টা ২৩ মিনিট এবং রাত ১০টা ৪৩ মিনিটে। দক্ষিণেশ্বর থেকে ব্রিজিগামী মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ৫৩ মিনিট , রাত ১০টা ১৩ মিনিট এবং রাত ১০টা ৩৩ মিনিটে। গ্রিন লাইনে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দানগামী মেট্রো

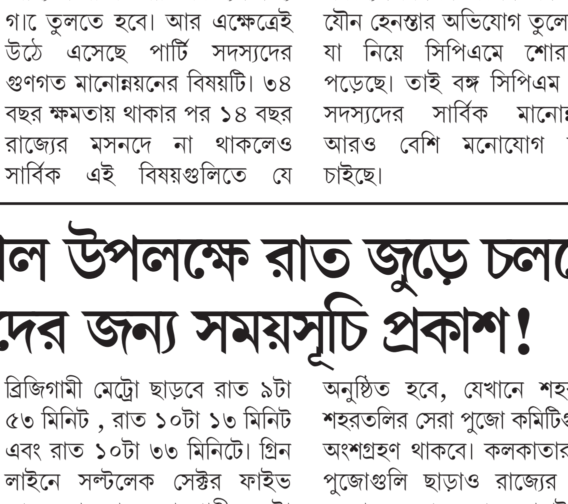

ছাড়বে রাত ১০টা ২০ মিনিট, রাত ১০টা ৪০ মিনিট এবং রাত ১১টায়। একইভাবে হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ যাওয়ার মেট্রো রাত ১০টা ২০ মিনিট , রাত ১০টা ৪০ মিনিট এবং রাত ১১টায় ছাড়বে। এর ফলে বহু মানুষ নিশ্চিন্তে মেট্রো রুট ব্যবহার করে বাড়ি ফিরতে পারবেন। রবিবার রেড রোডে এবারের পুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে শহর ও শহরতলির সেরা পুজো কমিটিগুলির অংশগ্রহণ থাকবে। কলকাতার বড় পুজোগুলি ছাড়াও রাজ্যের অন্য জেলার বড় শহর থেকে বাছাই করা প্রধান পুজো কমিটিগুলির প্রতিমা দর্শনের সুযোগ মিলবে এই কার্নিভালে। দেশ-বিদেশ থেকে আগত অতিথিরাও এই অনুষ্ঠানে সমবেত হবেন। তাই তাদের যাতায়াতের নিরাপত্তা ও সুব্যবস্থা রাখা জরুরি। রবিবার দুপুর ২টা থেকে শুরু হবে দুর্গাপুজো কার্নিভাল, যার কারণে দুপুর ১২টা থেকে বিভিন্ন রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

কার্নিভালের জন্য মোতায়েন থাকছে প্রচুর পুলিশ, বন্ধ থাকবে কলকাতার রোড

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ পুজো শেষ হয়েছে। আর রবিবার রেড রোডে হবে পুজো কার্নিভাল। প্রতিবারের মতো এবারও একাধিক নামী-দামি পুজো কমিটিগুলি অংশ নেবে এই কার্নিভালে। প্রধান অতিথি হিসাবে থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর সঙ্গে থাকবেন বিশিষ্ট অতিথিরাও। আর সেই কারণে নিরাপত্তায় কোনও রকম ফাঁক-ফোকড় রাখতে চাইছে না পুলিশ। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রেড রোডে প্রচুর সংখ্যক পুলিশ কর্মী মোতায়েন থাকছেন। জানা যাচ্ছে, ১০৬ টি পুজো কমিটি পুজোর কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবে। আর সেই কারণে আগামিকাল বন্ধ থাকবে খিদিরপুর রোড থেকে রেড রোড। এছা।াও রেড রোড সংলগ্ন এলাকার প্রতিমা রাখা শুরু হবে আজ রাত থেকে। ক্যানিভালের সময় প্রতিটি প্রতিমার সঙ্গে একজন করে কর্তব্যরত পুলিশ দায়িত্বে থাকবেন। প্রতিটি পুজোর মধ্যে কিছু দুরত্ব রাখা হবে। রবিবার সকাল থেকেই কলকাতা পুলিশের একাধিক পদস্থ

আধিকারিকরা নজরদারি চালাবেন। বিদেশি আমন্ত্রিতদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এ দিকে, কালই আবার 'খোলা হাওয়া' নামে একটি সংগঠন মিছিল করবে কলেজ স্ট্রিট থেকে। সম্প্রতি কলকাতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তারই প্রতিবাদে এই মিছিল হবে। কলকাতা হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে এই মিছিলের অনুমতি দিয়েছে। অপরদিকে কার্নিভাল উপলক্ষে অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা দিতে চলেছে কলকাতা মেট্রো। শুক্রবার নির্দেশিকা জারি করে তারা জানিয়েছে, আগামিকাল রাতে ব্লু লাইন ও গ্রীন লাইনে রাতে চলবে অতিরিক্ত মেট্রো। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওইদিন অর্থাৎ রবিবার মোট ৬টি বিশেষ ট্রেন (৩টি আপ ও ৩টি ডাউন) চালানো হবে। প্রতিটি ট্রেনের মধ্যে ব্যবধান থাকবে প্রায় ২০ মিনিট। কার্নিভালের দিনই রাতে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতে সাধারণ যাত্রীদের যাতে যাতায়াতে অসুবিধা না হয় করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে তাদের তরফে। ফলত, কার্নিভালের জন্য যে শহজজুড়ে সাজো-সাজো রব তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বারাসাত, বসিরহাট, ব্যারাকপুরে দুর্গা পূজা কার্নিভেল অনুষ্ঠিত হলো

কলকাতা (নিউস এশিয়া)ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জেলা সদর বারাসাত,বসিরহাট, ব্যারাকপুর মহকুমায় দুর্গা পূজা কার্নিভেল অনুষ্ঠিত হলো মহাসমারহে। বারাসাতের চাপাডালি মোড়ে জেলার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজিত হয়েছে এই দুর্গা পুজোর কার্নিভাল। রাজ্য সরকারের আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিশিষ্ট বিচারক মন্ডলীর বিচারে সেরা শিরোপা পাওয়া প্রতিমা ও মন্ডপ সজ্জা নিয়ে উদ্যোক্তারা অংশ নেন এই মহতি কার্নিভালে। মোট তেরোটি পূজা কমিটি সুসজ্জিত ট্যাবলো সহকারে এই কার্নিভালে অংশ নেন। কার্নিভাল দেখতে রাস্তার দুই ধারে হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে। কার্নিভাল কে ঘিরে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। কার্নিভাল চলাকালীন যাতে কোনরকম অপ্রীতীকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে জেলা প্রশাসন। বারাসাতে চাঁপাডালি মোড়ের টাকি রোড এবং যশোর রোড জুড়ে এই কার্নিভাল বিকেল চারটা থেকে শুরু হয়। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে পুরুলিয়ার ছৌ নাচ, বাংলার ঢাক, আদিবাসী নৃত্য সহ নানা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মঞ্চের সামনে। কার্নিভালে অতিথি হিসাবে অংশ নেন রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী রথীন ঘোষ,জেলা শাসক শরদ কুমার ত্রিবেদী, অতিরিক্ত জেলা শাসক(জেনারেল) অমিত মিশ্র, পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খাড়িয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিগণ।

অমৃতের সন্ধানে উমা দর্শন

রাজ, হুগলিঃ একটা গাছ, কিছু দুরন্ত মৌমাছি,আর তাদের সংগৃহীত কিছু অমৃত। আর তার ছত্র-ছায়ায় পূজিত মা দুর্গা। একেই বোধ হয় বলে 'অমৃতের সন্ধানে', হ্যাঁ ঠিক এমন একটি স্বর্গীয় থিম এর প্যান্ডেল করেছিল চণ্ডীতলা উত্তরপল্লী তরুণ সংঘের কর্মকর্তারা। দীর্ঘ ৭২ বছরের পুজো। নবীন প্রবিনের মেলবন্ধনে এই পুজো পরিণত হয়েছে মহিরুহে। ষষ্টিতে এই পুজো ফিতে কেটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন সাড়েন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তমাল সরকার ও বিশিষ্ট সমাজসেবী নিশীথ কুমার বক্সী। মণ্ডপে ঢোকার মুখেই দেখা মিলবে মধুর চাক তার ওপর বিশালকৃতির মৌমাছির। মণ্ডপ জুড়ে যেন এক প্রকৃতির ছোঁয়া। ৭২ বছরের এই পুজোয় মণ্ডপ সজ্জা থিমের হলেও মাতৃ প্রতিমা রয়েছে সাবেকিয়ানায়। এদিন পুজো কমিটির সভাপতি শিশির কুমার সেন জানান দর্শক এসেছেন। মন ভোরে এই কারুকাজ দেখেছেন। পরের বছর আরো ভালো কিছু নিবেদনের পরিকল্পনা শুরু হবে এবছর থেকেই। পুজো কমিটির সভাপতি শিশির কুমার সেনের কথায়, কেবল পুজোই নয়, এদিন সম্বর্ধিত করা হয়েছে কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের। পাশাপাশি শারদীয়ায় প্রান্তিক মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে নতুন বস্ত্র।

ছবি-তনুশ্রী দাস

জেলার পুজো কার্নিভালের প্রস্তুতি বৈঠক ও এলাকা পরিদর্শনে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস । ছবি-উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

আখ থেকে মালা-কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো ঘিরে জমে উঠছে আগরতলার বাজার

আগরতলা, ৪ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আগামী সোমবার আশ্বিন মাসের শুক্লা পূর্ণিমা। এই দিনেই কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো। প্রায় প্রতিটি হিন্দু ঘরেই ধন ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনায় মেতে উঠেন পরিবারের সদস্যরা। লক্ষ্মী পুজোকে সামনে রেখে রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন বাজারে রীতিমত শুরু হযে গেছে বিকিকিনি। অন্যান্য বছরের মত এবারও দূর-দূরান্ত থেকে লক্ষ্মী প্রতিমা নিযে বিভিন্ন বাজারে হাজির মৃৎশিল্পীরা। শনিবার রাজধানীর একটি বাজারে লক্ষ্মী প্রতিমা নিয়ে আসা এক মৃৎশিল্পী জানান, প্রতিমার দাম গত বছরের মতই রয়েছে। ছোট প্রতিমার মূল্য ৩০০ টাকা, মাঝারি প্রতিমার মূল্য ৪০০ টাকা এবং কিছুটা বড় প্রতিমার মূল্য ৫০০ টাকা বলে জানান তিনি। তিনি আরও জানান, শনিবার দুপুর পর্যন্ত তাঁর একটিও প্রতিমা বিক্রি হয়নি। রবিবার লক্ষ্মীপুজোর বাজার জমার অপেক্ষায় রয়েছেন বলে জানান তিনি।

শুধুমাত্র পুরুষরাই নয়, গ্রামের মহিলা মৃৎশিল্পীরাও প্রতিমা নিয়ে রাজধানীর বাজারে হাজির হয়েছেন। এদিন রাজধানীর বটতলা বাজারে লক্ষ্মী প্রতিমা নিয়ে আসা এক মহিলা মৃৎশিল্পী জানান, পুজোর বাজারে প্রতিমার দাম প্রায় একই রয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিমা নির্মাণের আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা প্রতিমার মূল্য বৃদ্ধি করতে বাধ্য হন। পুজোর বাজারে

তাঁর আনা সব প্রতিমা বিক্রি হয়ে যাবে বলে জানান তিনি। এবছর আগরতলা শহরে প্রতিমা নিয়ে প্রথমবারের মত এসেছেন এক যুবক। তিনি জানান, বাবা-দাদার কাছ থেকে প্রতিমা নির্মাণে হাতে খড়ি তাঁর। জীবন জীবিকার টানেই এই পারিবারিক পেশায় যুক্ত হয়েছেন তিনি। ওই যুব মৃৎশিল্পীরও আশা রবিবার থেকে বাজার জমে উঠবে এবং তাঁর বেচাকেনা ভালই হবে।

এদিকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোকে সামনে রেখে প্রতিমার বাজারের সাথে বসেছে পুজোর অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের বাজারও। মালা, প্রতিমার পেছনের গোলাকৃতি বেণী সহ আরও কত কি। ভীড়ও বাড়ছে ক্রমে ক্রমে । মহকুমাগুলি থেকে ইতিমধ্যেই বাজারে আসতে শুরু করেছে আখ সহ অন্যান্য ফলফলাদি। শনিবার বিকেল থেকে রবিবার গোটা দিন এবং সোমবার দুপুর পর্যন্ত এই পুজোর বাজার চলবে।

প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় দুর্ঘটনা, ভদ্রেশ্বরে গঙ্গায় নিখোঁজ দুই যুবক!

মানকুণ্ডু, ৪ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজোর আনন্দের মাঝেই বিষাদ নেমে এল হুগলির মানকুণ্ডুর শান্তিনগর এলাকায়। একাদশীর সন্ধ্যায় প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় গঙ্গায় ডুবে যান দুই যুবক। নিখোঁজ দুই যুবকের নাম অরূপ রায় ও অঙ্কুশ দাস। তাদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চলছে। জানা গিয়েছে, মানকুণ্ডুর শান্তিনগরের মুক্তি সংঘের দুর্গাপুজোর সঙ্গে যুক্ত থাকতেন বছর ৩৬-এর অরূপ রায় ও বছর ২৮-এর অঙ্কুশ দাস। তাঁরা দু'জনেই ওই ক্লাবের সদস্যও ছিলেন বলে খবর। পুজোর সময় কাজকর্মও করেছেন উদ্যোগী হয়ে। একাদশীর বিকেলে ওই ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জন ছল। নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাবের সদস্য ও অন্যান্যরা প্রতিমা নিয়ে ভদ্রেশ্বরের শ্রীমানী ঘাটে পৌঁছে

গিয়েছিলেন। তবে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়েই ঘটে যায় অঘটন। প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য জলে নেমেছিলেন ওই দুই যুবক। সেসময় গঙ্গায় জোয়ার থাকার কারণে জলের স্রোত তীব্র ছিল, যার কারণে তারা তলিয়ে যান। ঘাটে উপস্থিত নিরাপত্তাকর্মী, পুলিশ ও স্থানীয়রা খোঁজ শুরু করেন। খবর পেয়ে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সন্ধ্যার পর গঙ্গায তল্লাশি চালায়। কিন্তু রাত পর্যন্ত তাদের কোনো সন্ধান মেলেনি। শোক ও দুশ্চিন্তার মাঝেই প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন হয়। খবর পৌঁছায় নিখোঁজ যুবকদের বাড়িতে, যেখানে পরিবারের সদস্যদের কান্নায় ভেঙে পড়েন। শনিবার সকাল থেকে গঙ্গায় এবং আশেপাশের ঘাটগুলোতে দুই যুবকের সন্ধানে তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে। ঘটনার পর থেকে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩০১ সংখ্যা, রবিবার, ১৮ আশ্বিন, ১৪৩২

নীলগঞ্জ গণহত্যা

গনহত্যার আরেক অজানা অধ্যায় নীলগঞ্জ গনহত্যা। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই! আপনি আশাকরি এটাই মনে করেন যে এটা ভারতবর্ষে ইংরেজদের দ্বারা সংঘটিত সবচেয়ে বর্বরোচিত অত্যাচার। ভুল একদম ভুল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন বেশ কয়েকটি অকথিত, অপ্রকাশিত, অপ্রচারিত গণহত্যার ঘটনা আছে যা আজও আমরা অনেকেই জানি না এবং দুঃখের বিষয় এই যে এখনও অবধি তা নিয়ে কোন প্রযোজক-পরিচালকই সিনেমা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি আজও। ১৯৪৫ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে দিল্লিতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের বিচার চলছে। এর পাশাপাশি আজাদ হিন্দ বাহিনীর বহু সৈন্যকে বিভিন্ন ক্যাম্পে বন্দি রাখা হয়। এমনই দুটি ক্যাম্প ছিল বারাসাতের নীলগঞ্জে এবং যশোরের ঝিকরগাছায়। বর্তমানে ঝিকরগাছা বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু'র নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী রীতিমতো ত্রাস তৈরী করেছিল ব্রিটিশদের ভেতর। গোটা দেশবাসীর মধ্যে চিরস্থায়ী জায়গা করে নেন তাঁরা। ব্রিটিশদের আশঙ্কা ছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের চিরতরে শেষ না করতে পারলে দেশে গণজাগরণ হতে পারে। ১৯৪৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। মধ্যরাত.. সশস্ত্র ব্রিটিশ পুলিশ ঘিরে ধরে নীলগঞ্জ ও ঝিকরগাছার ক্যাম্প। তারপর টানা গুলির আওয়াজ। কয়েকঘন্টার মধ্যে দুটি ক্যাম্পের আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রায় পাঁচ থেকে 'ছয় হাজার' সৈন্যকে হত্যা করা হয়। দুটি ঘটনার নৃশংসতা হার মানিয়েছে নাজী জমানার ' অসউইচ ' বা স্ট্যালিনের গুলাগ শিবিরের গণহত্যাকে। এত মানুষ একসাথে তো জালিনওয়ালাবাগেও মারা যায়নি ! মৃতদেহ সরাতে ব্রিটিশরা নিয়ে এসেছিল অনেকগুলি লরি। সেই লরিতে মৃতদেহগুলোকে তোলা হয়। রাস্তা ভেসে গিয়েছিল রক্তে। এরপর নিকটবর্তী নোয়াই খালে সেনাদের লাশ ছুড়ে ফেলা হয়। নোয়াই খাল আজও আছে। যদি শিয়ালদহ বনগাঁ শাখায় ট্রেনে করে যাতায়াত করেন তাহলে দেখবেন মধ্যমগ্রাম স্টেশনে ঢোকার আগেই (নিউবারাকপুর থেকে মধ্যমগ্রাম যাত্রাপথে) একটা ছোট ব্রিজ আছে। ব্রিজের নিচে আছে এক খাল-ওটাই নোয়াই খাল। এই খাল নীলগঞ্জের ওই ক্যাম্পের পাশ দিয়েও গেছে। পরের দিন যখন বাসিন্দারা ওখানে যান, সেখানকার দৃশ্য দেখে শিহরিত হন সবাই। চারিদিকে রক্ত। নোয়াই খালের জলের রং হয়ে গিয়েছিল লাল। এখানে সেখানে পড়ে আছে আইএনএ'র বন্দী সৈনিকদের ছিন্নভিন্ন দেহ। অনেক দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাটি খুঁড়ে চাপা দেওয়া হয়েছিল অনেক মৃতদেহ। এই নারকীয় হত্যার ঘটনা যখন চারিদিকে জানাজানি হয়ে গেল। খবর গেল নেহেরুর কাছে, তিনি লখনউ থেকে বিবৃতি দিলেন, হ্যাঁ আমি শুনেছি নীলগঞ্জে গুলি চলেছে, 'মাত্র পাঁচজন' আইএনএ সৈন্য মারা গেছেন। ভারত সরকারের তরফ থেকেও পরবর্তীতে এই ঘটনা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করা হয়নি। এই ঘটনা ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত সবাই। নেহেরু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ফাইলগুলোকে উন্মুক্ত না করে চূড়ান্ত গোপনীয় করে রাখলেন, কয়েক বছর আগে এই ঘটনার উপর ১-২ টি ফাইল জনসম্মুখে এসেছে, তার থেকেই এই ইতিহাস জানা যায়। ৫০এর দশক এ প্রভুদের পাপ চাপা দিতে সেই স্থানে পাট গবেষণা কেন্দ্র গড়েছিল নেহেরু সরকার। সেই গবেষণাকেন্দ্র আজও আছে। বাতানুকূল অফিস আর ঝাঁ চকচকে কোয়াটার্সের আড়ালে হারিয়ে গেছে সেদিনের বন্দীশিবির। জালিয়ানওয়ালাবাগের চেয়ে তিনগুন শহীদকে মর্যাদা দেয়নি কেন্দ্র কিংবা রাজ্য কেউই।

নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ি

হরিদাস ভাদুড়ী থাকতেন হাওড়ার রামরাজাতলায়। ২রা অক্টোবর ১৮৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন নাট্যাচার্য ও খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রী শিশির কুমার ভাদুড়ী। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের বৈকুন্ঠের খাতা নাটকে কেদারের ভূমিকায় তাঁকে দেখে কবি বলেন, কেদার আমার ঈষার পাত্র। একদা ওই পার্টে আমার যশ ছিল। মনমোহন থিয়েটার ইজারা নিয়ে যোগেশ চৌধুরী রচিত সীতা নাটকের প্রথম রাত্রি। এটি ঐতিহাসিক প্রযোজনা। সেই রাতেই রসরাজ অমৃতলাল মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, শিশিরকুমারই থিয়েটারে নবযুগের প্রবর্তক। সীতা'র সর্বত্র নূতনত্ব। বিলেতি ভাবধারা সম্পূর্ণ বর্জন করে কনসার্টের বদলে রোশনচৌকি,আসন ব্যবস্থায় বাংলা অক্ষর, প্রবেশপথে আলপনা ও পূর্ণকলস,প্রেক্ষাগৃহে চন্দন-অগরু'-ধূপের গন্ধ। ছিল পাদ প্রদীপের বদলে আলোক-সম্পাত। সিনের পরিবর্তে বক্স সেট। সীতা'র সংগীতাচার্য ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। গীত রচনা নৃত্য দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা পরিকল্পনায় ছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় ও মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ইতিহাস অভিজ্ঞতায় সাহায্য করে ছিলেন রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। রাখলদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চ নির্মাণেও সহয়তা করে ছিলেন । সেই সময় তিনি মহেঞ্জাদড়োর খনন কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি নাটকের সাথে যুক্ত ছিলেন। সীতায় প্রথম জনতার দৃশ্যে একশো জন অভিনেতা অভিনেত্রী অংশ করেন। সীতা দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেন, শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগ-নৈপুণ্যে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। এই নাটকে সীতার ভূমিকায় প্রভাদেবী ও রামের ভূমিকায় শিশির ভাদুড়ি অভিনয় করে ছিলেন। সেই কিংবদন্তি অভিনেতা,নাট্য শিক্ষক ,সুবেশ ও সুকণ্ঠের অধিকারী অধ্যাপককে শ্রদ্ধাঞ্জলি । বাংলা থিয়েটারকে নতুন একটি আঙ্গীকে প্রকাশ করেছিলেন শিশির ভাদুড়ি। তিনি বাংলা নাটক নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করতেন এবং বাংলা নাটকের ভাষা যাতে সুমধুর হয় তার দিকে বিশেষ নজর দিতেন। তিনি নিজেও ভালো অভিনয় করতেন এবং অপরকেও ভালো অভিনয় করার শিক্ষা দিতেন। তিনি ছিলেন নাটকের শিক্ষক এবং গবেষক।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

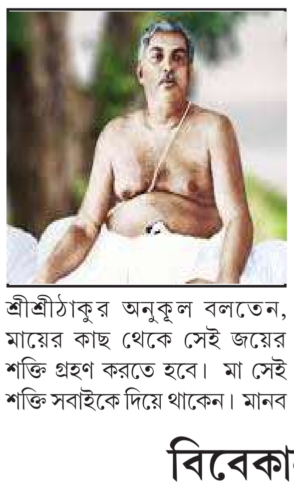

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার জগতের উন্নতি সাধন করতে হবে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করতে হবে। মাতৃভক্তি এবং মাতৃশক্তির দিয়ে দেশকে আপ্লুত করতে হবে। সমগ্র ভারতবাসীকে জাগিরত করতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। শক্তিমান ব্যক্তিকে সবাই ভয় করে। মানসিক শক্তি চাই।

বিবেকানন্দ দর্শন

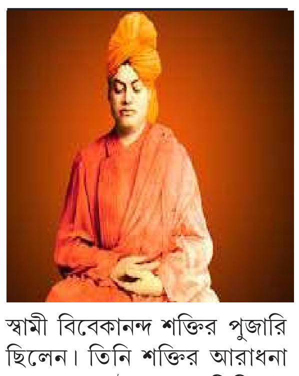

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির পুজারি ছিলেন। তিনি শক্তির আরাধনা করতেন। সেই কারণে তিনি যুব সমাজকে শক্তি অর্জন করার কথা বলতেন। আর তাঁর গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল 'রামকৃষ্ণকথামৃত'। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়।

বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিভিন্ন বাংলা পত্র- পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন

রবীন্দ্র কুমার শীল

পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় অগ্রণী পুরুষ বিদ্যাসাগর। দ্বিশতবর্ষে বিদ্যাসাগর স্মরণ এবং শ্রদ্ধা এ প্রজন্মের বাঙালিকে করেছে ঋদ্ধ। উৎসাহিত করছে এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগপুরুষকে জানতে এবং আত্মস্থ করতে। রক্ত-মাংসের এই ঈশ্বরের সামগ্রিক কর্মকান্ডের কয়েক শতাংশও যদি থাকত অনুপস্থিত, তবে জাতি হিসেবে বাঙালি যে আজ কতটা দীন থেকে যেত তা কল্পনায় আনলেই শিউরে উঠতে হয়। বিদ্যাসাগরের মতো মহামানবের জন্মের জন্য যেমন অপেক্ষা করতে হয় কয়েক শতাব্দী, তেমনই যে জাতির একজন বিদ্যাসাগর থাকেন সে জাতিকে কখনই অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে হয় না। বিদ্যা সাগরের মতো ঈশ্বররা কোনো একটি বিশেষ কাজের জন্যও জন্মান না। এক জীবনে বহু কাজের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে উন্নত করার দায়িত্ব তুলে নেন কাঁধে।

বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনের অজস্র ধারার অন্যতম ছিল তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠেপোষকতাও। পেশা নয়, তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডকে পূর্ণতা দিতেই হাতে তুলে নিতে হয়েছিল ক্ষুরধার কলম। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বেশ কয়েকটি সাময়িক পত্রের দায়িত্ব তাঁকে সামলাতে হয়েছে দীর্ঘদিনই। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা', 'সোম প্রকাশ' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছিল তাঁর এই পর্বের কর্মকান্ডের বিচরণ ক্ষেত্র। তত্ত্ববোধিনী ও সোমপ্রকাশ ছিল সেই সময়ের অত্যন্ত প্রভাব শালী দুটি বাংলা পত্রিকা। শিক্ষিত বাঙালি সমাজে অত্যধিক প্রভাব শালী ইংরেজি পত্রিকা ছিল 'দ্য হিন্দু পেট্রিয়ট'।

ব্রাহ্ম সমাজের নিজস্ব সংগঠন তত্ত্ববোধিনী সভা গঠিত হয় ১৮৩৯ সালে। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার এবং ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে ১৮৪৩ সালে জন্ম হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। পত্রিকার সার্বিক তত্ত্বা বধানে ছিলেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রিকার জন্য রীতিমতো পরীক্ষা নিয়ে সম্পাদক হিসেবে শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়কে নিযুক্ত করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য হিসেবে কাজ শুরু করেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে জীবনের প্রায় শেষ লগ্ন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ছিলেন এই পত্রিকার সাথে ওতপ্রোতভাবে ভাবে জড়িত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংক্রান্ত কিছু মনোজ্ঞ তথ্য এবং শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের সাথে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদ্যতার সূচনা ও গভীরতা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা থেকে জানা যায়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যিনি যাই লিখতেন, আনন্দকৃষ্ণ বাবু প্রমুখ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের তা দেখে আবশ্যকমত সংশোধনাদি করে দিতে হত।

এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দ বাবুর বাড়ীতে বসে ছিলেন, এমন সময় অক্ষয়কুমার বাবুর একটা লেখা সেখানে উপস্থিত হয়। আনন্দবাবু বিদ্যা সাগর মহাশয়কে অক্ষয়কুমার বাবুর লেখাটা পড়ে শুনিয়ে দেন। অক্ষয়কুমার বাবু পূর্ব্বে যে সব অনুবাদ করতেন, তাতে কিছুটা ইংরেজি ভাব থাকত। বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষয়কুমার বাবুর লেখা দেখে বলেছিলেন, লেখা বেশ বটে; কিন্তু অনুবাদের স্থানে স্থানে ইংরেজী ভাব আছে। আনন্দকৃষ্ণ বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তা সংশোধন করে দিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংশোধন করে দেন। এইরূপ তিনি বার কতক সংশোধন করে দিয়ে ছিলেন। অক্ষয় বাবু সেই সুন্দর সংশোধন দেখে বড়ই আনন্দিত হতেন। তখনও কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানতেন না। লোক দ্বারা প্রবন্ধ পাঠানো হত এবং লোক দ্বারাই ফিরে আসত। তিনি সংশোধিত অংশের বিশুদ্ধ-প্রাঞ্জল বাঙ্গালা দেখে ভাবতেন; এমন বাঙ্গালা কে লেখেন? কৌতুহল নিবারণের জন্য তিনি একদিন স্বয়ং আনন্দ বাবুর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁর নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচয়ও পেলেন। আনন্দকৃষ্ণ বাবুর পরিচয়ে বিদ্যাসাগর মহা শয়ের সঙ্গে পরে তাঁর আলাপ -পরিচয় হয়। এরপর অক্ষয় বাবু যাহা কিছু লিখতেন, তা বিদ্যা সাগর মহাশয়কে দেখিয়ে নিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সংশোধন করে দিতেন। পর স্পরের প্রগাঢ় সৌহার্দ্য সংগঠিত হয়।

অক্ষয়কুমার বাবুর প্রস্তাবে এবং তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যান্য সভ্যগণের সমর্থনে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত পেপার-কমিটির অন্যতম সদস্য পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সূত্রে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথেও সংযুক্ত হয়ে ছিলেন। তবে ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তপেপার কমিটি বা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল, কেবল সাহিত্যের সংস্রবে, ধর্ম্মের টানে নয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করবার পূবে, অক্ষয় বাবুকেও সেই সম্বন্ধে পেপার-কমিটির সভ্যদিগের মতামত নিতে হত। তার একটা প্রমাণ দেওয়া হল, কবিপন্থীদিগের বৃত্তান্ত - বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি, যথাবিহিত অনুমতি করিবেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৭৭০ শক, ১৪ই আষাঢ়। গ্রন্থ-সম্পাদক প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। অত এব পত্রিকায় প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম। ইতি-শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশ্ব শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাণ্ডুলেখ্যর স্থানে স্থানে যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে।-'তারাচরণ মুখোপাধ্যায়'। যদিও পত্রিকার পথ চলা শুরু হয় মূলত ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার ও বেদান্ত সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে। কিন্তু অচিরেই এই পত্রিকায় ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ নির্ভর বিভিন্ন লেখা প্রকাশ হতে থাকে।

সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের ইচ্ছা এবং বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকার এই পরিবর্তন সম্ভব হয়। একটা পর্যায়ে এসে সম্পাদক অক্ষয়কুমারের সাথে নিয়োগকর্তা দেবেন্দ্রনাথের নিয় মিত তর্ক-বিতর্ক ও মতান্তর ঘটেছে মূলত বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ নির্ভর বিভিন্ন লেখাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরের সমর্থন ছিল অক্ষয়কুমারের পক্ষেই। এই সময় বিদ্যাসাগর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তত্ত্ববোধিনীর পথ নির্নয় এবং গুণমান নির্ধারণে। বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ এমনকি কখনো কখনো সম্পা দকীয়ও লিখতে হতো বিদ্যাসাগরকে। ক্রমশ বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্বের আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে সেই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অবদান যেমন অস্বীকার করা যাবে না, তেমনই তত্ত্ব বোধিনীকে ওই উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার নেপথ্যে বিদ্যাসাগরের অবদানকেও স্বীকার না করার স্পর্দ্ধাও করা যায় না।

সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম্মভাব বিজড়িত দেখে এবং কোন কোন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ঠিক মতমিল হচ্ছে না বুঝে , অক্ষয় কুমার দত্তের কিছু কাল পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। দুই জন স্বাধীন-চেতা ও তেজস্বী পুরুষের মতসংঘর্ষে পরিণাম এরূপ হওয়া বিচিত্র নয় । চকমকী পাথরের সঙ্গে ইস্পাতের সংঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়ই।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের সুদৃঢ় বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য উদাহরণযোগ্য। বিদ্যাসাগর মহা শয়ের সমমননের এক সম্পাদককের পৃষ্ঠপোষকতাও অনিবার্য। বিদ্যা সাগর সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা'। কথাটি অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পর্কেও সমান ভাবে সত্য। তিনি বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধুও ছিলেন। তাঁরা দুজনই যুগপৎভাবে বাংলা ভাষা গদ্যের মজবুত ও আধুনিক ভিত্তি নির্মাণ করে গেছেন। সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বাংলা ভাষা বিকশিত হয়েছে। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ, একজন উৎকৃষ্ট চিন্তাবিদ এবং প্রথম বাঙালি সমাজবিজ্ঞানী।

অক্ষয়কুমার দত্ত 'বিদ্যাদর্শন' নামক একটি মাসিক পত্রিকাও বের করেন কিছুদিন।১৮৫৫ সালের ১৭ ই জুলাই বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত কলেজে একটি নর্মাল স্কুল খোলা হল। উদ্দেশ্য - বিভিন্ন জেলায় যে সমস্ত আদর্শ স্কুল স্থাপন করেছেন বিদ্যাসাগর সেই সমস্ত স্কুলের জন্য আদর্শ ও উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করা। নর্মাল স্কুলটি দুটি ভাগে বিভক্ত। উচ্চ শ্রেণির ভার নিলেন প্রধান শিক্ষক শ্রী অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমার দত্তকে শ্রদ্ধা করতেন বিদ্যাসাগর। দুজনেই সমবয়সী। কয়েক মাসের বড় অক্ষয় দত্ত। স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষকে তাই বিদ্যাসাগর চিঠিতে লিখলেন, For the post of Head Master of the Normal classes– I would recommend Babu Akshay Kumar Dutt– the well known editor of the òTatwabodhini Patrikaó. He is one of the very few of the best Bengali writers of the time. His knowledge of the English language is very respectable and he is well informed in the elements of general knowledge– and well acquainted with the art of teaching."

দীর্ঘদিন অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শারীরিক কারণে যখন পত্রিকার কাজ থেকে বিরতি চাইছিলেন তখনি বিদ্যাসাগর তাঁকে নর্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদটি প্রদান করেন। শুধুই কি শারীরিক কারণ? সে সময় দেবেন্দ্র নাথের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যও সর্বজনবিদিত। কারণ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক চিঠিতে লিখেছেন। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে। ইহাদিগকে এই পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই। এরপর পরই অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী ছেড়ে দেন। কেউ বলে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। অক্ষয়কুমার দত্তর অন্যতম জীবনী কার, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস তাঁর অক্ষয় চরিত (১৮৮৭) বইতে লিখেছেন নর্মাল স্কুলের কাজ পেয়ে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, তাহলে বাঁচি। যদিও দ্বিমত রয়েছে। শ্রদ্ধেয় শ্রী আশীষ লাহিড়ী মহাশয় তাঁর আঁধার রাতে একলা পথিক বইতে অক্ষয়কুমারের এই মতামতকে খণ্ডন করে অক্ষয়কুমারের আরেক জীবনীকার মহেন্দ্র রায়ের বিবরণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অক্ষয়কুমার জীবিত থাকা কালেই প্রকাশিত হয় মহেন্দ্র রায়ের বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত(১৮৮৭)। সেখানে মহেন্দ্র রায় লিখেছেন তাঁর পড়াশুনার ব্যাঘাত হবে বলে মাসিক তিনশ টাকা মাইনের এই পদ নিতে অস্বীকার করেছিলেন অক্ষয়কুমার। কিন্তু বিদ্যাসাগর যেহেতু আগেই চিঠি লিখে শিক্ষাধ্যক্ষের অনুমতি আদায় করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের মর্যাদার কথা ভেবে কিছুটা নিমরাজি হয়েই অক্ষয়কুমার এই পদে যোগদান করেন। তবে বেশিদিন এই কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেননি তাঁর শিরঃপীড়ার জন্য। বারবার অজ্ঞান হয়ে যেতেন। ১৮৫৮ সালে তাই ছেড়েও দেন শিক্ষক-শিক্ষণ স্কুলের অধ্যক্ষের পদ। নিজের পড়াশোনা, লেখালিখির প্রতি মনোযোগী হন তিনি।

১৮৫০ সালে পন্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর শুরু করেন এক সাময়িকী - 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকা। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোতিলাল চট্টো পাধ্যায়। কিন্তু আসলে পত্রিকার কান্ডারী ছিলেন দুই পন্ডিত - ঈশ্বরচন্দ্র এবং মদনমোহন। এ পত্রিকা মূলত বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার সম্পর্কিত ভাবনা চিন্তা প্রতিফলনের মাধ্যম ছিল। যদিও মাত্র কয়েকটি সংখ্যার পর পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় অজানা কারণেই । কিন্তু অল্প কয়েকটি সংখ্যাতেই বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার বিষয়ক অসংখ্য লেখা শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে করেছিল যথেষ্ট প্রভাবিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি সমাজের পাশা পাশি প্রাচীনপন্থী গোঁড়া সমাজ পতিদেরও আলোড়িত করেছিল এই পত্রিকা।

১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর শুরু করলেন সোমপ্রকাশ পত্রিকা। তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের প্রাথমিক পরিকল্পনা এবং আত্মপ্রকাশ - সবটাই বিদ্যাসাগরের হাত ধরে। একটি সূত্রে জানা যায় যে, এ পত্রিকার সমস্ত লেখাই বিদ্যাসাগর নিজে লেখেন।

আসানসোলের সঙ্গে নবাবী ইতিহাস

দেবেন মল্লিক

ইংরেজরা এদেশে এসে কলকাতা, সুতানটি আর গোবিন্দপুর নিয়ে তৈরি করলো 'ক্যালকাটা'। তাও খুব বেশি হলে সোয়া তিনশো বছর আগে। বনিকদের হাতে তৈরি কলকাতা। সেদিক থেকে প্রায় ছ'শো বছর আগে থেকেই আসানসোল, বর্ধমান মোগল সম্রাটদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। তখন কলকাতা কোথায়? তাই আসান সোলের ইতিহাসটা একটু অন্য রকম।

সম্রাট আকবরের সময় থেকেই শুরু করি। দিল্লি থেকে ঢাকা পর্যন্ত খাজনা তুলতেন আকবরের প্রিয় পুত্র সেলিম ওরফে জাহাঙ্গীর। তার প্রেমিক মনের জন্য সম্রাট আকবরকে কি না করতে হয়েছে! আনারকলিকে জ্যান্ত কবর দিতে হয়েছে। জাহাঙ্গীরের উনিশটা বিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু জাহাঙ্গীর শুধরায়নি। শেষে বর্ধমানের তহসিলদার মির্জা গিয়াস বেগের পনেরো বছরের কন্যার ওপরেও নজর দিয়েছে! কি না করেছেন ছেলের জন্য? ওর যাতে রাজ্যপাটে মতিগতি আসে তার জন্য ঢাকা শহরের নামকরণ করেন জাহাঙ্গীর নগর। সেই জাহাঙ্গীরনগরে যাওয়ার পথ তো আসানসোল, অন্ডাল, বর্ধমান হয়ে। এখনকার শের শাহ সুরী রোড।

আসান গাছের জন্য এই জায়গাটার নাম। ঠাসা পাতা আর লালফুলের গাছ আসান। তখন রাস্তার ধারে ধারে অনেক আসান গাছ। জায়গাটাও নিরিবিলি। জাহাঙ্গীরের খুব পছন্দের জায়গা। আর একটা আকর্ষণ হল অন্ডালের কাছেই আছে মির্জা গিয়াস বেগের পরিবারের বাড়ি। বেশিরভাগ সময় গিয়াস বেগ বর্ধমানেই থাকেন। জাহাঙ্গীর আসানসোলে আসার আগেই গিয়াস বেগকে খবর দেন। সম্রাটের ছেলেকে একটু খাতির তো করতেই হয়। তাই অন্ডালে তার বাড়িতে দাওয়াত দিতেই হয়। ওই দাওয়াতে এসে চিকের ওপাশে গিয়াস বেগের মেয়ে মেহেরুন্নিসাকে দেখে জাহাঙ্গীর তো মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে গেছেন। এই মেয়েকে চাই তার জীবনে। গিয়াস বেগ পড়েন মহা সমস্যায়। মেয়েকে সব দিক থেকে তৈরি করেছেন। পড়াশোনা, শিল্পকলা, স্থাপত্যকলা সব শিখিয়েছেন। শেষে কিনা এক লম্পটের হাতে তুলে দিতে হবে তার প্রাণের মেয়েটাকে? ওদিকে সৈন্য, বরকন্দাজ, পারিষদ সবাইকে নিয়ে চলেন ভাবি সম্রাট জাহাঙ্গীর। তার খাস রক্ষীরা সব রাজস্থানের উগ্র ক্ষত্রিয়। তারা ভাগ করে থাকে আসানসোল আর বর্ধমানে। তারাই পরবর্তীকালে 'আগুরী'। সামন্ত, রায়, কোনার এরা। তারা বিশ্বাসী। তাই আসানসোল, অন্ডাল, বর্ধমান, কাটোয়ায় তাদের জমি দিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা হল। আসান সোলের উঁচু জায়গা পছন্দ করা হল। এখানে থাকবে পল্টনরা। তারা নজর রাখবে। তাই ওই জায়গাটার নাম হয়ে গেল পল্টন ডাঙ্গা আর চেলিয়াডাঙা। ইংরেজ আমলে ওই পল্টনডাঙা হয়ে গেল আপকার গার্ডেন। তেমনি শহরের উত্তরে তৈরি হল ছোট ছোট জনপদ। মুৎসুদ্দি পাড়া ওরফে মুসুদ্দি পাড়া, কসাই মহল্লা, জাহাঙ্গীরী মহল্লা ওরফে ঝিংড়িমহল্লা ইত্যাদি। আসানসোলে উগ্রক্ষত্রিয়রা যেখানে থাকার জায়গা খুঁজলো তা হল আসানসোল গ্রাম। এখনও আছে সেই সময়ের বড় বড় কুয়ো। আপকার গার্ডেনেও আছে একটি। আসানসোল গ্রামে বসতো জাহা ঙ্গীরের বড় তাবু। এইসব দেখে গিয়াস বেগ চিঠি পাঠালেন সম্রাট আকবরকে। চিন্তিত আকবর গিয়াস বেগকে পরামর্শ দিলেন, তোমার ওখানেই আছে এক বীর সেনাপতি আলি কুলি ইসতালজু ওরফে শের আফগান আছে । তার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও। ও নিরাপদে থাকবে। গিয়াস বেগ তার ১৭ বছরের মেয়ে মেহেরুন্নিসার নিকহা করে দিলেন শের আফগানের সঙ্গে। বুকটা ফেটে গেল জাহাঙ্গীরের। সেই যন্ত্রণা নিয়ে দিল্লিতে যখন ছটফট করছেন তখনই ১৬০৫ সালে সম্রাট আকবরের দেহাবসান হল। দিল্লির মসনদে বসলেন জাহাঙ্গীর। আবার তার মনে সেই বাসনাটা প্রবল হল। মেহেরুন্নিসাকে চাই তার জীবনে। কিন্তু সেতো এখন শের আফ গানের স্ত্রী এবং তাদের একটা কন্যা হয়েছে, লাডলি। এর মধ্যে শের আফগানের পদোন্নতি হয়েছে। সে এখন বর্ধমানের জাহগিরদার। পরিবার নিয়ে বর্ধমানেই থাকে। ইতিমধ্যে তারও বেশ নাম হয়েছে। আসানসোলেরর কাছেই উত্তরপূর্ব দিকে রাজা নরোত্তম সিংহ বিদ্রোহ করছিলেন। খাজনা দেওয়া নিয়ে সমস্যা করছিলেন। তখন আকবর বেঁচে ছিলেন। তার নির্দেশে শের আফগান গিয়ে রাজা নরোত্তম সিংহকে আক্রমন করলেন। রাজা নরোত্তম সিংহ পরাজিত করলেন। শের আফগান তাকে হত্যা করলেন। তছনছ হয়ে গেল রাজা নরোত্তম সিংহের প্রাসাদ। অনেকে পালিয়ে গেলেন। এলাটকা দখল করলো আকবরের লোকেরা। ওখানে কাজী বসানো হল। জায়গাটা হয়ে গেল মুসলিম প্রধান। এখন তা 'চুরুলিয়া'। কাজী নজরুলের জন্মস্থান। রাজা নরোত্তম সিংহের প্রাসাদ, তোরণ, অস্ত্রাগার এবং অস্ত্র তৈরির গড় ১৯৯০-এর দশকেও ভাংচুর হয়ে তার সব চিহ্ন বিলীন হয়ে গেছে। এক অভিশাপ যেন ঘোরে রাজা নরোত্তম সিংহের এলাকায়। কেউ সেখানে চিরকাল শান্তিতে থাকে না। কোন প্রশাসক বা নেতা এমনকি গুণীজনও শান্তি পায. না। শান্তি পাননি শের আফগানও। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর শের আফগানকে কোনঠাসা করতে তার ওপর নিয়ে গিয়ে বসালেন তার সৎভাই কুতুবুদ্দিন খান কোকাকে। তাকে করে দিলেন বর্ধমানের গভর্নর, মানে সুবেদার। কিছুদিনের মধ্যে কুতুবুদ্দিন শের আফগানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে সে নাকি সব সময় আফগানদের পক্ষ নেয়। সেইমত শের আফগানকে তলব করা হল। দিনটা ছিল ১৬০৭ সালের ৩০ মে। তিনি বুঝলেন কোন চক্রান্ত আছে। তার দুই পার্শ্বচরকে নিয়ে তিনি যখন তিনি কুতুবুদ্দিনের কাছে গেলেন তখনই কুতুবুদ্দিন তাকে বন্দি করতে হুকুম দিলেন। শের আফগান সোজাসুজি কুতুবুদ্দিনকেই আক্রমন করলেন এবং সাংঘাতিকভাবে আহত করলেন। কুতুবুদ্দিনের রক্ষীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রচন্ড রক্তপাতের মধ্যে পাশের দরজা থেকে শের আফগান বেরিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ির দিকে গেলেন। তিনিই মেহেরুন্নিসাকে বাঁচেন।

রুশ বাংলার শিক্ষক মানবিকতার দিক

নারায়ণ দেবনাথ

রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষার সর্বোচ্চ নম্বর ধরা হয় ৫। আর আশ্চর্যজনকভাবে, যদি কোনো ছাত্র একটিও উত্তর না লিখে খাতা জমা দেয়, তবুও সে পায়। প্রথমদিন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমি যখন এই নিয়ম জানলাম, তখন সত্যিই বিস্মিত হলাম। আমার কাছে মনে হল, কেউ যদি কিছুই না লিখে, তার তো প্রাপ্য শূন্য হওয়া উচিত। আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম ড. থিওদর মেদ্রায়েভকে, স্যার, একজন ছাত্র কিছু না লিখে ২ পাবে, এটা কিভাবে যুক্তিযুক্ত? মেদ্রায়েভ হাসলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, শূন্য মানে যার কোনও অস্তিত্ব নেই। মানুষ যতক্ষণ চেষ্টা করছে, ততক্ষণ সে শূন্য কীভাবে হয়? ভেবে দেখো, একজন ছাত্র কত ত্যাগ স্বীকার করে প্রতিদিন সকালে ক্লাসে আসে। হয়তো কনকনে শীতের মধ্যে সে ভোরে ঘুম থেকে উঠেছে, লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে বাসে, ট্রামে কিংবা ট্রেনে দাঁড়িয়ে এসেছে। খালি খাতা জমা দিলেও সে ক্লাসে এসেছে, মানে চেষ্টা করেছে। এখন বলো, আমি কীভাবে তাকে শূন্য দিই?

তিনি আরও বললেন, ছাত্রটি হয়তো উত্তর লিখতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে তার সব প্রচেষ্টা বৃথা যাবে? সে যে রাত জেগে পড়াশোনা করেছে, নোটবুক কিনেছে, বই খুলে চেষ্টা করেছে, সেই শ্রম কি আমরা অবহেলা করবো? না বাবা, মানুষ শূন্য নয়। শূন্য দিলে আমরা তার আত্মবিশ্বাস কেড়ে নেবো, তার ভেতরের আগুন নিভিয়ে দেবো। আর আমরা শিক্ষক হিসেবে চাই, ছাত্র যেন বারবার উঠে দাঁড়াতে পারে, হেরে না যায়।আমি নির্বাক হয়ে শুনছিলাম। সেই মুহূর্তে আমার ভেতরটা কেঁপে উঠল। বুঝলাম, শিক্ষা মানে শুধু নম্বর বা খাতার উত্তর নয়, শিক্ষা মানে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা, তার প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেওয়া।

মেদ্রায়েভ সেদিন আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য শিখিয়েছিলেন; শিক্ষা শুধু জ্ঞান বিতরণ নয়, শিক্ষা হচ্ছে মানবিকতার চর্চা। শূন্য নম্বর অনেক সময় ছাত্রদের জন্য মৃত্যুঘণ্টা হয়ে দাঁড়ায়। খাতায় শূন্য দেখে তারা ভয় পায়, আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ধীরে ধীরে পড়াশোনার প্রতি বিতৃষ্ণা তৈরি হয়। অথচ একজন শিক্ষকের দায়িত্ব হলো ছাত্রকে উৎসাহিত করা, তাকে বোঝানো; তুমি পারবে, আবার চেষ্টা করো। যখন আমরা একটি খালি খাতার জন্যও ন্যূনতম নম্বর দিই, তখন আমরা আসলে বলি; ক্ষতুমি শূন্য নও, তুমি এখনও যোগ্য। তুমি ব্যর্থ হওনি, শুধু সফল হতে পারোনি। আবার চেষ্টা করো। এটাই হলো আসল শিক্ষা। শিক্ষকের হাতেই ছাত্রের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। তাই শিক্ষকেরা যদি একটু মানবিক হন, যদি নম্বরের বাইরেও ছাত্রদের প্রচেষ্টা দেখতে শেখেন, তবে অনেক হতাশ ছাত্র হয়তো নতুন করে স্বপ্ন দেখতে পারবে। আমার কাছে মনে হয়েছে, এই গল্পটা শুধু রাশিয়ার নয়, সারা বিশ্বের শিক্ষকদের শোনানো উচিত। কারণ শূন্য নম্বর কখনো শিক্ষা নয়, শূন্য নম্বর মানে কাউকে শেষ করে দেওয়া। মানুষ যতক্ষণ চেষ্টা করছে, তার প্রাপ্য অন্তত একটি আশ্বাস, একটি স্বীকৃতি।

বাংলার বহু শিক্ষক রাশিয়ার শিক্ষকদের মতো আচরণ করেন। তারা কোনও মদ্বসয়ে ছাত্রদের শূন্য দিতে নারাজ থাকতেন। এখন বহু শিক্ষক ছাত্রদের শূন্য দেন না। সাদা খাতা জমা দিলেও সেখানে কিন্তু একটি নম্বর বসিয়ে দেন। এটা ছাত্রদের প্রতি দরদী মনোভাবে প্রকাশ বলা যেতে পারে।

মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে বোমা বিস্ফোরণে মৃত ১, চাঞ্চল্য

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৪ অক্টোবর ঃ ডোমকলের ঘোড়ামারা এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যুর ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই আবারও একবার বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানা এলাকা। শুক্রবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার ছেতিয়ানি- ঘোষপাড়া এলাকার একটি জঙ্গল ঘেরা মাঠ সংলগ্ন নির্মীয়মান বাড়ির মধ্যে বসে বোমা বাঁধার কাজ করছিলো বেশ কয়েকজন দুস্কৃতী। সেই সময়ে অসাবধানতাবশত বেশ কয়েকটি বোমা ফেটে যায় বলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। এই ঘটনায় তকিপুর এলাকার বাসিন্দা ওসমান শেখ নামে বছর চল্লিশের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। তবে শনিবার দুপুর পর্যন্ত ওই ব্যক্তির মৃতদেহ পুলিশ খুঁজে পায়নি। পুলিশের অনুমান বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত ওই ব্যক্তির দেহ রেজিনগরেরই কোনও এলাকায় পুঁতে দিয়েছে তার সহযোগীরা। মৃতদেহের সন্ধানে পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে। এসডিপিও (বেলডাঙা) উত্তম কুমার গড়াই বলেন, স্থানীয় সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তার দেহ এখনও আমরা খুঁজে পাইনি। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে ছেতিয়ানি- ঘোষপাড়া এলাকায় একটি মাঠের পাশে নির্মীয়মান বাড়ির মধ্যে বসে বোমা বাঁধছিলেন মির্জাপুর এবং তকিপুর এলাকার বেশ কিছু দাগি দুস্কৃতী। সেই সময় কোনওভাবে ওই বাড়ির মধ্যে একটি দেশি বোমা ফেটে যায়। সেই বোমার অভিঘাতে ঘরের মধ্যে মজুত করে রাখা আরও

একাধিক বোমা ফাটে বলে স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। বোমা বিস্ফোরণে ওই বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়েছে বলে জানা গেছে। শনিবার সকালে ওই এলাকায় পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান বিস্ফোরণ স্থলে ওই বাড়ির মধ্যে প্রচুর রক্ত পড়ে রয়েছে। এর পাশাপাশি ওই বাড়ির আশেপাশ থেকে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখা কয়েকটি প্লাস্টিকের জেরিক্যান থেকে প্রায় শতাধিক শুতলি বোমা উদ্ধার হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেছেন। ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফ থেকে বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে জঙ্গলের মধ্যে জমা করে রাখা বোমাগুলো উদ্ধার করে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য। নুর আলম শেখ নামে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত ওই ব্যক্তির এক আত্মীয় দাবি করেন, 'উসমানকে কয়েকজন লোক মির্জাপুর থেকে ডেকে এনেছিল। কিন্তু কী কারণে তাকে ছেতিয়ানি- ঘোষপাড়া এলাকায় ডাকা হয়েছিল আমরা জানতাম না। আমরা শুনেছি ইতিমধ্যে তার মৃত্যু হয়েছে। আমরা সকলকে তার দেহটি ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন করছি।' জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, যে এলাকায় বোমা তৈরি কাজ চলছিল তার ঠিক কাছেই একটি বেসরকারি কোম্পানির কয়েক একর পরিত্যক্ত জমি রয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে সেই জমি বেআইনিভাবে কিছু মানুষ দখল করে নিচ্ছেন। জমির দখলকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি ওই এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনার পর পুলিশের তরফ থেকে সমস্ত পক্ষকে ওই জমিতে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। পুলিশের অনুমান বেআইনিভাবে ওই জমি দখল করার জন্যই বোমা মজুত করা হচ্ছিল। রেজিনগরের তৃণমূল বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী বলেন, স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে আমি শুনেছি বোমা তৈরীর সময় একজন ব্যক্তি মারা গিয়েছেন এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। তবে নিহত বা আহত কারোরই সন্ধান এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বলেই আমি জানতে পেরেছি।

নিহতদের পরিবারের হাতে দুই লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল রাজ্যের তরফে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৪ অক্টোবর ঃ দশমীর সন্ধ্যার দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের সদস্যদের হাতে রাজ্য সরকারের তরফে দুই লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল। শনিবার মৃতদের বাড়িতে গিয়ে আর্থিক অনুদানের চেক তুলে দেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়, ধূপগুড়ির মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা, ধূপগুড়ির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গ্যালসন লেপচা সহ ধূপগুড়ি পৌরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্যরা। পাশাপাশি দুর্ঘটনায় আহতদের পঞ্চাশ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এদিন শনিবার দুর্ঘটনায় মৃত দীনবন্ধু রায়, সন্তোষ রায় ও শম্ভু রায়ের বাড়িতে গিয়ে তাদের পরিবারের সদস্যদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য দশমীর সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি শহর সংলগ্ন এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ এর দুই নম্বর ব্রিজ এলাকায় একটি চার চাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা দোকানে ঢুকে পড়ে। ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয় এবং ছয়জন আহত হয়েছেন। চারজনের মধ্যে এদিন মৃত তিনজনের পরিবারের সদস্যদের হাতে চেক তুলে দেওয়া হয়। একজনের মৃতের পরিবারের সদস্যরা কলকাতায় থাকায় ব্যাংকের নথি না পাওয়ায় পরবর্তীতে তাদের চেকটি দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি বিধায়কের তরফে দুর্ঘটনাস্থলে পথবাতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অতি দ্রুত ২ নং দুই এলাকায় তিনটি পথবাতি লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন ধূপগুড়ি বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর মৃত্যুতে অসহায় পরিবারগুলোর তরফে কর্মসংস্থানের দাবি জানানো হয়েছে।

হাতির হানায় লন্ডভন্ড হয়ে গেল বামনডাঙ্গা চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, নাগরাকাটা, ৪ অক্টোবর ঃ আবারও হাতির হানায় লন্ডভন্ড হয়ে গেল বামনডাঙ্গা চা বাগানের উত্তু টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার গভীর রাতে। দুটি হাতি হামলা চালিয়ে বিদ্যালয়ের

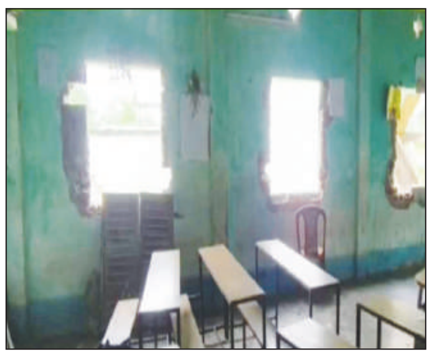

একমাত্র অক্ষত থাকা অফিস ঘরটি তছনছ করে দেয়। ভাঙচুর চালায় মিড ডে মিলের রান্নাঘরেও। এই নিয়ে গত ৩ বছরে সেখানে ৫ বার হাতির হামলার ঘটনা ঘটলো। শেষ হয়েছিল চলতি বছরের ১০ জুন। বর্তমানে পুজোর ছুটির জন্য বন্ধ থাকলেও খোলার পর কিভাবে পঠনপাঠন ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ চলবে তা ভেবে কোন কুলকিনারা পাচ্ছেন না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সেখানকার শিক্ষক ও বামনডাঙ্গা চা বাগানের বাসিন্দা লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ বলেন, সব কটি শ্রেণী কক্ষ হাতির হামলায় আগে থেকেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। ঝুঁকি নিয়ে ওই ঘরগুলিতেই ক্লাস নিতে হয়। এবার অফিস ও রান্নাঘরও রেহাই পেল না। বিদ্যালয়ের তহবিলে কোন টাকা পয়সাও নেই যে মেরামত করে নেওয়া সম্ভব। প্রশাসনিক সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন। দরকার রয়েছে সীমানা পাঁচিলেরও। নয়তো ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়টি আর থাকবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে লাগোয়া গরুমারার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দুটি হাতি স্কুলে ঢুকে নির্বিচারে তান্ডব চালায়। একাধিক শ্রেণী কক্ষের জানালাও উপড়ে দেয়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অফিস ঘরটি। সেখানকার আসবাব পত্র তছনছ করে। শনিবার সকালে ওই দৃশ্য দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা বারবার হাতির হামলা চলতে থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বিসর্জনের শোভাযাত্রায় মোটরভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু শিশুর

রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ৪ অক্টোবর ঃ পূর্বস্থলীতে দুর্গা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় মিশে গেল শোকের কালো ছায়া। শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ ধীতপুর ভিডিওহলপাড়ায় মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণ হারাল ৬ বছরের সৌমজিত দাস। স্থানীয় সরডাঙ্গার বাসিন্দা, পেশায় সবজি বিক্রেতা গণেশ দাসের ছেলে সৌমজিত প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা দেখতে মামার বাড়ির সামনে উপস্থিত ছিল। অভিযোগ, মোটর ভ্যান ব্যাকগিয়ারে চলার সময় পিছনের চাকায় পিষ্ট হয় সে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও পুজো উদ্যোক্তারা শিশুটিকে দ্রুত হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে অবহেলা করেছেন বলে পরিবারের অভিযোগ। প্রথমে পূর্বস্থলী হাসপাতাল, পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। কিন্তু রাত ন'টা নাগাদ মৃত্যু হয় ছোট্ট সৌমজিতের। এই ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোক। শিশুটির বাবা গণেশ দাস জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই ঘাতক ভ্যান চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হবে। দুর্গোৎসবের আনন্দ মুহূর্তে বিষাদে পরিণত হলো গোটা এলাকায়।

আবারও বন্যা কবলিত ঘাটাল, বৃষ্টিতে বাড়ছে নদীর জলস্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘাটাল, ৪ অক্টোবর ঃ সাম্প্রতিক নিম্নচাপের জেরে সৃষ্ট অতিবৃষ্টি এবং জলাধারের ছাড়া জলে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার নদীগুলি ফুঁসছে, নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, আবারও ঘাটাল মহকুমায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। চলতি মরশুমে এই নিয়ে ৬ বার বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে ঘাটাল মহকুমা। ঘাটালের কেঠিয়া, শিলাবতী, ঝুমি প্রভৃতি নদীর জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে, ঘাটালের নিচু এলাকায় ও মাটির বাড়িতে বসবাসকারীদের গবাদি পশু নিয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। নদীর জলে ভীষণ স্রোত থাকার জন্য যারা নদী জলে মাছ ধরতে যান, তাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং করে নদীর জলে নামতে নিষেধ করা হয়েছে।

হাওড়ায় পৃথক তিনটি অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্ক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৪ অক্টোবর ঃ হাওড়ায় পৃথক তিনটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক, হতাহতের খবর নেই। কারণ স্পষ্টতা দেখা হচ্ছে। হাওড়ায় পৃথক তিনটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। জানা গেছে, শুক্রবার গভীর রাতে হাওড়ায় প্রথম ঘটনাটি ঘটে আন্দুলের পাঁচপাড়া নিমতলা এলাকায়। সেখানে একটি ই-বাইকের শোরুমে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকলের ৩ টি ইঞ্জিন। প্রায় ৫০ টি বাইক ভস্মীভূত

হয়ে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। ভোর ৬টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিক তদন্তে দমকল আধিকারিকেরা মনে করছেন ই-বাইকের ব্যাটারিতে চার্জ দিতে গিয়ে কোনওভাবে ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লেগে যায় ওই শোরুমে। এর পাশাপাশি শনিবার দুপুরে আগুন লাগে ডোমজুড়ের রাজাপুরের একটি থার্মোকল কারখানায়। দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে। যদিও কারখানা কর্তৃপক্ষ ফোমের সাহায্যে আগুন নিভিয়ে ফেলে বলে জানা গেছে। এর পাশাপাশি এদিনই দুপুরে ডোমজুড়ের পাকুড়িয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে রাস্তার ধারের একটি জঙ্গলের স্তূপ থেকে আগুন লেগে যায়। গোডাউনে প্লাস্টিকের দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়াতে থাকে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকল। পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছেন দমকল আধিকারিকেরা। পাশের ক্ষতিগ্রস্ত কারখানার মালিক দীপঙ্কর সাধুখাঁ বলেন, এখানে আবর্জনা এনে ভর্তি করে আগুন লাগানো হয় এরা বেআইনিভাবে ব্যবসা করছে। এই অগ্নিকাণ্ডে আমার লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হয়েছে। যতদিন না মেরামতি করা যাবে ততদিন পর্যন্ত ব্যবসা শুরু করতে পারব না। বেআইনি ব্যবসা বাঁচাতে গিয়ে ক্ষতি হচ্ছে আমাদের ব্যবসার। উল্লেখ্য, শুক্রবার গভীর রাত থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত হাওড়ায় তিনটি অগ্নিকান্ডের ঘটনাতেই কেউ হতাহত হয়নি।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুয়াহাটি রেল স্টেশনে অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং এবং ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন

মালিগাঁও, ৪ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে গুয়াহাটি রেল স্টেশনে অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন (এটিভিএম) স্থাপন করে যাত্রীদের সুবিধার্থে আরও একটি পদক্ষেপ নিয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে এই সুবিধাটির উদ্বোধন করেন। টিকিট পরিষেবা আধুনিকীকরণের একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, যাত্রীদের দ্রুত এবং আরও সুবিধাজনক টিকিটিং অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ১০০ টিরও অধিক এটিভিএম প্রদান করা হচ্ছে। এটিভিএম যাত্রীদের অসংরক্ষিত ট্রেন টিকিট কেনার একটি দ্রুত, ব্যবহারকারী-বান্ধব এবং আধুনিক পদ্ধতি প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই মেশিনের মাধ্যমে যাত্রীদের টিকিট কাউন্টারে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না। পরিবর্তে, তারা সরাসরি মেশিনে ডিজিটাল পেমেন্ট করে সহজেই তাদের টিকিট পেতে পারেন। এটি মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করে এবং এই অঞ্চলের স্টেশনগুলিতে মসৃণ ভিড় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে। এটি অসংরক্ষিত টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট এমনকি সিজন টিকিটও ইস্যু করতে পারে, যা দৈনিক যাত্রীদের পাশাপাশি মাঝে মাঝে ভ্রমণকারীদের জন্য একটি বহুমুখী সুবিধা করে তোলে। এটিভিএম-এর একটি প্রধান সুবিধা হল নগদবিহীন লেনদেন এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগকে উৎসাহিত করা। এটিভিএমের পাশাপাশি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১৩ টি স্টেশনে ৩৬টি ওয়াটার ভেন্ডিং মেশিন (ডব্লিউভিএম) স্থাপন করেছে, যা সার্বক্ষণিক পরিষ্কার, বিশুদ্ধ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পানীয় জল সরবরাহ করে। যাত্রীদের তাদের নিজস্ব পাত্রে রিফিল করার জন্য উৎসাহিত করার মাধ্যমে, এই উদ্যোগটি পরিবেশবান্ধবতা বৃদ্ধি করে, বোতলজাত জলের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে এবং স্বাস্থ্যবিধি এবং সুবিধা নিশ্চিত করে। সাশ্রয়ী মূল্যে বিশুদ্ধ জল পাওয়ার মাধ্যমে, ডব্লিউভিএমগুলি সত্যিকার অর্থে ''হর ঘুট মে স্বচ্ছতা'' বার্তাটি বাস্তবায়িত করে, যা স্বাস্থ্যকর ভ্রমণের জন্য বিশুদ্ধ জল নিশ্চিত করে। যাত্রীরা ডব্লিউভিএম থেকে আধা লিটার জল রিফিলের জন্য ৩ টাকা এবং কন্টেইনার সহ ৫ টাকায় কিনতে পারবেন। ভ্রমণের সময় বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যকর পানীয় জল নিশ্চিত করার জন্য, জল পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক যাত্রীদের জন্য একটি জলের গুণমান পরীক্ষার সুবিধাও রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে

চেতন কুমার শ্রীবাস্তব বলেন, গুয়াহাটি স্টেশনে এটিভিএম এবং ডব্লিউভিএম চালু দ্বারা যাত্রীদের ভ্রমণ স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতিতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন যে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আগামী দিনে তার নেটওয়ার্ক জুড়ে আরও যাত্রী-বান্ধব সুবিধা নিয়ে আসতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়াও, গুয়াহাটি স্টেশনে যাত্রীদের সুবিধার্থে স্লিপিং পড তৈরি করা হচ্ছে এবং এটি এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হয়েছে। এটিভিএম এবং ডব্লিউভিএম স্থাপনের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আধুনিকীকরণ এবং যাত্রী পরিষেবা উন্নত করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। টিকিট কেনাকাটা দ্রুত এবং সহজ করে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পরিষ্কার, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের মাধ্যমে, বিশেষ করে ভিড়ের সময়ে এই সুযোগ-সুবিধাগুলি ভ্রমণকারীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে স্বাগত জানানো হবে বলে আশা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলির লক্ষ্য ডিজিটালাইজেশনকে উৎসাহিত করা, পরিচালন দক্ষতা উন্নত করা এবং সামগ্রিক যাত্রী সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা, পরিবেশ বান্ধব অনুশীলনগুলিকে সমর্থন করার পাশাপাশি রেল পরিষেবাগুলিকে আরও সহজলভ্য, সুবিধাজনক এবং যাত্রী- বান্ধব করে তোলা।

পুলিশের গাড়িতে উঠে মত্ত তরুণীর অস্বাভাবিক আচরণ

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ৪ অক্টোবর ঃ বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলাকালীন কর্তব্যরত পুলিশের গাড়ির ছাদে উঠে অসংলগ্ন আচরন এক তরুণীর। তাকে কোনরকমে গাড়ির ছাদ থেকে নামান মহিলা স্বেচ্ছাসেবক। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মহিলা স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে বচসায় জড়ান তরুণী। মহিলা স্বেচ্ছাসেবক তাকে লাথি মারার চেষ্টা করলে তরুণীও পাল্টা লাথি মারার চেষ্টা করে। থাপ্পড়ের বদলা থাপ্পর এবং গায়ে থুথু দেওয়ার বদলা নিতে তরুণীও স্বেচ্ছাসেবকের গায়ে থুথু দেওয়ার চেষ্টা করেন তরুণী। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাটে। তবে তরুণীর জেদি আচরণের কারণ স্পষ্ট করে জানা যায়নি। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবতী মত্ত অবস্থায় ছিল। তাকে উদ্ধারের পর আটক করে পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় বীরভূমের রামপুরহাটে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা চলছিল। সেই শোভাযাত্রায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রামপুরহাট থানার একটি পুলিশের গাড়ি নিয়ে পুলিশকর্মীরা কামারপট্টি মোড়ে ডিউটি দিচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা পুলিশের গাড়ির ছাদে উঠে পড়ে অসংলগ্ন আচরন করতে শুরু করে ওই তরুণী। সেখান থেকে তাকে নামিয়ে আসতে বেশ বেগ পেতে হয় পুলিশের। শেষ পর্যন্ত মহিলা পুলিশ কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা এসে তাকে গাড়ির ছাদ থেকে নামিয়ে দিলে তার রাগ গিয়ে পড়ে মহিলা স্বেচ্ছাসেবকের উপরে। তাদের থাপ্পড় ও লাথি মারার চেষ্টা করে সে। এমনকি পুলিশের এক মহিলা স্বেচ্ছাসেবকের গায়ে থুথুও ছেটায় সে। রাতেই তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার তরুণীকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জামিনে মুক্তি দেন।

রেলপথে কাশ্মীর উপত্যকায় প্রথম ব্যাচের গাড়ি পৌঁছেছে

৪ অক্টোবর ঃ ভারতীয় রেলপথ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে, কারণ কাশ্মীর উপত্যকায় প্রথমবারের মতো গাড়ির রেক পৌঁছেছে, যা এই অঞ্চলে যোগাযোগ উন্নত করার এবং অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ০৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে, ১০০ টিরও বেশি গাড়ি বহনকারী ট্রেনটি উপত্যকার অনন্তনাগ গুডস টার্মিনালে পৌঁছেছিল। রেকটি হরিয়ানার মানেসর থেকে যাত্রা শুরু করে এবং গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু - আইকনিক চেনাব আর্চ ব্রিজ - অতিক্রম করে। এই অর্জনটি এই বছরের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক উদ্বোধন করা উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল লিঙ্ক (USBRL) প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ফলাফল। প্রকল্পটি অবশেষে কাশ্মীর উপত্যকাকে রেলপথে দেশের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করেছে, কয়েক দশকের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে এটিকে প্রকৃত অর্থে জাতীয় রেলওয়ে গ্রিডের অংশ করে তুলেছে। USBRL চালু হওয়ার সাথে সাথে, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্রথমবারের মতো উপত্যকায় পৌঁছেছে, যা মানুষকে একটি আধুনিক এবং দ্রুত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করেছে। এর পরপরই, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে, ভারতীয় রেলওয়ে উপত্যকার আপেল চাষীদের জন্য ডেডিকেটেড পার্সেল ট্রেন পরিষেবা চালু করে। বাদগাম এবং দিল্লির মধ্যে একটি দৈনিক সময়- সারণী পরিষেবা চালু করা হয়, যা নিশ্চিত করে যে কাশ্মীর থেকে আপেল রাজধানীর পাইকারি বাজারে সবচেয়ে অনুকূল সময়ে পৌঁছায়। এটি কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করেছে, সড়ক পরিবহনের উপর নির্ভরতা হ্রাস করেছে এবং সরবরাহ খরচ কমিয়েছে। এই সাফল্যের উপর ভিত্তি করে, ৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অনন্তনাগে প্রথম অটোমোবাইল রেকের আগমন একটি বড় পদক্ষেপ। প্রথমবারের মতো, রেলপথে সমাপ্ত যানবাহন উপত্যকায় পরিবহন করা হয়েছে, যা বাণিজ্য, খুচরা এবং সংশ্লিষ্ট পরিষেবার জন্য নতুন পথ খুলে দিয়েছে। এটি কেবল গ্রাহকদেরই লাভবান করবে না বরং সরবরাহ, বিতরণ এবং অটোমোবাইল- সম্পর্কিত ব্যবসায়েও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। USBRL সম্পন্ন হওয়া থেকে শুরু করে আপেল পার্সেল ট্রেন চালু করা এবং এখন অনন্তনাগে প্রথম অটোমোবাইল রেক সরবরাহ করা পর্যন্ত, ভারতীয় রেলওয়ে কাশ্মীর উপত্যকার গল্পে একটি নতুন অধ্যায় উন্মোচন করেছে। এই প্রতিটি পদক্ষেপ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে, কর্মসংস্থান তৈরি করছে এবং জীবন উন্নত করছে।

দুর্গাপুজোর পর দূষণ ঠেকাতে পৌরসভা তৎপর, দেওয়া হয়েছে বড়সড় সরকারি নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ৪ অক্টোবর ঃ বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। সরকারি নির্দেশ মেনে চলছে প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা। দুর্গাপুজার উৎসবের পর দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন জায়গায় বড় সমস্যার বিষয় হয়ে ওঠে। তাই উৎসব শেষেই তৎপর হয়েছে প্রশাসন। পৌর এলাকাকে দুর্গাপুজার পরই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিল হলদিয়া পৌরসভা। এর পাশাপাশি প্রতিমা নিরঞ্জনের পর নদীতে দূষণ ঠেকাতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র প্রতিমা নিরঞ্জনের পর কাঠামো সহ যাবতীয় আবর্জনা সাফায়ে ১১০০ কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারের নির্দেশ মতে হলদিয়ার নদী ঘাটগুলিতে চলছে প্রতিমা নিরঞ্জন। আর সঙ্গে সঙ্গেই তা সাফ করার কাজ চলছে। পৌর প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, এবার হলদিয়া পৌর এলাকার ২৯ টি ওয়ার্ডে মোট ১০৫ টি দুর্গাপুজো হয়েছে। দুর্গাপুজোর শেষ দিন অর্থাৎ দশমী বৃহস্পতিবার প্রতিমা বিসর্জনে উৎসাহ দেখাননি কোনও পুজো কমিটি। শুক্রবার শুক্রবার বিকেলের পর থেকেই প্রতিমা বিসর্জনের হিড়িক পড়ে এলাকায়। এদিন বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত হলদিয়া টাউনশিপে হলদি নদীর ঘাটে ৩০ টি প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। বাকি প্রতিমা দুর্গাচক লাগোয়া হুগলি নদী, কোথাও বড় ঝিলে, পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। বিসর্জনের যাবতীয় খড়, কাঠ, কাপড়, কাগজ, ফুল ইত্যাদি সামগ্রী কোনওভাবেই যাতে পরিবেশের ক্ষতি না করে, সেদিকে কড়া নজর ছিল পৌরসভার সাফাই কর্মী থেকে আধিকারিকদের। উৎসব শেষ কিন্তু পরিবেশ যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে আবর্জনামুক্ত পরিবেশ, বিশেষ করে ডেঙ্গুমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য শিল্প শহরে। হলদিয়ার মহকুমা শাসক তথা পৌর-প্রশাসক সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুজো, উৎসব-অনুষ্ঠান চলবেই। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা খুবই জরুরি। তাই সমস্ত জায়গায় আবর্জনা দ্রুত সরিয়ে ফেলার কাজ করা হয়েছে। এমনকী প্রতিমা বিসর্জনের পর নদীতে দূষণ ছড়ায়, সেই বিষয়টাও মাথায় রাখা হয়েছে। হলদিয়া পৌরসভার সাফাই বিভাগের ১১০০ সাফাইকর্মী নোংরা, আবর্জনা সরানোর কাজ করে চলেছেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখার কাজে গুরুত্ব দিয়েছে পৌরসভা। এর পাশাপাশি নদীতে জল দূষণ রোধ করতে প্রতিমা বিসর্জনের পরেই কাঠামো সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। জানা যায়, শনিবার ৪ অক্টোবরের মধ্যে প্রতিমা নিরঞ্জন শেষ করতে হবে। সেই মতো হলদিয়া পৌর এলাকার বিভিন্ন নদী ঘাটগুলিতে মজুত রয়েছে সাফাই কর্মীরা। উৎসবের পর দূষণ যাতে না ছড়ায়, হলদিয়া পৌর এলাকাজুড়ে এই সাফাই অভিযান লাগাতার চলবে বলে জানা গেছে।

মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ অক্টোবর ঃ বন্ধুদের সঙ্গে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক কিশোরের। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত ভগবানগোলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম পারভেজ শেখ। এদিন সুন্দরপুর ঘাটে বন্ধুদের সঙ্গে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে নামে সে। বাকিরা যখন স্নানে ব্যস্ত তখনই আচমকা তলিয়ে যায় ওই কিশোর। পরবর্তীতে চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। এরপর প্রশাসনকে খবর দিলে ডুবুরি নামানো হয়। অবশেষে দীর্ঘক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজির পর উদ্ধার হয় ওই কিশোরের দেহ। স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, ঘাটে বহু বাচ্চা স্নান করতে আসে বিভিন্ন সময়ে। সেজন্য চিৎকার চেঁচামেচি হলেও প্রথমে আমরা খুব একটা বুঝতে পারিনি। পরে সেখানে গিয়ে দেখি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো হয়ে গেল। আর সেই পুজোর রেস রেখে শনিবার বিভিন্ন জেলার পুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। দক্ষিন ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার, যাদবপুর, জয়নগর ও মথুরাপুর লোকসভা এলাকায় চারটি পৃথক কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয়। জয়নগর লোকসভার কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হয় জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার নিমপীঠে। শনিবার এই কার্নিভাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) ভাস্কর পাল, জেলা সভাধিপতি নিলিমা বিশাল মিস্ত্রী, জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, মগরাহাট পূর্বের বিধায়ক নমিতা সাহা, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ হাসনাবানু শেখ, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, বন্দনা লস্কর, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ, বারুইপুর পুলিশ জেলার এ এস পি রুপান্তর সেনগুপ্ত সহ আরো অনেকে। এদিন জয়নগর বিধানসভার বহড়ু, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা, সাহাজাদাপুর ও ফুটিগোদা এলাকার ১৩ টি পুজো কমিটির সদস্যরা অংশ নেন।

হুগলি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হলো শ্রীরামপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শ্রীরামপুর, ৪ অক্টোবর ঃ হুগলি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হুগলি জেলা পুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হলো শ্রীরামপুরে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির জেলা শাসক শ্রীমতি মুক্তা আর্যা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক প্রবাল বসাক, বিধায়ক অরিন্দম গুই, বিধায়ক সুদীপ্ত রায়, বিধায়ক অসিত মজুমদার, সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী সিপি চন্দননগর অমিত পি জাগলাভি বিধায়িকা অসীমা পাত্র, চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, শ্রীরামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান গিরিধারী সাহা, বৈদ্যবাটী পৌরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাত, রিষড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান বিজয়সাগর মিশ্র প্রমুখ। সারা জেলা থেকে ১৭ টি পূজো কমিটি এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করে। শুধু পূজা প্রতিমা ই নয় বিভিন্ন পৌরসভার উদ্যোগে সুসজ্জিত ট্যাবলো অংশ নেয়। পূজো কমিটি গুলির পক্ষে নৃত্যশিল্পীরা দুর্গার সাজে নৃত্য পরিবেশন করেন। হরিপাল থেকে আদিবাসী নৃত্যের টিমও অংশগ্রহণ করে। রায়বেশে, ছৌ, রণপা, মহিলা ঢাকী সহ অগণিত ঢাকীর দল এই কার্নিভালে অংশ নেয়। শ্রীরামপুর স্নানপিঁড়ির মাঠ থেকে শ্রীরামপুর বটতলা পর্যন্ত সুসজ্জিত এই প্রতিমার মিছিল দেখতে অগণিত দর্শনার্থী জড়ো হয়েছিলেন। যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স, অ্যাম্বুলেন্স, দমকল মোতায়েন করা হয়েছিলো। অব্যাবস্থা আটকাতে রাস্তার দুই ধারে দড়ি ও গার্ডওয়াল দিয়ে কর্ডন করেছিল পুলিশ। এই কার্নিভাল সকলের দৃষ্টি কাড়ে।

শ্বশুরবাড়িতেই খুন যুবক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, পাথরপ্রতিমা, ৪ অক্টোবর ঃ মাত্র ছ'মাস আগে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন যুবক। শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার হল তাঁর মৃতদেহ! ওই যুবককে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত যুবকের নাম রাকিবুল্লা মোল্লা। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাকিবুল্লা মোল্লা সম্পর্কে পাথরপ্রতিমার দক্ষিণ গঙ্গাধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফাইজুল হক মোল্লার ভাই। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রাকিবুল্লা দূর সম্পর্কের আত্মীয় মামাতো বোনের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। পরিবারের অমতে গিয়ে ছ'মাস আগে মামার মেয়েকেই বিয়ে করেছিলেন তিনি। বিয়ের পর থেকে স্ত্রী বাপের বাড়িতেই থাকতেন বলে খবর। মাঝেমধ্যে রাকিবুল্লা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে থাকতেন। শুক্রবার রাতে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থেকেছিলেন ওই যুবক। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ, রাকিবুল্লার বাড়িতে ফোন করে জানানো হয় তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। দুঃসংবাদ শুনে দ্রুত ওই বাড়িতে যান ওই যুবকের বাড়ির লোকজন। দেখা যায়, খাটের উপর যুবকের দেহ শোওয়ানো অবস্থায় রয়েছে। গোটা ঘটনায় সন্দেহ হয় রাকিবুল্লার বাড়ির সদস্যদের। খবর দেওয়া হয় ঢোলাহাট থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপে পাঠিয়েছে। মৃতের পরিবারের লোকজনদের দাবি শ্বশুরবাড়িতে রাকিবুল্লাকে 'খুন করা হয়েছে। মৃত যুবকের শরীরের একাধিক জায়গায় আঁচড়ের চিহ্ন রয়েছে। ফাইজুল হকের অভিযোগ, তাঁর ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে একাধিক পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। রাকিবুল্লার শ্বশুরবাড়ির পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ চারজনকে আটক করে নিয়ে যায়। পরে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খুন না আত্মহত্যা, তা পরিস্কার হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে, স্কুটার চালানোর সময় দুর্ঘটনায় এক মহিলা কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে এই ঘটনা ঘটে।

০৬.১০.২০২৫ (সোমবার) নীল লাইনে ২৩৬টি পরিষেবা চালাবে

কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ লক্ষ্মী পূজার দিন, অর্থাৎ ০৬.১০.২০২৫ (সোমবার) ব্লু লাইনে মেট্রো ২৭২ টি পরিষেবার পরিবর্তে ২৩৬টি (১১৮ টি উপরে ১১৮টি ডিএন) পরিষেবা চালাবে। প্রথম পরিষেবা- নোয়াপাড়া থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (কোনও পরিবর্তন নেই) শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোনও পরিবর্তন নেই) দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (কোনও পরিবর্তন নেই) সকাল ০৬.৫৫টি পরিষেবা দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (কোনও পরিবর্তন নেই) সকাল ০৬.৫৫ টি পরিষেবা। মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোনও পরিবর্তন নেই) **শেষ পরিষেবা**- দক্ষিণেশ্বর থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (কোনও পরিবর্তন নেই) রাত ৯.২৮ মিনিটে শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোনও পরিবর্তন নেই) রাত ৯৩৩ মিনিটে শহীদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম (কোনও পরিবর্তন নেই)। সেদিন গ্রিন লাইন, ইয়েলো লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনে স্বাভাবিক পরিষেবা পাওয়া যাবে।

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
P.O.: Jagalgori, P.S.: Jangipara, Dist: Hooghly
E-tender id's [NIT Ref.] are as Below:
34. 2025_ZPHD_915761_1 [44/APAS/2025]
33. 2025_ZPHD_915772_1 [43/APAS/2025]
32. 2025_ZPHD_915768_1 [42/APAS/2025]
31. 2025_ZPHD_915972_1 [41/APAS/2025]
30. 2025_ZPHD_915967_1 [40/APAS/2025]
29. 2025_ZPHD_914101_1 [39/APAS/2025]
28. 2025_ZPHD_916004_1 [38/APAS/2025]
27. 2025_ZPHD_916024_1 [37/APAS/2025]
26. 2025_ZPHD_914072_1][36/APAS/2025]
25. 2025_ZPHD_915984_1][35/APAS/2025]
24. 2025_ZPHD_915979_1 [34/APAS/2025]
23. 2025_ZPHD_915741_1 [33/APAS/2025]
22. 2025_ZPHD_916429_1 [32/APAS/2025]
21. 2025_ZPHD_916432_1 [31/APAS/2025]
20. 2025_ZPHD_916434_1 [30/APAS/2025]
19. 2025_ZPHD_916449_1 [29/APAS/2025]
18. 2025_ZPHD_916544_1 [28/APAS/2025]
17. 2025_ZPHD_916556_1 [27/APAS/2025]
16. 2025_ZPHD_913894_1 [26/APAS/2025]
15. 2025_ZPHD_913966_1][25/APAS/2025]
14. 2025_ZPHD_914036_1][24/APAS/2025]
13. 2025_ZPHD_911976_1 [019/APAS/2025]
12. 2025_ZPHD_912041_1 [018/APAS/2025]
11. 2025_ZPHD_912101_1 [017/APAS/2025]
10. 2025_ZPHD_913506_1 [016/APAS/2025]
9. 2025_ZPHD_912994_1 [015/APAS/2025]
8. 2025_ZPHD_912834_1 [014/APAS/2025]
7. 2025_ZPHD_913150_1 [013/APAS/2025]
6. 2025_ZPHD_913257_1 [012/APAS/2025]
5. 2025_ZPHD_908172_1 [005/APAS/2025]
4. 2025_ZPHD_908153_1 [004/APAS/2025]
3. 2025_ZPHD_908133_1 [003/APAS/2025]
2. 2025_ZPHD_908037_1][002/APAS/2025]
1. 2025_ZPHD_908027_1 [001/APAS/2025]
The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar G.P. for different works. Fund: APAS. To participate and for details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat

খাবার-দাবার

ফিউশন মিষ্টিতে ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠেছে, মুখে চওড়া হাসি বিক্রেতাদের

পুজো শেষে এখন বিসর্জনের বিষাদ চারপাশে। কিন্তু বাঙালির তো বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাই বিজয়া দশমীর মনখারাপ সরিয়ে মিষ্টিমুখে আনন্দ খুঁজে নেয় আমবাঙালি। মিষ্টি, নাড়ু, নিমকি ছাড়া তো বিজয়া পর্ব অসম্পূর্ণ। তাই এই সময়ে মিষ্টির

দোকানগুলিতে ভিড়। তবে জেন জি-র স্বাদবদলের কথা মাথায় রেখে ব্যান্ডেলের এক মিষ্টির দোকান এবার তৈরি করেছে রকমারি ফিউশন মিষ্টি। দামও সাধ্যের মধ্যে। বিজয়ার বাজারে সেসবের রমরমা ব্যবসা চলছে। মুখে চওড়া হাসি বিক্রেতার।বিজয়া দশমীতে ঐতিহ্যের মিষ্টি বলতে রসগোল্লা, সীতাভোগ, মিহিদানা তো আছেই। ব্যান্ডেলের ওই দোকানে এসবের রকমারি সম্ভার। কিন্তু এবছর একটু স্বাদবদলের জন্য আলাদারকম বেশ কিছু মিষ্টি তৈরি করেছেন এখানকার কর্মচারীরা। সেই তালিকায় রয়েছে ডাব সন্দেশ, ক্যাডবেরি রসগোল্লা, কেশর ও ভ্যানিলা রসগোল্লা, রাজনন্দিনী কৈরা ভোগ। এক বিক্রেতা জানাচ্ছেন, ক্যাডবেরি রসগোল্লা একটু অন্যভাবে তৈরি হয়েছে। রসগোল্লার উপর পুরু করে চকোলেটের আস্তরণ দিয়েছি। ভ্যানিলা রসগোল্লাও তাই। এছাড়া ডাব সন্দেশ বানিয়েছি। সেগুলো খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া নাড়ু, তক্তি, নিমকি এসবও লোকে প্রচুর কিনছেন। এখনকার মা-বোনরা আর বাড়িতে এসব বানানোর সময় পান না। আমরা সেকথা মাথায় রেখে এসব বিক্রি করছি। তিনি এও জানালেন, বিজয়ার মিষ্টি ভালোই বিক্রি হচ্ছে। দাম এমন রাখা হয়েছে যাতে ক্রেতাদের অসুবিধা না হয়।মিষ্টি কিনতে এসে এত সব দেখে ক্রেতারা মহা খুশি। অমরে ঃ দ্রনাথ পাল নামে এক ক্রেতার কথায়, সুগার তো আছে। কিন্তু সুগার ফ্রি মিষ্টিও আছে। সেই মিষ্টি খেতেই হবে। তন্ময় নামে এক ক্রেতা বলছেন, হুগলিতে রকমারি মিষ্টি তৈরি হয়। ছানার মিষ্টি, দুধের মিষ্টি, ক্রিম চপ। সেসব তো খেতেই হবে। আরেক ক্রেতার বক্তব্য, জিনিসের দাম বাড়ছে, মিষ্টির দামও চড়া। কিন্তু বিজয়ায় তো মিষ্টিমুখ করতে এবং করাতে হবেই। কারও বাড়ি গেলে মিষ্টি নিতে হবে। আমার বাড়িতেও কেউ এলে মিষ্টি খাওয়াব। কারণ, আমি কোনও ফাস্ট ফুড দিয়ে কাউকে শুভ বিজয়া বলার পক্ষপাতী নই। তাই এখান থেকে অনেকগুলো মিষ্টি কিনলাম। সবমিলিয়ে, বিসর্জনের বিষাদ কাটিয়ে মিষ্টিমুখেই আনন্দ খুঁজে নিচ্ছেন সকলে।

পাঁঠার মাংস কি উপায়ে সেদ্ধ ও সুস্বাদু করবেন জেনে নিন

অষ্টমীর নিরামিষ ভোজের পর নবমীতে আমিষ খাওয়ার পালা। প্রতিটি বাঙালি পরিবারে এদিন মাটন মাস্ট। সারা রাত ঠাকুর দেখার ক্লান্তির পর সকালে উঠে মাংস রান্না করতে গিয়ে তা সঠিকভাবে সেদ্ধ না হওয়ার জন্য সময় অপচয় হচ্ছে? জেনে নিন ম্যারিনেটের নিয়ম। সঠিক

নিয়মে ম্যারিনেট করলে রান্না করার সময় সহজেই সেদ্ধ হবে মাটন। রান্না করার প্রায় ৪ ঘণ্টা আগে থেকে মাংস ম্যারিনেট করে নিতে হবে। তাতে মাংস যেমন সহজে সেদ্ধ হব তেমনই তার স্বাদ বাড়বে। দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড মাটন নরম করতে সাহায্য করে। মাংস ম্যারিনেট করার আগে তাতে ভালোভাবে লেবুর রস মাখিয়ে নিন। লেবুর রস মাংসের ফাইবার নরম করে ও তাতে মাংস তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয় থাকে। দই বা ম্যারিনেট করার মশলার সঙ্গে ২-৩ চামচ লেবুর রস মিশিয়ে ম্যারিনেট করে নিন। মাংস রান্নার সময় তাতে পেঁপে দিতে পারেন। এর ফলে খেতেও সুস্বাদু হবে আর মাংস সেদ্ধও হবে সহজে। চাইলে আপনি পেঁপে পেস্ট করে মাংস ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন। অথবা আলুর সঙ্গে পেঁপেও ব্যবহার করতে পারেন। ম্যারিনেট করা মাংস অল্প আঁচে রান্না করুন। আগে মাংস ভালোভাবে ভেজে নিয়ে তারপর তা কষিয়ে নিয়ে চাইলে কুকারে সেদ্ধ করে নিতে পারেন। এসবের পাশাপাশি মাটনের স্বাদ বাড়তে মাংস ম্যারিনেট করার সময় সরষের তেল, গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে ম্যারিনেট করলে মাংসের স্বাদ বাড়বে। মাংস সেদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি তা সুস্বাদুও হবে।

পমফ্রেট তন্দুরি, বরিশালি ইলিশের সঙ্গে জমে যাক আপনার ভোজ

সুস্বাদু মাছের দুই পদের রইল পুজো স্পেশাল রেসিপি

রসে বশে থাকা বাঙালির মাছ ছা।। ভূরিভোজ সম্পূর্ণ হয় না। আর পুজোর সময় তো নৈব নৈব চ। মাছ মাস্ট। সপ্তমীর ভূরিভোজে আপনার পাতে থাকুক মাছের রকমারি পদ। বানিয়ে নিতে পারেন বরিশালি ইলিশ সঙ্গে স্টার্টার হিসেবে বানাতে পারেন প্রথম পাতে পমফ্রেট তঃদুরি। বরিশালি ইলিশের ঝোল বানাতে লাগবে- ১টি ইলিশ মাছ, ১ চামচ সরষে, ১ চামচ কালো জিরে, নারকেল বাটা, ১ চা চামচ হলুদ গুঁো, লঙ্কা গুঁো, সরষের তেল, নুন, দই ৩-৪ চামচ, কাচালঙ্কা কয়েকটি। প্রণালী- মাছগুলি ভালো করে কেটে ধুয়ে নিয়ে রেখে দিন। এরপর গরম জলে বেশ কিছুক্ষণ সরষে ভিজিয়ে রেখে তারপর তা অল্প নুন দিয়ে বেটে নিন। এরপর দই ফেটিয়ে নিয়ে তাতে বাটা সরষে, নারকেল, নুন, লঙ্কা ও হলুদ গুঁো, কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে ভালো ভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর একটি পাত্রে সরষের তেল গরম করে তাতে কালো জিরে ফো।ন দিয়ে হালকা ভেজে নিয়ে তাতে বানিয়ে রাখা ওই মিশ্রণ দিয়ে অল্প জল দিয়ে ফুটিয়ে নিয়ে তাতে একে একে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখা মাছ দিয়ে দিন। মিনিট দশেক ফুটিয়ে নিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। হয়ে এলে উপর থেকে ১ চামচ সরষের তেল ছা।য়ে নামিয়ে নিন। আর অন্যদিকে স্টার্টারে বানিয়ে নিন পমফ্রেট তন্দুরি বানাতে লাগবে পমফ্রেট মাছ, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, নুন, গরম মশলা, ধনে ও জিরে গুঁড়ো, দই ও কাশ্মিরী লঙ্কা গুঁড়ো। প্রণালী- মাছের দু'পিঠ ভালোভাবে কেটে নিন। যাতে তন্দুরির মশলা মাছের ভিতরে ঢুকতে পারে। এরপর আদা-রসুন বাটা, লেবুর রস, নুন, তন্দুরি মশলা ভালো ভাবে মিশিয়ে নিয়ে তা দিয়ে মাছ ম্যারিনেট করে নিয়ে ফ্রিজে এক ঘন্ট। রেখে দিন। এরপ ফ্রিজ থেকে মাছ বের করে আরও একবার মশলা মাখিয়ে নিন। অন্যদিকে একটি পাত্রে দইয়ের সঙ্গে গরম মশলা গুঁড়ো, লেবুর রস, কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে মিশ্রণ বানিয়ে মাছের দুপিঠে তা ফের মাখিয়ে বেকিং ট্রেতে দিয়ে উপর থেকে তেল ব্রাশ করে আভেনে বেক করে নিলেই তৈরি আপনার সপ্তমীর ভোজ। মাছের এই দুই পদ দিয়ে গরম গরম ভাত খেতেই পারেন। অনেকসময়েই প্ল্যান ছাড়া কেউ এলে অপ্রস্তুত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু একপদেই অতিথি আপ্যায়ণ সারতে পারেন, তাহলে ক্ষতি কী! তাই চিন্তা না করে সহজেই বানিয়ে ফেলুন ইলিশের বিরিয়ানি। অতিথির পাতে মাছের রাজা ইলিশও পড়ল, আবার বিরিয়ানিও। কীভাবে রাঁধবেন? রইল ঘরোয়া রেসিপি।

উপকরণ-ইলিশ মাছ ৬ টুকরো,বাসমতি চাল ১ কেজি, পিঁয়াজ কুচি ১ কাপ আদাবাটা ১ চামচ, রসুনবাটা ১ চামচ, কাঁচা লঙ্কাবাটা ১ চামচ,টক দই ১ কাপ, গরম মশলার গুঁড়ো ১ চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চামচ,ধনেগুঁড়ো ১ চামচ হলুদগুঁড়ো ১ চামচ,কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ১ চামচ,তেজপাতা ২টি,এলাচ ৪টি,দারচিনি ১ টুকরা,লবঙ্গ ৪টি,ঘি ৪ চামচ,তেল পরিমাণ মতো,নুন স্বাদমতো,চিনি ১ চামচ,লেবুর রস ১ চামচ,ধনে পাতা কুচি পরিমাণ মতো গোলাপ জল, কেওড়া জল ১ চামচ।

প্রণালী- প্রথমে ইলিশ মাছের টুকরোগুলোকে নুন-হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো এবং লেবুর রস দিয়ে ম্যারিনেট করে ১৫-২০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। এরপর বাসমতি চাল ধুয়ে ১৫-২০ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখুন। অন্যদিকে আরেকটি পাত্রে গোলাপজল, কেওড়াজল আর দুধের মধ্যে কেশর দিয়ে রেখে দিন। এবার কড়ায় তেল গরম করে ম্যারিনেট করা ইলিশ মাছের টুকরোগুলো দিয়ে হালকাভাবে এপিঠ-ওপিঠ করে ভেজে তুলে নিন খুব যত্ন করে। যাতে মাছগুলো না ভাঙে। আপনি চাইলে মাছগুলো আগেও ভেজে তুলে আলাদা করে রেখে দিতে পারেন। তার পর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এবার আদা, রসুন ও কাঁচা লঙ্কাবাটা দিয়ে মশলা কষান। এরপর জিরে, ধনে, হলুদ ও লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। এবার কড়াইতে তেল ও ঘি গরম করে তাতে তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি ও লবঙ্গ দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন। এবার কড়াইতে আরও একটু ঘি দিয়ে চাল দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিন। তার পর গরম মশলার গুঁড়ো, নুন-চিনি এবং পরিমাণমতো জল

দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন কড়া ঢেকে দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। যখন জল শুকিয়ে যাবে, তখন ভাজা মাছের টুকরোগুলো উপরে দিয়ে দিন। এবার উপর দিয়ে ইলিশ ভাজার তেল এবং গোলাপজল, কেওড়াজল আর দুধের মধ্যে রাখা কেশর ছড়িয়ে ঢিমে আঁচে ১০-১২ মিনিটের জন্য দমে রাখুন। পরিবেশনের আগে উপরে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিতে পারেন। আর হ্যাঁ আপনি যদি বিরিয়ানিতে আলু বা ডিম ভালোবাসেন তাহলে সেদ্ধ করা আলু আগে মশলার সঙ্গে ভেজে তুলে রেখে দেবেন। আর ডিম সেদ্ধগুলি পরিবেশন করার সময়েও পাতে দিয়ে দিতে পারেন। ভোজ জমে যাবে।

ইজরায়েলের পর এবার ট্রাম্পের প্রস্তাবে রাজি হামাসও! শান্তি ফিরবে গাজায়?

গাজা, ৪ অক্টোবরে ঃ ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইজরায়েলে হামলা করেছিল হামাস। এরপরই প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে

তেল আভিভ। হামাসের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধে প্রাণ গিয়েছে শিশু-নারী-সহ হাজার হাজার সাধারণ মানুষের। পাশাপাশি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে জীবিতদেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে গিয়েছে ধ্বংসস্তূপ হয়ে ওঠা গাজায়। এবার কি থামবে সেই সংঘাত? পরিস্থিতি সেদিকেই এগিয়ে গিয়েছে। গাজার যুদ্ধ থামাতে ২০ দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইজরায়েল তাতে রাজি হয়ে গেলেও হামাস নীরবই ছিল। কিন্তু শুক্রবার তাদের চরম সময়সীমা বেঁধে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। হুঁশিয়ারি দেন, রবিবার ৬টার মধ্যেই শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে জঙ্গি গোষ্ঠীকে। না হলে নরক নেমে আসবে। অবশেষে হামাস জানিয়ে দিল তারাও শান্তি প্রস্তাবে রাজি। সমস্ত ইজারায়েলি পণবন্দি এবং মৃত পণবন্দিদের দেহ ফেরাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা। ফলে দীর্ঘমেয়াদী সংঘাতশেষে গাজায় যুদ্ধের সমাপ্তি এখন সময়ের অপেক্ষা। এমনটা বলা যেতেই পারে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে গাজার যুদ্ধ থামানো নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে বসেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তারপরেই হোয়াইট হাউসের তরফ থেকে ২০ দফা পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। অবিলম্বে সংঘর্ষবিরতি থেকে শুরু করে গাজায় নতুন সরকার গঠন-একাধিক প্রস্তাব পেশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গাজাকে পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করে একেবারে নতুনভাবে গড়ে তোলা হবে। যদি ইজরায়েল এবং হামাস দু'পক্ষই এই প্রস্তাব মেনে নেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিরতি হবে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জীবিত এবং মৃত পণবন্দিদের ফেরাতে হবে। ইজরায়েলও সমস্ত বন্দিদের মুক্তি দেবে। তারপরই গাজার জন্য বিপুল ত্রাণ পাঠানো হবে, রাষ্ট্রসংঘ এবং রেড ক্রসের তত্ত্বাবধানে। এই প্রস্তাবে অবশেষে সম্মত হয়েছে হামাস। এরপরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডলে ট্রাম্পের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। হামাসের তরফে জানানো হয়েছে, জীবিত ও মৃত সমস্ত বন্দিদের তারা ফিরিয়ে দেবে। সেই সঙ্গেই তারা জানিয়েছে গোটা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি তারা। পাশাপাশি গাজার শাসনভার তারা কোনও প্যালেস্তিনীয় গোষ্ঠীর হাতেই তুলে দিতে চায় বলেও জানিয়েছে তারা। গাজার যুদ্ধ থামাতে ২০ দফা প্রস্তাব পেশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার তিনি চরম সময়সীমা বেঁধে দিলেন হামাসের জন্য। হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, রবিবার ৬টার মধ্যেই শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে জঙ্গি গোষ্ঠীকে। না হলে নরক নেমে আসবে।নিজের সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে তিনি লিখেছেন, ' আমরা কোনও না কোনওভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবই। হিংসা ও রক্তপাত বন্ধ হবে। এখনই বন্দিদের মুক্তি দাও, দেহ ফেরাও! রবিবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে হামাসের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতেই হবে। প্রতিটি দেশ স্বাক্ষর করেছে! যদি এই শেষ সুযোগ। চুক্তিতে পৌঁছতে না পারলে নরক নেমে আসবে

ইটালিতে বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রয়াত ভারতীয় দম্পতি!

৪ অক্টোবরে ঃ ইটালিতে বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারালেন নাগপুরের এক ব্যবসায়ী ও তাঁর স্ত্রী। জানা গিয়েছে, সঙ্গে তাঁদের তিন সন্তানও ছিল। সেদেশে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে মৃত দম্পতির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছে। বাকিদের দেশে ফেরানোর পদক্ষেপ করা হচ্ছে। প্রয়াত ব্যবসায়ীর নাম জাভেদ আখতার (৫৫)। তিনি নাগপুরের একটি হোটেলের মালিক। দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী গুলশনও (৪৭) মারা গিয়েছেন। গত ২২ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে গিয়েছিলেন তাঁরা। এরপর সেখান থেকে ইটালিতে আসেন। দুর্ঘটনার দিন এক মিনিবাসে সপরিবারে সাইট সিইংয়ের জন্য যাচ্ছিল তাঁদের পরিবার। আচমকাই একটি ভ্যানের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কা লাগে। পরে ভ্যানটি মিনিবাসের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে দুর্ঘটনায় ওই দম্পতি ও চালকের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর চোট পেয়েছেন দম্পতির কন্যা আরজু আখতার (২১)। তিনি আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিসাধীন। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দম্পতির বাকি দুই সন্তান শিফা আখতার ও জাজেল আখতারকে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা যাচ্ছে। ইটালির ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই প্রয়াত দম্পতির পরিবারকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যে কোনও প্রয়োজনে সাহায্য করার। দূতাবাসের তরফে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে ইটালির স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গেও।

নিজেরা ইউরেনিয়াম কিনছে, ভারত কিনলে দোষ, ট্রাম্পকে খোঁচা পুতিনের

৪ অক্টোবরে ঃ তাঁর শুল্কবাণে হতভম্ব বিশ্ব। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে কাঠগড়ায় তুলে ব্যঙ্গ করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। দাবি করলেন, আমেরিকা রাশিয়ার কাছ থেকে ইউরেনিয়াম কিনে চলেছে পারমাণবিক শিল্পের উন্নতির জন্য। অথচ ভারতকে তারা চাপ দিচ্ছে মস্কোর থেকে জ্বালানি না কেনার জন্য।

রাশিয়ার শহর সোচিতে এক জনসভায় আগুনে ভাষণ দিয়ে পুতিন বলেন, বৃহত্তম না হলে, আমেরিকাই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে চাওয়া অন্যতম বৃহত্তম দেশ। যে সময় থেকে আমেরিকা পারমাণবিক শক্তিতে উন্নতি করেছে সেই সময় থেকেই তাদের এর জন্য প্রচুর জ্বালানির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমরা অবশ্য মার্কিন বাজারে সর্বোচ্চ সরবরাহকারী নয়। তবে রাশিয়াই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সরবরাহকারী, যারা ইউরেনিয়াম দেয়। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে রাশিয়া আমেরিকাকে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলারের ইউরেনিয়াম সরবরাহ করেছে। এই কথা বলার পাশাপাশি পুতিন মনে করিয়ে দেন, ভারত যখন রাশিয়ার থেকে জ্বালানি কেনে, তখন এই আমেরিকাই প্রতিবাদ করে। ট্রাম্পের ' নিয়ে এদিন

ম্যাঞ্চেস্টারে ইহুদি উপাসনালয়ের বাইরে ছুরি হামলা উন্মত্ত যুবকের, মৃত অন্তত ২

ম্যাঞ্চেস্টার, ৪ অক্টোবর ঃ ছুরি হামলার জেরে রক্তাক্ত ব্রিটেনের শহর ম্যাঞ্চেস্টার। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪। জানা গিয়েছে, শহরের একটি ইহুদি উপাসনালয়ের বাইরে এই হামলা চালানো হয়েছে। তবে সূত্রের খবর, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে হামলাকারীরও। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টারের ক্রাম্পসল শহরে একটি ইহুদি উপাসনালয়ের বাইরে বহু মানুষের ভিড় ছিল। সেই সময় এক যুবক ধারাল ছুরি নিয়ে আচমকা সেখানে হামলা চালায়। ছুরির কোপে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে বহু মানুষ। জানা যাচ্ছে, এই হামলায় এখনও পর্যন্ত অন্তত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪। হামলা চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দেন। মিনিট খানেকের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয় পুলিশের একটি দল। জানা গিয়েছে, পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে সেখানে মৃত্যু আততায়ীর। কিন্তু কী কারণে ওই যুবক হামলা চালালো, তা

এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, আততায়ী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। এই ঘটনার কড়া নিন্দা জানিয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। তিনি বলেন, ক্রাম্পসলের ইহুদি উপাসনালয়ের বাইরে এই হামলার ঘটনায় আমি হতবাক। ইহুদি ক্যালেন্ডারের সবচেয়ে পবিত্র দিনেই এই ঘটনাটি ঘটেছে, যা আরও ভয়াবহ। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।

মুজাফফরপুর-শ্রী সিদ্ধরুধা স্বামীজি হুবল্লী জং.-মুজফ্ফরপুর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ৪ অক্টোবর ঃ আসন্ন দীপাবলি এবং ছট উৎসবগুলির জন্য যাত্রীদের চাহিদার ভিত্তিতে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৫৫৪৩ / ০৫৫৪৪ মুজাফফরপুর-শ্রী সিদ্ধরুধা স্বামীজি হুবল্লী জং.-মুজফ্ফরপুর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি পরিচালনা করবে ০৫৫৪৩ / ০৫৫৪৪ মুজাফ্ফরপুর থেকে প্রতি ১২ অক্টোবর শুক্রবার থেকে ১২ অক্টোবর থেকে ০৫৫৪৪ পর্যন্ত। শ্রী সিদ্ধারুধা স্বামীজী হুবল্লী জং. ১৪ অক্টোবর থেকে ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ছয়টি ভ্রমণের জন্য নিম্নরূপ ০৫৫৪৩ মুজাফফরপুর-শ্রী সিদ্ধারুধা স্বামীজি হুবল্লী জং. সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেনটি ১০ অক্টোবর থেকে ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার মুজাফফরপুর থেকে দুপুর ১২.৪৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং মতিপুর থেকে দুপুর ১.২৬ মিনিটে, চকিয়া থেকে দুপুর ১.৫০ মিনিটে, বাপুধাম মতিহারি থেকে দুপুর ১.২০ মিনিটে, সাগৌলি থেকে দুপুর ১.৪৫ মিনিটে, বেত্তিয়া থেকে দুপুর ১.১০ মিনিটে, নারকাটিয়াগঞ্জ থেকে বিকেল ৪.১৫ মিনিটে, বাগাহা থেকে বিকেল ৪.১০ মিনিটে, কাপ্তানগঞ্জ থেকে বিকেল ৫.০৪ মিনিটে, গোরখপুর থেকে রাত ১০.৪৫ মিনিটে, গোন্ডা থেকে রাত ২৩.১০ মিনিটে, পরের দিন আইশবাগ থেকে দুপুর ২.৫৫ মিনিটে, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে বিকেল ৫.৫৫ মিনিটে, ওরাই থেকে সকাল ৭.৫২ মিনিটে, বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই জংশনে পৌঁছাবে। ঝাঁসি থেকে যাত্রা ১১.১৫ টায়, বিনা ১৫.১০ টায়, ভোপাল ১৭.১৫ টায়, ইটারসি ১৯.৩০ টায়, আমলা ২২.১৭ টায়, তৃতীয় দিন নাগপুর ০১.২০ টায়, চন্দ্রপুর ০৫.০৫ টায় চন্দ্রপুর। ০৯.২০ টায় রামাগুন্ডম, ১১.৩০ টায় কাজীপেট, ১৪.৪০ টায় কাচিগুড়া, ১৬.৩৫ টায় মাহবুবনগর, ডন জং। ২১.১৫ ঘটিকায়, চতুর্থ দিন ধর্মভারম ০১.১০ টায় এবং ইয়েলহাঙ্কা ০৩.৫০ টায, শ্রী সিদ্ধরুধা স্বামীজি হুবল্লী জংয়ে পৌঁছাবেন। ১২.২০ টাযফিরতি যাত্রায, ০৫৫৪৪ শ্রী সিদ্ধারুধা স্বামীজি হুবল্লী জং. - মুজাফফরপুর সাপ্তাহিক পূজা স্পেশাল ট্রেন প্রতি মঙ্গলবার ১৪ অক্টোবর থেকে ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে, শ্রী সিদ্ধারুধা স্বামীজি হুবলি জং থেকে ছাড়বে।

ভারী বৃষ্টিতে বিহারে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত, জারি লাল সতর্কতা

পাটনা, ৪ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ভারী বৃষ্টিতে বিহারে স্বাভাবিক জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। পাটনা ও সংলগ্ন অঞ্চলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। বৈশালী, সরন, সিওয়ান, শেখপুরা, জামুই, নওয়াদা, আরওয়াল এবং জেহানাবাদ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া দফতর আগামী দুই দিন ভারী বৃষ্টিপাতের লাল সতর্কতা জারি করেছে। ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য জারি করা লাল সতর্কতার পরিপ্রেক্ষিতে সরন জেলায় শনিবার সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি বন্ধ করারও নির্দেশ দিয়েছেন। রোহতাস এবং কাইমুর জেলায়, অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে স্থানীয় নদীগুলি উপচে পড়ে, যার ফলে বেশ কয়েকটি অংশে বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রোহতাসে, কারবান্দিয়া এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলিতে পুরাতন জিটি রোড-সহ রাস্তার উপর দিয়ে বন্যার জল প্রবাহিত হচ্ছে। ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে, সাসারাম শহরের বিভিন্ন রাস্তা এবং এলাকায় জল জমে গিয়েছে।

ছটপুজোর আগে দিল্লিতে যমুনার স্বচ্ছতায় জোর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ আগামী ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ছট উৎসবের আগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা শনিবার যমুনা নদীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ এবং ছট ঘাট নির্মাণ পরিদর্শন করেছেন। যমুনার স্বচ্ছতার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, প্রথমবারের মতো একটি সনাতন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। ২৭ বছরে এমন একটি সরকার গঠিত হয়েছে যারা দিল্লির জনগণের দুর্দশার কথা চিন্তা করে। দিল্লিতে কানওয়ার উৎসব কতটা জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়েছিল। দুর্গাপুজোও উদযাপিত হয়েছে। এবার ছটপুজোও ধুমধাম করে পালিত হবে।

আগরতলায় নাবালিকাকে হত্যার চেষ্টা, গভীর রাতে অভিযুক্তকে ধরল পুলিশ

আগরতলা, ৪ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আগরতলা শহরের রাজনগরে নাবালিকা ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায জড়িত অভিযুক্ত গ্রেফতার। ধৃতের নাম শঙ্কর দাস। শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশ সেকেরকোট এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। শনিবার তাকে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।শুক্রবার রাজধানীর রাজনগর এলাকায় এক নাবালিকা স্কুল পড়ুয়াকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠে তারই ধর্মের দাদুর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এই ধর্মের দাদু নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে গলা টিপে হত্যার চেষ্টা করে। এতেও ব্যর্থ হওয়ার পর জোর করে নাবালিকার মুখে বিষ ঢেলে দেয়ে সে। গুরুতর আহত নাবালিকা বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।ঘটনার অভিযোগ পেয়ে পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে। শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়েও পুলিশ অভিযুক্ত শঙ্কর দাসকে আটক করতে পারেনি। অবশেষে গভীর রাতে সেকেরকোট এলাকা থেকে অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করে।পেশায় মৎস্য ব্যবসায়ী শঙ্কর দাসকে রাতেই জোর জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। কিন্তু তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে। তাই পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে শনিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানান পশ্চিম মহিলা থানার ওসি শিউলি দাস।

ফের স্থগিত বৈষ্ণোদেবী যাত্রা

রিয়াসি (জম্মু ও কাশ্মীর), ৪ অক্টোবর, (হি.স.)ঃ রিয়াসি জেলার ত্রিকুটা পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত গুহা মন্দিরের যাত্রা চলতি বছর একাধিকবার স্থগিত করা হয়েছে। গত মাসেও অবিরাম বৃষ্টির কারণে এই তীর্থযাত্রা স্থগিত করা হয়। ফের খারাপ আবহাওযার কথা বলা হয়েছে। এই আশঙ্কার কারণে ৫ অক্টোবর, রবিবার থেকে মাতা বৈষ্ণো দেবী যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে।এই জন্য আবহাওয়া দফতরের জারি করা একটি প্রতিকূল আবহাওযার পরামর্শের কথা উল্লেখ করেছে মন্দির কমিটি। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আবহাওয়া দফতরের পরামর্শ মেনে, মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) পর্যন্ত এই যাত্রা আপাপত স্থগিত রাখা হচ্ছে। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী বুধবার (৮ অক্টোবর) থেকে এই যাত্রা আবার শুরু হবে। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে আবহাওয়া পরিস্থিতির উপর।

গাজিয়াবাদে গাড়ির ধাক্কায় মৃত ৩ মহিলা, আহত ১

গাজিয়াবাদ, ৪ অক্টোবর (হি.স.)ঃ উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় তিন মহিলা পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। আহত এক যুবক। শনিবার সকালে সিহানি গেট থানার অন্তর্গত জিটি রোডে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেপরোয়া গাড়ি পথ দিয়ে হাঁটতে থাকা চারজন পথচারীকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়, যেখানে ডাক্তাররা মীনা প্রজাপতি, সাবিত্রী দেবী ও কমলেশ দেবীকে মৃত ঘোষণা করেন। বিপিন শর্মা গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , মৃতদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে, পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

মধ্যপ্রদেশে গাড়ি উল্টে মৃত ১, আহত ১৩

বুরহানপুর, ৪ অক্টোবর (হি.স.)ঃ মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুর জেলায মহারাষ্ট্র সীমান্তবর্তী করৌলি ঘাটে শনিবার সকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ব্যান্ড পার্টি বহনকারী গাড়ি উল্টে গিয়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত ১৩ জন। গাড়ির ব্রেক ফেল হওয়াকেই প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে, যখন দাপোরা গ্রামের ' ডিজিটাল ব্যান্ড'-এর গাড়িটি করৌলি ঘাটে উল্টে যায়। গাড়িটিতে মোট ২২ জন ব্যান্ড সদস্য ছিলেন। ঘটনাস্থলেই গায়ক সোলেহ (২৪) -এর মৃত্যু হয় যিনি দাপোরা গ্রামের বাসিন্দা ।

Name Change

I, Yeshmina Bibi, W/O- Samsudul Hossain, residing at Vill-Panchgram Kajipara P.O. Panchgram P.S-Nabagram, Dist- Murshidabad West Bengal do hereby solemnly affirm and declare That my original name is Yeshmina Bibi, which is written and recorded in my Aadhaar card no 5382 0368 4746 & my husband's original name is Samsudul Hossain which is written and recorded in his Aadhaar card no 8354 1646 9946, That my name has been written in my son namely Sweet Sk's birth certificate. Vide Regd No 326/10 Dt 01/06/2010 as Reshmi Bibi and my husband's name written as Samsudal Hossain.That I Yeshmina Bibi & Reshmi Bibi is the same and one identical person and That my husband Samsudul Hossain & Samsudal Hossain is the same and one identical person before the Court of Ld. J.M./J.M. Addl. (1st Class)/S.D.E.M. at Berhampore, Murshidabad on dated 29th August 2025.

Name Change

I, Shaik Mumtaz Begum (old name) wife of Sk Samser Ali, residing at Vill: Memari, P.O – Amra, P.S – Dadpur, Dist: Hooghly, Pin: 712149, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Moh. Momena Begum (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 03/10/2025. Shaik Mumtaz Begum (old name) and Momena Begum (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shaik Shamsher Alam (old name) son of Late Sakaoyat Rahaman, residing at Vill: Memari, P.O – Amra, P.S – Dadpur, Dist: Hooghly, Pin: 712149, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Samser Ali (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 03/10/2025. Shaik Shamsher Alam (old name) and Sk Samser Ali (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I , Rukhsana Bano Doughter of Late Asgar Ali, Residing at J-141/1, Ram Nagar Lane, P.o & P.s- Garden Reach, Kolkata -700024, Dist- south 24 Parganas,W.B, That said Rukhsana Bano and Maswada Khatoon is the same and one identical person,Vide affidavit In the court of the Ld. 1st Class judicial Magistrate at Alipore (SL No - 63196) , Kolkata,South 24 Parganas, Date-25/09/2025

বিজ্ঞানীদের যুগান্তকারী আবিষ্কার, হতে চলেছে স্মার্ট ভিলেজ থেকে স্মার্ট চাষাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৪ অক্টোবর ঃ স্মার্ট যুগে চাষিদের পাশে দুর্গাপুরের সিএমইআরআই কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা।

চাষীরা এবার কেবল অনুমানের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাঁদের ফসলের রোগ নির্ণয় করতে পারবেন। চাষাবাদে দিতে পারবেন উপযুক্ত পরিমাণে ওষুধ থেকে কীটনাশক। দুর্গাপুরের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার সিএমইআরআই এর বিজ্ঞানীরা সেই অসাধ্য সাধন করে ফেলেছেন। বিশেষ অত্যাধুনিক যন্ত্র এবার নির্ণয় করবে মাঠের ফসলের রোগ। সিএমইআরআই সূত্রে জানা গেছে, অনেক সময় কৃষক ভাইয়েরা তাঁদের অনুমানের ওপর নির্ভর করে জমির ফসলে কীটনাশক প্রয়োগ করতে গিয়ে বিপদে পড়েন। অতিরিক্ত কীটনাশক যেমন ফসলের ক্ষতি করছে ঠিক তেমনই মানব শরীরেও এর অনেক কুপ্রভাব রয়েছে। এটা থেকে মুক্তি দিতে এই প্রযুক্তি বলে জানান দুর্গাপুর সিএমইআরআই এর ডিরেক্টর নরেশ চন্দ্র মুর্মু। পাশাপাশি তিনি জানান, বর্তমান প্রজন্ম আর ধান, গম ও শাকসব্জি সহ খাদ্যশস্য চাষাবাদে আগ্রহী হচ্ছে না। তাঁরা প্রতিযোগিতার বাজারে বুঝে উঠতে পারছে না গ্রামের অনুকূল পরিবেশ ও চাষাবাদের গুরুত্বটা। এবার দুর্গাপুরের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা এই বর্তমান প্রজন্মকে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করবে। গ্রামের অন্দরে যে খাদ্যের অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে সেটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে জীবজগতে খাদ্য সঙ্কট রক্ষা পাবে। এমনই স্মার্ট ভিলেজ গড়তে ওই গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা চাষাবাদ সহ আরও বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আধুনিক ভারতের গ্রামের ঘরে ঘরে থাকবে স্মার্ট সোলার চুলা। সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়েই রান্না করার মেশিনও তৈরি করেছেন সিএমআইআর বিজ্ঞানীরা। সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে চাষাবাদের উপর। বিজ্ঞানীদের দাবি, মানবজাতি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে। বর্তমানে সকলে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, খাদ্যশস্য উৎপাদন শহরে হয় না। অনেকে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় বহু জমিতে চাষ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই একটা সময় আবার মানুষকে গ্রামে ফিরতে হবে। বর্তমান যুগে বাড়িতে বাড়িতে প্রয়োজন হবে আধুনিক কৃষি সরঞ্জামের। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুরের এই কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানটি বরাবরই কৃষিজ যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের উপর জোর দেয়। দেশের আধুনিক ট্রাক্টর নির্মাণ হয়েছিল এখান থেকেই। বর্তমানে গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা এমন রোবট বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে যাকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে চাষ করাতে পারবে। জমির কোন অংশে পোকা আক্রমণ করেছে তা নির্ধারণ করে দেবে ড্রোন। কৃষিকাজকে বিজ্ঞানীরা এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান যাতে উচ্চ শিক্ষিতরাও পূর্বপুরুষদের জমিতে চাষ করার আগ্রহ পান। সিএমইআরআইয়ের অধিকর্তা নরেশচন্দ্র মুর্মুর মূল দাবি, গ্রামকে উন্নত করতেই হবে। না হলে ভবিষ্যতে খাদ্য সঙ্কট তৈরি হবে।

রেলের কাজের জন্যে উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচলে সাময়িক বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৪ অক্টোবর ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিভোক-রংপো প্রকল্পের অধীনে ইয়ার্ড রি-মডেলিং-এর জন্য সিভোক স্টেশনে ৮ ও ৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রি-নন-ইন্টারলকিং কাজের এবং ১০ থেকে ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে নন- ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিবরণ অনুসারে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সময়সূচী পুনঃনির্ধারণ, পথ পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ করা হবে। **ট্রেনের সময়সূচি পুনঃনির্ধারণ** -ট্রেন নং ৭৫৭১৪ (বামনহাট-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু-এর সময়সূচি পরিবর্তন করে ৮ থেকে ১১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ০৫.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৮.০০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। **ট্রেন নং ৭৫৭২৫** (শিলিগুড়ি জং.-নিউ বঙাইগাঁও) ডেমু-এর সময়সূচি পরিবর্তন করে ৮ থেকে ১১ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ১০.৫০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৩.০০ ঘণ্টায় পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। **ট্রেন নং ৭৫৭২৬** (নিউ বঙাইগাঁও-শিলিগুড়ি জং.) ডেমু-এর সময়সূচি পরিবর্তন করে ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ০৬.৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৯.৩০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। **ট্রেন নং ৭৫৭১৩** (শিলিগুড়ি জং.-বামনহাট) ডেমু-এর সময়সূচি পরিবর্তন করে ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ১৬.০৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৭.৩০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। **ট্রেন নং ১৫৬২১** (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এক্সপ্রেসটির সময়সূচি পরিবর্তন করে ৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ০৫.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৬.০০ ঘণ্টায় পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। **ট্রেন নং ১৫৪৮৩** (আলিপুরদুয়ার জং.-দিল্লি সিকিম মহানন্দা) এক্সপ্রেসটির সময়সূচি পরিবর্তন করে ১০ ও ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ১০.৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে যথাক্রমে ১৩.০০ ঘণ্টা এবং ১৪.০০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। **ট্রেন নং ১৩২৪৭** (কামাখ্যা-রাজেন্দ্র নগর) ক্যাপিটেল এক্সপ্রেসটির সময়সূচি পরিবর্তন করে ১০ ও ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে ০৬.১৫ ঘণ্টার পরিবর্তে যথাক্রমে ০৮.০০ ঘণ্টা এবং ১০.০০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। **ট্রেনের পথ পরিবর্তনঃ ট্রেন নং ১৩২৪৮** (আরা-কামাখ্যা) ক্যাপিটেল এক্সপ্রেস ১৪ অক্টোবর,২০২৫ তারিখে শিলিগুড়ি জং., নিউ জলপাইগুড়ি জং., নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ বঙাইগাঁও হয়ে চলবে এবং জলপাইগুড়ি রোড, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা, নিউ কোচবিহার এবং নিউ আলিপুরদুয়ারে অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়া হবে। **ট্রেন নং ১৯৬১৫** (উদয়পুর চিটি-কামাখ্যা) কবিগুরু এক্সপ্রেস ১৩ অক্টোবর,২০২৫ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি জং., রানিনগর জলপাইগুড়ি, ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, শামুকতোলা রোড, নিউ বঙ্গাইগাঁও এবং ধুপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, এবং নিউ আলিপুরদুযারে অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়া হবে। **ট্রেনের নিয়ন্ত্রণঃ ট্রেন নং ১৫৪৮৪** (দিল্লি-আলিপুরদুয়ার জং.) সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস ১৪ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কাটিহার ডিভিশনে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। **ট্রেন নং ১৫৪৬৮** (বামনহাট-শিলিগুড়ি জং.) এক্সপ্রেস ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে যথাযথভাবে চলাচলের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

কোচবিহারে পুজোর চাঁদা বিতর্কে বিজেপি কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৪ অক্টোবর ঃ কয়েক দিন আগে কোচবিহারের মাথাভাঙার পূর্ব শিলডাঙা এলাকায় রেললাইনের ধারে বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার হয়। নিহত যুবকের বাবা স্থানীয় ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, দুর্গাপুজোর চাঁদা না দেওয়ায় তাঁর ছেলেকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনা তদন্ত করছে। মৃত যুবকের নাম প্রলয় বর্মন। বয়স ২১ বছর। তিনি শিলডাঙা এলাকার বাসিন্দা। পুজোর আগে ২৫ সেপ্টেম্বরের রাতে রেল লাইনের ধার থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের বাবা অধীর বর্মনের অভিযোগ তাঁর ছেলে খুনের পর রেললাইনের ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেহ উদ্ধারের কয়েকদিন পর বুধবার থানায় অভিযোগ জানান তিনি। তিনি জানিয়েছেন, ২৫ তারিখ রাতে বাড়ি ফিরছিলেন প্রলয়। সেই সময় স্থানীয় বিধানপল্লী ক্লাবের সদস্যরা তাঁকে আটকায়। ফোন যায় অধীরের কাছে। ক্লাবে গিয়ে তিনি ছেলের বাইক ও মোবাইল পান কিন্তু প্রলয়ের খোঁজ পাননি। পরে গভীররাতে এলাকার রেললাইনের ধারে পড়ে থাকতে দেখা যায় প্রলয়কে। অধীরবাবুর অভিযোগ, ওই ক্লাব থেকে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছিল। সেটা তিনি দিতে পারেননি সেই কারণেই ছেলেকে মেরে দুর্ঘটনার তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু এতদিন পরে অভিযোগ দায়ের করার কারণ কী? অধীর জানিয়েছেন, তিনি ওই ঘটনায় থানায় অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু পুলিশ প্রথমে অভিযোগ নেওয়া থেকে বিরত ছিল। অবশেষে গত বুধবার পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করে। ক্লাবের সদস্যরা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাদের কথায়, পুজোর সময় সদস্যরা পুলিশের গার্ডরেল বসিয়ে রাস্তায় আলপনা দিচ্ছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে অভিযোগ দায়ের করার কারণ কী? অধীর জানিয়েছেন, তিনি ওই ঘটনায় থানায় অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু পুলিশ প্রথমে অভিযোগ নেওয়া থেকে বিরত ছিল। অবশেষে গত বুধবার পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করে। ক্লাবের সদস্যরা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাদের কথায়, পুজোর সময় সদস্যরা পুলিশের গার্ডরেল বসিয়ে রাস্তায় আলপনা করছিলেন। তখন বিজেপিকর্মী অধীর বর্মনের ছেলে বাইক চালিয়ে সেখানে তীব্র গতিতে এসে ধাক্কা মারে। এরপর ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রলযকে আটক করা হয়, যদিও পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয। পরে রেললাইনের ধারে তার দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘোকসাডাঙা থানার পুলিশ।

আলিপুরদুয়ারে মারণ ব্যাকটেরিয়ার আতঙ্ক-২০ দিনে ৪ জনের মৃত্যু, অসুস্থ ৮ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৪ অক্টোবর ঃ মারণ ব্যাকটেরিয়ার কারণে ব্যাপক উদ্বেগ! মাত্র ২০ দিনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের চারজনের মৃত্যু হয়েছে, আর কমপক্ষে আটজন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আলিপুরদুয়ারের দুই ব্লকের দু'টি গ্রামে এই ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রোগীদের ডায়ারিয়ার উপসর্গ ছিল এবং প্রাথমিক অনুমান এই পরিস্থিতির কারণে এহেন ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ। দিনকয়েক আগে আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের মাঝেরডাবরি ও পদ্মেরপাড় এই দু'টি গ্রামের কয়েকজন আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় চারজনের মৃত্যু হয়। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে বলরাম খড়িয়া নামে দক্ষিণ মাঝেরডাবরির এক বাসিন্দার মৃত্যু হয়। তার তিনদিন আগে ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবার বলরামের ভাই প্রসেনজিত খাড়িয়ার মৃত্যু হয়েছিল। তার আগের সপ্তাহে আলিপুরদুয়ারের চাপরেরপাড়ে পদ্মেরপাড়ে বলরাম ও প্রসেনজিতদের আত্মীয় বুধনি সোরেন ও মংলা সোরোনেরও মৃত্যু হয়। তাঁরা সম্পর্কে মা ও ছেলে। এই চারজনই পেটের অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরে অবস্থার অবনতি ও মৃত্যু। একই পরিবার ও আত্মীয়দের পরপর মৃত্যুতে শোরগোল পড়ে এলাকায়। তারপরও ওই দুই গ্রামের অনেকে প্রায় একই অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি। প্রত্যেকেই সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গেছে। আলিপুরদুয়ার জেলা সদর হাসপাতালের চিকিৎসক পার্থপ্রতিম দাস বলেন, এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার জন্য এমন ঘটনা ঘটছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। রোগীদের মলের নমুনা পরীক্ষা জন্য পাঠিয়েছি। জেলাস্তর থেকে বিষয়টির উপর নজর রাখা হচ্ছে। সকলে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন। খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে সাবধান হন। শরীর খারাপ হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

গ্যাংটক যাওয়ার পথে গভীর খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু ৪ জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গ্যাংটক, ৪ অক্টোবর ঃ কালিম্পং থেকে গ্যাংটক যাওয়ার পথে গভীর খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু হল ৪ জনের। জখম আরও ৩ জন। শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের মেল্লি কিরণি এলাকায়। জানা গেছে, যাত্রী বোঝাই করে গা।টি পাথরঝোরা থেকে গ্যাংটক যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে কালিম্পং থানা এলাকার ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের মেল্লি কিরণি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কমপক্ষে ৫০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। এই ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহতেরা হলেন গাড়ির চালক কমল সুব্বা, সমীর সুব্বা, জানুকা দর্জি এবং নীতা গুরুং। এরা প্রত্যেকেই বোজোঝাড়ি এলাকার বাসিন্দা। এই দুর্ঘটনায় তিনজন গুরুতর জখম হয়েছেন সুনীতা থাপা, সান্দ্রিয়া রাই এবং সামিউল দর্জি। হতাহতদের উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে মেল্লি সিকিম হাসপাতালে। সেখানেই আহতদের চিকিৎসা চলছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অপরদিক থেকে আসা অন্য একটি গাড়ির জোরাল আলোর ফলে এই অঘটন ঘটে। যদিও পুলিশের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে একেই চলছে বৃষ্টি। তার ফলে রাস্তার অবস্থা বেশ বেহাল। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে বৃষ্টি থামার কোনও পূর্বাভাস এখনও দেওয়া হয়নি। শনিবারও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে উত্তরবঙ্গে। প্রবল বৃষ্টির লাল সর্তকতা জারি হয়েছে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায়। এই দুই জেলার কিছু অংশে ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ার আশঙ্কা। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে। মালদহ ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে। সঙ্গে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো বাতাস। রবিবার অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে উত্তর দিনাজপুরে। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। সঙ্গে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে দমকা ঝোড়ো বাতাস। সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে। বজ্রবিদ্যুৎ- সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা সব জেলাতেই। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে বলেই জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

নাবালিকার রহস্যময় মৃত্যু, শোকের ছায়া পরিবারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪ অক্টোবর ঃ বেলদা থানা এলাকার খাকুরদা আম্বিডাঙ্গা গ্রামে শুক্রবার রাতে এক নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতের নাম ১৪ বছর বয়সী বরখা বাস্কে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নাবালিকাটি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ মৃতদেহটি হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। মৃতের মা জানিয়েছেন যে শুক্রবার সন্ধ্যায় সে বাজারে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে তার মেয়েকে গলায় গামছা পেঁচিয়ে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। টোটো নিয়ে তাকে বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর থেকে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গ্রামেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ বর্তমানে সকল দিক তদন্ত করছে।

কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে সেজে উঠেছে বোল্লা রক্ষা কালীর মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৪ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের বোল্লা গ্রামের রক্ষাকালী পুজো হয় রাস পূর্ণিমার পরবর্তী

শুক্রবারে। সেই অনুসারে এবছর ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বোল্লা কালীপুজো। শুক্রবার বোল্লা কালী মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পুকুর থেকে প্রতিমা তৈরির কাঠামো তুলে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হল। এরপর বোল্লা মাকে এদিন ৫৬ রকমের ভোগ দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। বোল্লা পুজো উপলক্ষ্যে চারদিন ব্যাপী মেলা বসে মন্দির ঘিরে। কয়েক লক্ষ ভক্ত সমাগম হয় মেলা ও পুজো উপলক্ষ্যে। এবছর বোল্লা কালীপুজো উপলক্ষ্যে এদিন মন্দির পার্শ্ববর্তী পুকুর থেকে প্রতিমা তৈরির কাঠামো তোলা হয়। ৪০০ বছরের প্রাচীন এই কালী পুজোর পাশাপাশি তিনদিনের মেলাও হয় এখানে। পুজোর সারাদিন তো বটেই, রাতভর কয়েক লক্ষ ভক্ত বা পুণ্যার্থীদের সমাগম হয়। সামনে থেকে একঝলক রক্ষাকালী মায়ের দর্শনের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তরা। মায়ের প্রধান ভোগ খাজা, বাতাসার মানতের ঢল নামে মন্দির প্রাঙ্গনে। আজকের মায়ের কাঠামো পুজো উপলক্ষেই বহু ভক্তের সমাগম হয়। এর পরবর্তী শুক্রবার থেকে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হবে। রাস পূর্ণিমার পরবর্তী শুক্রবারে বোল্লা কালী পুজো অনুষ্ঠিত হবে।

পাণ্ডুকার সাবেকি দুর্গা পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৪ অক্টোবর ঃ পাড়া থানার পাণ্ডুকা গ্রামে বানেশ্বর ব্যানার্জীর প্রতিষ্ঠিত ১০৯ বছরের দুর্গা পূজা পারিবারিক হলেও,গ্রামের সমস্ত মানুষ যুক্ত যুক্ত থাকে পূজার সঙ্গে এবং এটি এক ব্যতিক্রমী পূজা। এখানে সন্ধির বলি হয় 'ডাকে বসা' নামে এক অভিনব পদ্ধতিতে। সন্ধিক্ষণের ঘণ্টা খানেক আগে গ্রামের বহু মানুষ নডিহা নামো পাড়া দুর্গা মন্দির থেকে পাণ্ডুকা দুর্গা মন্দির পর্যন্ত কুড়ি টি স্পটে, প্রতি স্পটে তিন চার

পাঁচ জন করে অত্যন্ত সজাগ থেকে ডাকের অপেক্ষায় থাকে। নডিহার ওই মন্দিরে একটি তামার জলভরা পাত্রে একটি তামার পাত ভাসতে থাকে। ঠিক সন্ধিক্ষণে ঐ পাতটি জলে ডুববার প্রাক্কালে মন্দির থেকে ডাক দেওয়ার নির্দেশ দিতেই অপেক্ষমান ব্যক্তিরা একযোগে 'হো---হো ---' করে চিৎকার করতেই পাণ্ডুকায় বলিদান সম্পন্ন হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল কাঁসর বেজে ওঠে। দিগম্বরী নাচ শুরু হয়। এই মন্দিরে একটি 'মেড়' এ ই দুর্গা সহ অন্যান্য দেব দেবীর মূর্তি তৈরি করা হয়। আর সেই 'মেড়' গ্রামের মানুষ কাঁধে করে ভাসানের জন্য পুকুরে নিয়ে যায়। এই ভাসান উপলক্ষ্যে সেখানে মেলা ও বসে। মেলায় নাচ- গান ইত্যাদি নানারকম ছোটোখাটো অনুষ্ঠান হয়। মেলায় পার্শ্ববর্তী নতুনডি, চামরুবেড়া, পিঠাজোড়, ঠাকুরডি ইত্যাদি গ্রামের মানুষ সোৎসাহে অংশগ্রহণ করে। সন্ধ্যার পর শেষ হয় বিসর্জন পর্ব।

উত্তরবঙ্গে ফিরছে বিলুপ্তপ্রায় রাইখর মাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৪ অক্টোবর ঃ উত্তরবঙ্গের পুকুরে ফিরছে বিলুপ্তপ্রায় এই মাছ! একসময় দিনাজপুরের আত্রেয়ী নদীর পরিচিত মাছ ছিল রাইখর। ভরা জ্যোৎস্নায় ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে বেড়াত রুপোলি মাছের দল, আর জাল ফেললেই মিলত কাঁটাওয়ালা এই ছোট মাছ। স্থানীয় বাজারে বাটা মাছের মতো দেখতে রাইখরের ছিল বিপুল চাহিদা। কিন্তু নদীর দূষণ ও বাঁধ নির্মাণে বাংলাদেশের চলনবিলের সঙ্গে সংযোগ কমে আসায় ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে পড়ে এই নদীয়ালি মাছ। তবে আশার আলো জ্বলেছে উত্তরবঙ্গে। ময়নাগুড়ির বার্নিশ গ্রামে রাজ্যের মৎস্য দফতরের সহায়তায় দীর্ঘদিনের গবেষণার পর সফল হয়েছে রাইখরের কৃত্রিম প্রজনন। জেলা মৎস্য আধিকারিক অমিত সরকার জানিয়েছেন, প্রায় ১৫ বিঘা পুকুরে এখন রাইখরের চাষ চলছে। পাশাপাশি গুলসা ট্যাংরা, বোড়োলি ও দাড়াঙ্গির মতো আরও বিলুপ্তপ্রায় মাছ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অবিভক্ত বাংলার রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ অক্টোবর ঃ অবিভক্ত বাংলার দুর্গাপুজো ইতিহাসে সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন পাওয়া যায় কোচবিহার রাজপরিবারের মধ্যে। মহারাজা নরনারায়ণের সময় (১৬শ শতক) থেকে এখানে দুর্গাপুজো শুরু হয়। উসসন্ধানে এ কথা জানিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্ট, জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের প্রশাসনিক আধিকারিক রাহুল বণিক। রাহুলবাবু জানিয়েছেন, দেবীকে রাজশক্তি ও রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে পূজা করা হতো এবং সৈন্য ও প্রজাদের উপস্থিতিতে তা মহাসমারোহে পালিত হতো। প্রায় একই সময়ে নবদ্বীপে শোভারাম মজুমদারের দুর্গাপুজো (১৬০৬ খ্রিঃ) বাংলার প্রথম সার্বজনীন ধাঁচের জমিদারী পুজো হিসেবে পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের দিনাজপুর রাজবাড়ির পুজো ১৭শ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহিষাসুরমর্দিনী রূপে দেবীর পূজা এখানে আজও বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী রাজপুজো। একই শতকে জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতেও দুর্গাপুজো শুরু হয়, যেখানে প্রথমদিকে বলিপ্রথা প্রচলিত ছিল। এটি উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক রাজশক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। একই সময়ে মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার রাজবাড়ির দুর্গাপুজো মহার্ঘ্য আয়োজন ও সোনার গহনায় দেবীর সজ্জার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এরপর রাজধানী কলকাতায় একাধিক জমিদার ও রাজপরিবারের পুজো ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শোভাবাজার রাজবাড়ি। রাজা নবকৃষ্ণ দেব ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর এই পুজো শুরু করেন। এই পূজোতে একদিকে ছিল ইংরেজদের আতিথেয়তা, অন্যদিকে বাঙালি সমাজের মধ্যে ঐশ্বর্য প্রদর্শনের নিদর্শন। শোভাবাজার রাজবাড়ির পুজো কলকাতার ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে আজও টিকে আছে। এছাড়া লাটসাহেবের বাড়ি বা শোভাবাজার রাজবাড়ির দ্বিতীয় প্রাসাদ, সিমলা রাজবাড়ির পূজো (শোভারাম বসাকের পরিবার), চোরবাগানের দত্ত পরিবারের পূজো, এবং পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির পূজো-সব ক'টিই ১৮শ শতকের শেষ থেকে ১৯শ শতকে গড়ে ওঠে। এগুলো কেবল পূজা নয়, বরং ইংরেজ শাসনের যুগে বাঙালি জমিদার সমাজের প্রাচুর্য, রাজনীতি এবং সামাজিক মর্যাদার প্রদর্শনীর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে দেখা যায়, উত্তরবঙ্গের রাজপুজো (কোচবিহার, বৈকুণ্ঠপুর, দিনাজপুর) ছিল আঞ্চলিক ক্ষমতার প্রতীক নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের পূজো (শোভারাম মজুমদার, কাশিমবাজার) ছিল জমিদারি ঐতিহ্যের পথিকৃৎ আর কলকাতার রাজবাড়ির পূজোগুলো মূলত ছিল নগরায়িত বাংলার ঐশ্বর্য, রাজনৈতিক প্রভাব ও সামাজিক প্রদর্শনের প্রতিফলন। এই ধারাই একত্রে অবিভক্ত বাংলার দুর্গাপুজোকে বহুমাত্রিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আসানসোল ডিভিশনে ইন্টারলকিং কাজ, বাতিল একাধিক ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ৪ অক্টোবর ঃ দুর্গাপুজো শেষ হতেই বর্ধমান-আসানসোল রুটে ইন্টারলকিং কাজের কারণে পূর্ব রেল একাধিক ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু ট্রেন বাতিল নয়, বেশ কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং কিছু ট্রেনের রুটেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই কারণে যাত্রীদের ভোগান্তির সম্ভাবনা বেড়েছে। অক্টোবরের ৬ তারিখ থেকে কাজ শুরু হবে। চলবে নভেম্বরের ২৩ তারিখ পর্যন্ত। কাজ চলবে আসানসোল ডিভিশনের বর্ধমান-আসানসোল রুটে। তার জেরে বাতিল করা হয়েছে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন। ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত বাতিল ৫৭টি ট্রেন। তার মধ্যে অধিকাংশই এক্সপ্রেস ট্রেন। বেশিরভাগ ট্রেন বাতিল থাকছে নভেম্বর মাসেই। ঘুরপথে চালানো হবে বহু ট্রেন। যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এক্সপ্রেস ও মিইএমইউ ট্রেনেরও। অন্য রুটে চলবে হাওড়া-মোকামা এক্সপ্রেস, দেওঘর - হাওড়া ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস-সহ একাধিক ট্রেন। হাওড়া-রাঁচি শতাব্দী, রাঁচি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস, নয়াদিল্লি - হাওড়া পূর্বা এক্সপ্রেস-সহ একাধিক ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক ট্রেন বাতিল, ঘুরপথে চলা ও সময়ের পরিবর্তনের ফলে যাত্রাপথে চরম ভোগান্তির মুখে পড়বেন বলে আশঙ্কা যাত্রীদের। উৎসবরে সময় অনেকেই বাড়ি ফেরেন তাঁরা বিপাকে পড়বেন বলে মনে করা হচ্ছে। রেলের একটি সূত্র জানিয়েছে, পুরনো রেললাইন ও সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও কিছুদিন ট্রেন চলাচলে সমস্যা হতে পারে, তবে পরবর্তীতে যাত্রা আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। তবে যাত্রীদের মধ্যে অন্যরকম মত রয়েছে। তারা বলছেন, রেল অন্য সময় নির্বাচন করতে পারতো, কিন্তু পুজোর মরশুমেই কেন এই কাজ করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

চড়া বাজারদর, চিন্তায় ক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৪ অক্টোবর ঃ শারদ উৎসব শেষ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাঙালির উৎসব এখনও বাকি! দুর্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজো। লক্ষ্মীপুজোর আগে সবজি থেকে ফল-ফলের বাজার আগুন। হাত পুড়ছে আমজনতার, বিপাকে ক্রেতারা! সবজির দাম বেড়েছে কয়েকগুণ, সাধারণ মানুষের নাজেহাল অবস্থা। জলপাইগুড়ির বিভিন্ন বাজারে লঙ্কা কেজি প্রতি ১০০ টাকা, বেগুন ৫০ টাকা, টম্যাটো ১০০ টাকা, আলু ২০ টাকা, পটল ১০০ টাকা, শসা ৮০ টাকা আর ফুলকপি কেজি প্রতি ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে ফলের দামও আকাশছোঁয়া। আপেল, নাশপাতি সবই প্রায় সেঞ্চুরি ছুঁয়েছে। আনারসের দাম ৫০ টাকা প্রতি পিস। কলা বিকোচ্ছে ৪ টে ২৫ টাকা দরে। জল পদ্ম ২৫-৩০ টাকা প্রতি পিস। পানিফল ৩০০ টাকা কেজি দরে। অস্বাভাবিক এই দাম বৃদ্ধিতে ক্রেতাদের পকেটে টান পড়েছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন, পুজোর আগে নিত্যপ্রয়োজনীয় সবজির এমন দাম বাড়ায় পরিবারের খরচ সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিক্রেতাদের দাবি, একদিকে ধারাবাহিক ভারী বৃষ্টি, অন্যদিকে মাঝেমধ্যেই প্রচণ্ড গরম, ফলে সবজি ফলনের জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া মিলছে না। উৎপাদন কম হওয়ায় বাজারে সরবরাহও স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম। এর জেরেই প্রায় সব কিছুরই দাম বেড়ে গেছে।

লাল সতর্কতা উত্তরবঙ্গের দুই জেলায়, কার্নিভালের সময় পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৪ অক্টোবর ঃ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ এখন অবস্থান করছে দক্ষিণ ওড়িশায়। নিম্নচাপটি ক্রমশক্তি হারিয়ে এগিয়ে যাবে ছত্তিশগড়ের দিকে। তবে তার আগে মঙ্গলবার পর্যন্ত দুর্যোগের মুখোমুখি হবে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গে লক্ষ্মীপুজোতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার থেকে আবহাওয়ায় বদল আসবে বলে জানা যাচ্ছে। নিম্নচাপের কারণে বঙ্গ জুড়ে এমন দুর্যোগের পরিস্থিতিতেই উত্তরবঙ্গের দুই জেলা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের জন্য আবহাওয়া দফতর শনিবার লাল সর্তকতা জারি করেছে। এই দুই জেলায় ২০ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টির দেখা মিলতে পারে বলে পূর্বাভাস। মুষলধারে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের কথা মাথায় রেখেই লাল সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর বলে জানা যাচ্ছে। আবহাওয়ার এমন খামখেয়ালিপনার মধ্যেই সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শনিবারের পুজো কার্নিভাল। কেননা এমন ভারী বৃষ্টিতে কীভাবে পুজো কার্নিভাল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হবে তা নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন। জলপাইগুড়িতে ইতিমধ্যেই আকাশ মেঘলা এবং সকাল থেকে দফায় দফায় বৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত জনজীবন। আর এমন পরিস্থিতিতে পুজো কার্নিভাল যখন পুজো উদ্যোক্তা ও প্রশাসনের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন বড় সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন। দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে জেলার পুজো কার্নিভালের সময় এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার দুই জেলার পুজো কার্নিভালের সময় বদল করা হয়েছে। জলপাইগুড়িতে পুজো কার্নিভালের সময় এগোনোর পাশাপাশি আলিপুরদুযারে দুপুর আড়াইটের সময় শুরু হবে পুজো কার্নিভাল। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই পুজো কার্নিভাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার সময় শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দুপুর আ।ইটার সময় তা শুরু করে বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সবংয়ে বাবা-মা'কে খুন করে পলাতক ছেলে, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ৪ অক্টোবর ঃ ঘর থেকে উদ্ধার হল দম্পতির রক্তাক্ত মৃতদেহ। সকাল থেকে নিখোঁজ ওই দম্পতির ছোটছেলে! বাবা-মা'কে খুন করে কি ছেলে পলাতক? চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং থানা এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদের নাম ভীম হাঁসদা ও সম্বরী হাঁসদা। ওই দম্পতির বাড়ি সবং থানার দেভোগ পঞ্চায়েতের খড়পোড়া এলাকায়। ৫৬ বছর বয়সী ভীম ও ৪৯ বছরের সম্বরী হাঁসদা দু'জনেই খেতমজুরের কাজ করতেন বলে খবর। দম্পতির চার ছেলে। তিন ছেলের আলাদা সংসার। ছোটছেলে গোপাল বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতেন বলে খবর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ, শনিবার সকাল থেকে ওই পরিবারের তিনজনের কাউকেই ঘরের বাইরে দেখা যাচ্ছিল না! এদিকে ঘরের মধ্যে আলো জ্বলতে দেখা যায়। প্রতিবেশীরা সেই ঘরে ঢুকে চমকে ওঠেন। দেখা যায়, ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় প।ে রয়েছে দম্পতির রক্তাক্ত দেহ। মেঝেতেই বিছানা করে রাতে ঘুমাতেন দম্পতি। বিছানার উপর পড়ে রয়েছে ভীমের মৃতদেহ। কিছুটা দূরে মেঝেতে পড়ে সম্বরীর দেহ। চাপ চাপ রক্ত বিছানা ও মেঝেতে ছড়িয়ে আছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সবং থানার পুলিশ। ওই দম্পতিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। ভীমের মাথায় ও সম্বরীর ঘাড়ে কোপের গভীর ক্ষত রয়েছে। নিখোঁজ ছোটছেলে গোপাল। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাবা-মা'কে খুন করেই ছেলে পলাতক। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বছর ২০ বয়সের গোপালের মানসিক সমস্যা রয়েছে। মাঝেমধ্যেই অস্বাভাবিক আচরণ করেন তিনি। গতকাল, শুক্রবার রাতের দিকে কোনও কারণে বাবা-মায়ের সঙ্গে গোপালের বচসা হয়েছিল। অনেক পরে সেই বচসা থেমেছিল। তার জেরেই কি এই খুন? সেই প্রশ্ন উঠেছে। দুটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ছোটছেলের খোঁজে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করছে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কালীপুজোতেও কার্নিভালের প্রত্যাশায় বারাসাতবাসী!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত, ৪ অক্টোবর ঃ কলকাতার পাশাপাশি জেলাগুলোতেও দুর্গাপুজো কার্নিভাল করার উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ফলে দুর্গোৎসবের রূপ দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত, বারাকপুর, বসিরহাট ও বনগাঁয় কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে। এই আবহে বারাসাত-মধ্যমগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কালীপুজোতেও কার্নিভালের দাবি উঠেছে। প্রায় ২০-২৫ দিন আগে বারাসতের পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে আয়োজিত পুলিশ প্রশাসনের বৈঠকে দুর্গাপুজোর মতো কালীপুজো কার্নিভালের প্রস্তাব আসে, তবে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। উল্লেখ্য, এপার বাংলায় এসে বসবাস করতে শুরু করা ওপার বাংলার মানুষদের হাত ধরেই অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার বারাসতে শুরু হয়েছিল কালীপুজো বা শ্যামাপুজো। জেলা সদরের আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সত্তর দশকের মাঝ থেকে আশির দশকের শেষ পর্যন্ত বারাসতে বিসর্জনের সময় কালীপুজোর কার্নিভাল হত। পরবর্তীতে তা বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুজোয় আর্থিক সহায়তা, বিদ্যু বিলে পুজো কমিটিগুলিকে ছাড়, ফায়ার লাইসেন্স ফি মকুব ঘোষণার পাশাপাশি কলকাতা সহ জেলায় জেলায় শুরু করেছেন কার্নিভাল। যা দুর্গোৎসবকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এছাড়াও জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য বিখ্যাত চন্দননগরেও বছর বছর ধরে হয়ে আসছে কার্নিভাল। এই পরিস্থিতিতে বারাসত ও মধ্যমগ্রামে বিখ্যাত কালীপুজোগুলিকে নিয়ে ঐতিহ্যের কার্নিভাল ফিরে আসুক, এমনটাই চাইছেন নাগরিকরা। বারাসতে অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পুজো কেএনসি রেজিমেন্টের। সময়ের সঙ্গে পুজোর জৌলুস আগের তুলনায় আরও বেড়েছে। পুজোর ৫০ বছর পূর্তিতে উদ্যোক্তারা বিশেষ অনুমতি নিয়ে কার্নিভাল করেছিলেন। তাঁরাও চাইছেন, কালীপুজোয় চালু হোক কার্নিভাল। এই পুজোর অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা তথা বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কালীপুজো নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে আমি কার্নিভালের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু সদুত্তর মেলেনি। বারাসতবাসী হিসাবে আমিও কার্নিভাল নিয়ে আশাবাদী।

ইনিংস ও ১৪০ রানে জয় ভারতের

হি.স., আমদাবাদ, ৪ অক্টোবরঃ গ্যারি সোবার্স, ভিভ রিচার্ডস, ব্রায়ান লারার দেশকে সম্প্রতিকালে দেখলে বাস্তবিকই কষ্ট হয়। একসময়কার বিশ্ব ক্রিকেটের সিংহ ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো ক্রিকেট খেলছে। বিশেষত টেস্ট ক্রিকেটে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। ভারতে দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে এসেছে তারা। ফল যে তাদের পক্ষে হবে না, সেটা অবধারিত ছিল। কিন্তু প্রথম টেস্টে রস্টন চেজ ব্রিগেড যে ভাবে ইনিংসে হেরে গেল, তা দেখে তাদের ক্রিকেটীয় যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে মাত্র আড়াই দিনের আগেই শেষ হয়ে গেল প্রথম টেস্ট। ভারত জিতল ইনিংস ও ১৪০ রানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসে ১৬২ রানে অলআউট হওয়ার পর ভারত প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৪৪৮ রানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ১৪৬ রানে। প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত। আর সেই সঙ্গে ঘরের মাঠে নিজের অধিনায়কত্বের প্রথম টেস্টই জিতে নিলেন শুভমান গিল। এদিন লাঞ্চের আগেই ক্যারিবিয়ানরা মাত্র ৬৫ রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে রীতিমতো ধুঁকছিল। এর পর ভারতের জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা। শুক্রবার ভারত দিন শেষ করেছিলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৪৪৮ রানে। অপরাজিত ছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা (১০৪) ও ওয়াশিংটন সুন্দর (৯)। তবে এদিন অবশ্য ভারত আর ব্যাট করতে নামেনি। গুজরাতের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং ব্যর্থতা দ্বিতীয় ইনিংসেও অব্যাহত ছিল। ক্যারিবিয়ানদের প্রথম ঝটকা দিলেন প্রথম ইনিংসে চার উইকেট পাওয়া মহম্মদ সিরাজ। তাঁর বলে ৮ রান করে নীতীশ রেড্ডির হাতে ক্যাচ তুলে আউট হলেন তেজনারায়ণ চন্দ্রপাল। দলীয় রান তখন ১২। প্রথম ইনিংসে ব্যাট হাতে অপরাজিত শতক হাঁকানোর পর বল হাতেও জ্বলে উঠলেন রবীন্দ্র জাদেজা। জন ক্যাম্পবেলকে (১৪ রান) ফেরালেন তিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় উইকেটের পতন হল ২৪ রানে। এরপর জাদেজার বলেই পাঁচ রান করে ফিরলেন ব্র্যান্ডন কিং। কুলদীপ যাদব যখন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক রস্টন চেজের (১ রান) উইকেট উপড়ে দিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান তখন ৩৫। এরপর জুটি গড়ার চেষ্টা করছিলেন শাই হোপ ও জাস্টিন গ্রিভস। তবে সেই জুটিতে উঠল মাত্র ১১ রান। জাদেজার তৃতীয় শিকারে পরিণত হয়ে এক রান করে ফিরলেন শাই হোপ। গ্রিভসকে (২৫) আউট করলেন সিরাজ। শেষ দিকে জোহানন ল্যানে ১৪ ও জায়ডেন সিয়ালেস ২২ রান না করলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লজ্জা আরও বাড়ত। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও জ্বলে উঠে সিরাজ নিলেন তিন উইকেট। জাদেজার পকেটে ঢুকেছে চার উইকেট। সেই সঙ্গে কুলদীপ নিয়েছেন দুটি ও ওয়াশিংটন সুন্দর একটি উইকেট। ম্যাচ সেরা হয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা।

আজ সামনে পাকিস্তান!

‘নো হ্যান্ডশেক’ নীতি কি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন হরমনপ্রীতরা?

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ৪ অক্টোবরঃ এশিয়া কাপ থেকে বিতর্কের আগুন জ্বলেছে, তার আঁচ এবার পৌঁছে গেল মেয়েদের বিশ্বকাপে। দুবাইয়ে বাইশ গজের খেলা শেষ হয়েছে কুড়ি ওভারে, রবিবার কলম্বোর ময়দানে সেটাই বেড়ে দাঁড়াবে পঞ্চাশে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে বাইরের রাজনীতি আর প্রতীকী ইশারাগুলো ম্যাচের থেকেও বেশি জায়গা দখল করছে। সপ্তাহের শেষদিন কলম্বোয় ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হওয়ার আগে তাই ব। প্রশ্ন-হরমনপ্রীত কৌররা কি পুরুষ দলের মতোই ‘নো হ্যান্ডশেক’ নীতি অক্ষরে অক্ষরে মানবেন? নাকি এবার বয়কট দেখা যাবে নতুন রূপে, নয়া আঙ্গিকে? প্রসঙ্গটা নতুন নয়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এশিয়া কাপে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় পুরুষ দল একটি ম্যাচেও পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হয়নি। তিনবার মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল, একবার ফাইনালে। কিন্তু প্রতিবারই চেনা ছবি-ম্যাচ শেষে করমর্দন এড়িয়ে গিয়েছেন শুভমান-হার্দিকরা! এমনকি, শিরোপা হাতে তুলতেও অস্বীকার করেছেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তথা পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভির হাত থেকে। সাবা করিম মনে করছেন, সেই ঘটনার ছাপ মেয়েদের ময়দানেও পড়তে চলেছে। জিওস্টারের এক আলোচনায় প্রাক্তন উইকেটকিপার খোলাখুলি বলেন, ‘‘হ্যাঁ, চাপ তো থাকবেই। এ কারণেই ভারত-পাক ম্যাচ বিশ্বকাপে অন্য রং পায়। না হলে এতটা আলোচনা হত না। তবে বাইরের গোলমালে ভারতীয় মহিলা দল খুব একটা বিচলিত হবে না। দুই দলের মধ্যে গুণগত ব্যবধান এতটা, যে চাপ খেলার মধ্যে এসে পড়ার সুযোগ নেই।’’ করিমের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বিসিসিআই ইতিমধ্যেই অবস্থান পরিষ্কার করে ফেলেছে। পুরুষ দলের মতোই মহিলা ব্রিগেডও পাকিস্তানের সঙ্গে হ্যান্ডশেক এড়াবে। তাঁর সোজাসাপ্টা মন্তব্য, ‘‘ভারতীয় মহিলা দল পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাবে না। বোর্ড সেই বার্তাই দিয়েছে!’’ তাহলে কি মাঠে নামার আগে আরও এক দফা রাজনৈতিক প্রতীক নিয়ে তৈরি হবে আলোচনা? করিমের মতে, ‘‘শুরুর দিকে হয়তো কিছুটা চাপ থাকবে। কিন্তু খেলায় ঢুকে পড়লেই সব ভুলে যাবে দল। মূল লক্ষ্য থাকবে জয়।’’ গুণগত দিক দিয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ভারসাম্য নিয়েও স্পষ্ট মত করিমের। তিনি বলেন, ‘‘ভারতয় মহিলা টিম দক্ষতা, পরিকাঠামো, বোর্ডের সহায়তা-সব দিক থেকে অনেক এগিয়ে। পাকিস্তানকে ছোট করে দেখা চলে না, কিন্তু হুমকি দেওয়ার মতো অবস্থায় তারা নেই!’’ তবে কিছু নাম নিয়ে বিশেষ সতর্কতা জরুরি। করিম মনে করিয়ে দেন, পাকিস্তানের সিদরা আমিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পরপর দু’টো শতরান করেছিলেন। আর তরুণ অধিনায়ক ফাতিমা সানা সম্প্রতি ভালো খেলছেন। তাই হরমনপ্রীতদের এগুলো মাথায় রাখতেই হবে। তবু যতই রণকৌশল নিয়ে কাটাছেঁড়া চলুক না কেন, একুশ শতকের ভারত-পাক দ্বৈরথের গল্প সীমাবদ্ধ থাকে না ক্রিকেটে। দর্শকের চোখ থাকে মাঠের বাইরের ইশারায়। হাত মেলাবে কি মেলাবে না, ট্রফি নেবে কি নেবে না- এমন প্রতীকী মুহূর্তে জ্বলে ওঠে উত্তেজনা। রবিবার কলম্বোয় তাই লড়াই কেবল ব্যাট-বলের নয়। খেলার বাইরের মঞ্চেও ‘নো হ্যান্ডশেক’ নীতিও নতুন করে পরীক্ষায় ফেলবে হরমনপ্রীত বাহিনীকে।

পরাজয় ভুলে আগামী দিনে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন সন্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

গতবছর যথেষ্ট প্রশংসনীয় পারফরম্যান্স ছিল এফসি গোয়ার। দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে চূড়ান্ত সাফল্য না আসলেও সেই ব্যর্থতা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল মানোলো মার্কুয়েজের ছেলেরা। যারফলে শেষ সিজনে খালিদ জামিলের শক্তিশালী জামশেদপুর এফসিকে পরাজিত করে কলিঙ্গ সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এফসি গোয়া। সেটা নিঃসন্দেহে খুশি করেছিল সকল সমর্থকদের। এই সাফল্যের সুবাদেই এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রমাণ করার সুযোগ পেয়েছে ভারতের এই ফুটবল ক্লাব। তারপর আল সীবকে হারিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টায়ার টুয়ের ছাড়পত্র পায় গোয়া। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি ছিল সমর্থকরা। কিন্তু এবার লড়াইটা যে আরো কঠিন হয়ে উঠবে সেটা ভালো মতোই বুঝতে পেরেছিল সকলে। বিশেষ করে আল নাসেরের পাশাপাশি আল-জাওরার মতো ফুটবল ক্লাব গুলির সঙ্গে একই গ্রুপে স্থান করে নেওয়ার ফলে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়া যে একেবারেই সহজ হবে না তা স্পষ্ট ছিল সকলের। তবুও নিজেদের সীমিত শক্তি নিয়ে প্রতিপক্ষ দলগুলির সঙ্গে হার না মানার লড়াইয়ের মানসিকতা যথেষ্ট নজর কাড়ছে সমর্থকদের। টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে নিজেদের ঘরের মাঠে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই করেও আটকে যেতে হয়েছিল আল-জাওরার কাছে। সেই হতাশা কাটিয়ে অ্যাওয়ে ম্যাচে পয়েন্ট সংগ্রহ করতে মরিয়া ছিল জাভিয়ের সিভেরিও টোরোরা। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। গত ১লা অক্টোবর অ্যাওয়ে ম্যাচে এফসি ইস্তেকালোলের কাছে পরাজিত হয় এফসি গোয়া। তা ব্যাপকভাবে হতাশ করেছিল সকলকে। টানা দুইটি ম্যাচে পরাজয়ের ফলে বর্তমানে অনেকটাই ব্যাকফুটে আইএসএলের এই ফুটবল ক্লাব। তবে সেই ব্যর্থতা ভুলে নিজেদের ভুল ত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর গতবারের সুপার কাপ চ্যাম্পিয়নরা। সেই নিয়েই এবার নেটমাধ্যমে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ পোস্ট করেন তারকা ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গান। যেখানে তিনি লেখেন,

‘আমরা এই পরাজয় সম্পূর্ণ দায়িত্বের সাথে মেনে নিচ্ছি, কোনও অজুহাত নেই। কিন্তু আমাদের মাথা উঁচু, কারণ বিপর্যয় আমাদের ভাঙে না, বরং আমাদের তীক্ষ্ণ করে তোলে। আমরা আরও কঠিন লড়াই করব। আরও কঠোর প্রশিক্ষণ নেব এবং আবার উঠে দাঁড়াব। এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি।’ তাঁর এমন মন্তব্য নজর কেড়েছে ফুটবলপ্রেমীদের।

ইন্টার কাশীর এই মিডফিল্ডারকে দলে টানার পথে জামশেদপুর

সংবাদ সংস্থা, জামেশদপুর, ৪ অক্টোবরঃ শেষ মরসুমে খালিদ জামিলের তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট চনমনে মেজাজে ধরা দিয়েছিল জামশেদপুর এফসি। গতবারের ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ডে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব না হলেও পরবর্তীতে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে জয় দিয়েই শুরু করেছিল ইস্পাত নগরীর এই ফুটবল ক্লাব। তাঁরা টেক্কা দিয়েছিল মানোলো মার্কুয়েজের শক্তিশালী এফসি গোয়াকে। যেটা ব্যাপকভাবে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল দলের ফুটবলারদের। সেই জয়ের পরেই রনবীর কাপুরের মুম্বই সিটি এফসিকে পরাজিত করেছিল ইস্পাত নগরীর এই ক্লাব। কিন্তু প্রথম লেগ এগোনোর সাথে সাথেই একের পর এক ম্যাচে আটকে যেতে শুরু করেছিল জামশেদপুর এফসি। যারফলে একটা সময় ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল টুর্নামেন্টের পয়েন্ট টেবিলে। নেমে আসতে হয়েছিল বেশ কিছুটা নিচে। কিন্তু টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় লেগে ফের ছন্দ ফিরে পেয়েছিল একবারের শিল্ড জয়ীরা। তারপর অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করেছিল জেরার্ড জারাগোজার বেঙ্গালুরু এফসিকে। পরবর্তীতে ঘরের মাঠে মানোলো মার্কুয়েজের দলকে পরাজিত করার ফলে মনোবল অনেকটাই বেড়েছিল সকল ফুটবলারদের। যারফলে দল স্থান করে নিয়েছিল শেষ ছয়ের মধ্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। লিগের প্রথম লেগের সেমিফাইনালে তাঁদের টেক্কা দেওয়া সম্ভব হলেও দ্বিতীয় লেগে তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। আপুইয়ার গোল বদলে দিয়েছিল সমস্ত কিছু। শেষ পর্যন্ত সেমিফাইনালেই ছিটকে গিয়েছিল আইএসএলের এই দল। পরবর্তীতে কলিঙ্গ সুপার কাপকে কেন্দ্র করে সাফল্য পাওয়ার আশা দেখতে শুরু করেছিল সমর্থকরা। কিন্তু সেখানেও হোঁচট খেতে হয়েছিল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে। জয়ের পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। পরাজিত হতে হয়েছিল সন্দেশ ঝিঙ্গানদের ক্লাবের কাছে। এবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ। সেইমতো নিজেদের ঘর গোছানোর কাজ অতি দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জামশেদপুর। সেক্ষেত্রে এবার তাঁদের নজর পড়েছে সার্বিয়ান মিডফিল্ডার নিকোলা স্টোজানোভিচের দিকে। গত সিজন পর্যন্ত আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের শক্তিশালী ইন্টার কাশীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই বিদেশি ফুটবলার। শোনা যাচ্ছে নয়া সিজনে এবার তাঁকেই চূড়ান্ত করতে চলেছে একবারের লিগ শিল্ড বিজয়ীরা। সেইমতো এগিয়ে চলেছে কথাবার্তা।

ভারতকে কাঁচকলা দেখিয়ে ট্রফি নিয়ে পালানোর স্বীকৃতি! সোনার মেডেল পরতে চলেছেন মহসিন নকভি

সংবাদ সংস্থা, করাচি, ৪ অক্টোবরঃ একদিকে যখন এশিয়া কাপের ট্রফি সূর্যকুমার যাদবদের হাতে তুলে না দেওয়া নিয়ে বিস্তর ঝামেলার মধ্যে রয়েছেন, খেতাব নিজেই নিয়ে পালানোর অভিযোগে রীতিমতো বিদ্ধ, ইমপিচমেন্টের খাঁড়া নামতে চলেছে, দুনিয়াজুড়ে প্রবল বিতর্ক-সেই অবস্থায় ‘স্বদেশে পূজ্যতে রাজা’র স্টাইলে গলায় সোনার মেডেল ঝোলাতে চলেছেন পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি! ফাইনাল শেষ হয়েছে অনেক আগে। কিন্তু সেই ম্যাচ-পরবর্তী ‘ট্রফি নাটকে’র রেশ ফুরতে চেয়েও ফুরচ্ছে না! বিশ্বের কাছে যা ন্যক্কারজনক, এবার সেটাই যেন পাক প্রশাসনের কাছে গর্বের প্রতীক হয়ে উঠল! যে কারণে পিসিবি প্রধান ও এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মহসিন নকভি এবার পাচ্ছেন দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান-‘শহিদ জুলফিকার আলি ভুট্টো এক্সেলেন্স গোল্ড মেডেল’। কারণ? ভারতীয় দলের ট্রফি নিতে অস্বীকার আর সেই সুযোগে নকভি সাহেবের স্মারক নিয়ে মঞ্চ ছেড়ে চলে যাওয়া! একেই আপাতত পাকিস্তানে বিরাট বীরত্বের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। সিন্ধ ও করাচি বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট গুলাম আব্বাস জামাল এই পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, যখন দুই দেশের রাজনৈতিক ও ক্রীড়া-সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছেছিল, তখন নকভির ‘নীতিগত ও সাহসী অবস্থান’ পাকিস্তানের জাতীয় মর্যাদা ‘পুনরুদ্ধার’ করেছে। ঘটনাচক্রে, এশিয়া কাপের ফাইনালের পর মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁরা নকভির হাত থেকে ট্রফি নেবেন না। দেশজুড়ে তখন ‘নো হ্যান্ডশেক’নীতি প্রবল ঢেউ তোলে। এরই প্রতিক্রিয়ায় রুষ্ট নকভি নিজে ট্রফি নিয়ে রেখে চলে যান। পরে এক্স-এ পোস্ট করে লেখেন, ‘আমি কোনও ভুল করিনি। বিসিসিআইয়ের কাছে ক্ষমা চাইব না। ভারতীয় দল চাইলে এসিসির দফতরে এসে ট্রফি নিয়ে যেতে পারে!’ সেই ঘটনার পর থেকেই পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে ক্রীড়া মহল-সব জায়গায় নকভিকে ‘জাতীয় বীর’হিসেবে দেখানো শুরু হয়েছে। এবার স্বীকৃতিও জুটল। যদিও এহেন পুরস্কারকে অনেকেই রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে, ভারতের ‘চাপের’ মুখে নতি না স্বীকার করার প্রতীক হিসেবে দেখতে চাইছেন। সূত্রের খবর, সম্মাননা প্রদানের জন্য করাচিতে বিস্তর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত পিপিপি চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। আয়োজক কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন সিন্ধ বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান খালিদ জামিল শামসি, সচিব করাচির কমিশনার গুলাম মহম্মদ খান। গুলাম আব্বাস জামালের ভাষায়, ‘‘এটা কেবল ক্রিকেট নয়, আত্মমর্যাদার লড়াই। চাপের কাছে নত না হওয়ার প্রতীক!’’ এশিয়া কাপের কাণ্ডকারখানার পর ভারত অবশ্য বিষয়টি চেপে রাখেনি। বিসিসিআই অভিযোগ তুলেছে, নকভি সংস্থার সীমা অতিক্রম করেছেন, তাই এই নিয়ে পরবর্তী আইসিসি বৈঠকে আনুষ্ঠানিক আপত্তি জানানো হবে। সব মিলিয়ে, এক ম্যাচের মঞ্চে যে ঘটনা কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও তলানিতে নামিয়েছে, সেটাই এখন পাকিস্তানে পরিণত হচ্ছে ‘গৌরবের পদকে’। ভারতীয় ক্রিকেটারদের অস্বীকৃতির জবাবে নকভির এই সোনার মেডেল যেন কূটনৈতিক বিদ্রুপের চূড়ান্ত প্রতীক-যেখানে ট্রফি হাতছাড়া করেও ‘জয়’ ঘোষণা করা হচ্ছে মঞ্চের বাইরে!

তিন চমক নিয়ে আর্জেন্টিনা দল ঘোষণা করলেন স্কালোনি

বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শেষের পর সামনের দুই ম্যাচের দলে কিছু চমক রেখেছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন মিডফিল্ডার আনিবাল মরেনো, ডিফেন্ডার লাউতারো রিভেরো ও গোলরক্ষক ফাকুন্দো।

সংবাদ সংস্থা, বুয়েনস আইরেস, ৪ অক্টোবরঃ যুক্তরাষ্ট্রে ভেনেজুয়েলা ও পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য শুক্রবার ২৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন স্কালোনি। অধিনায়ক লিওনেল মেসিও আছেন দলে। দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফিরেছেন চেলসি মিডফিল্ডার এন্সো ফার্নান্দেজ। লম্বা সময় পর দলে ফিরেছেন মার্কোস সেনেসি। ২৮ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার জাতীয় দলের হয়ে এখন পর্যন্ত একমাত্র ম্যাচটি খেলেছেন ২০২২ সালের জুনে। ২৮ বছর বয়সি মরেনো এখন ক্লাব ফুটবলে খেলেন ব্রাজিলিয়ান দল পালমেইরাসের হয়ে। স্বদেশের ক্লাব রিভার প্লেটে খেলেন ২১ বছর বয়সি রিভেরো। ২৮ বছর বয়সী ফাকুন্দোর ঠিকানা আর্জেন্টিনার আরেক ক্লাব রেসিং। ফ্লোরিডার মায়ামি গার্ডেনে আগামী ১০ অক্টোবর ভেনেজুয়েলা ও ১৩ অক্টোবর শিকাগোর সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। তবে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে মেসি ও তার ইন্টার মায়ামি সতীর্থ রদ্রিগো দি পলের খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। কারণ, এর পরদিন মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ঘরের মাঠে আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে

ম্যাচ আছে মায়ামির। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে মেসি ও দি পলের খেলার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নে মায়ামি কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো শুক্রবার বলেন, ‘‘এই বিষয় নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করছি, আপনারা জানতে পারবেন।’’ ২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে ১৮ ম্যাচে ১২ জয় ও দুই ড্রয়ে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে থেকে পথচলা শেষ করে আর্জেন্টিনা।

আর্জেন্টিনা দল। গোলরক্ষক-এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা), জেরোনিমো রুলি (অলিম্পিক মার্সেই), ওয়াল্‌তার বেনিতেস (ক্রিস্টাল প্যালেস), ফাকুন্দো (রেসিং)

ডিফেন্ডার-গন্সালো মন্তিয়েল (রিভার প্লেট), নাহুয়েল মোলিনা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), ক্রিস্তিয়ান রোমেরো (টটেনহ্যাম হটস্পার), লিওনার্দো বেলার্দি (অলিম্পিক মার্সেই), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), মার্কোস সেনেসি (বোর্নমাউথ), লাউতারো রিভেরো (রিভার প্লেট), মার্কোস আকুনা (রিভার প্লেট), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (লিঁও)

মিডফিল্ডার-লেয়ান্দ্রো পারেদেস (বোকা জুনিয়র্স), আনিবাল মরেনো (পালমেইরাস), রদ্রিগো দি পল (ইন্টার মায়ামি), এন্সো ফার্নান্দেজ (চেলসি), নিকোলাস পাস (কোমো), জিওভানি লো সেলসো (রিয়াল বেতিস), আলেক্সিস মাক আলিস্তের (লিভারপুল), তিয়াগো আলমাদা (আতলেতিকো মাদ্রিদ)

ফরোয়ার্ড-লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি), হুলিয়ান আলভারেজ (আতলেতিকো মাদ্রিদ), লাউতারো মার্টিনেজ (ইন্টার মিলান), নিকোলাস গনসালেস (জুভেন্তাস), জুলিয়ানো সিমেওনে (আতলেতিকো মাদ্রিদ), ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো (রিয়াল মাদ্রিদ), হোসে মানুয়েল লোপেজ (পালমেইরাস)

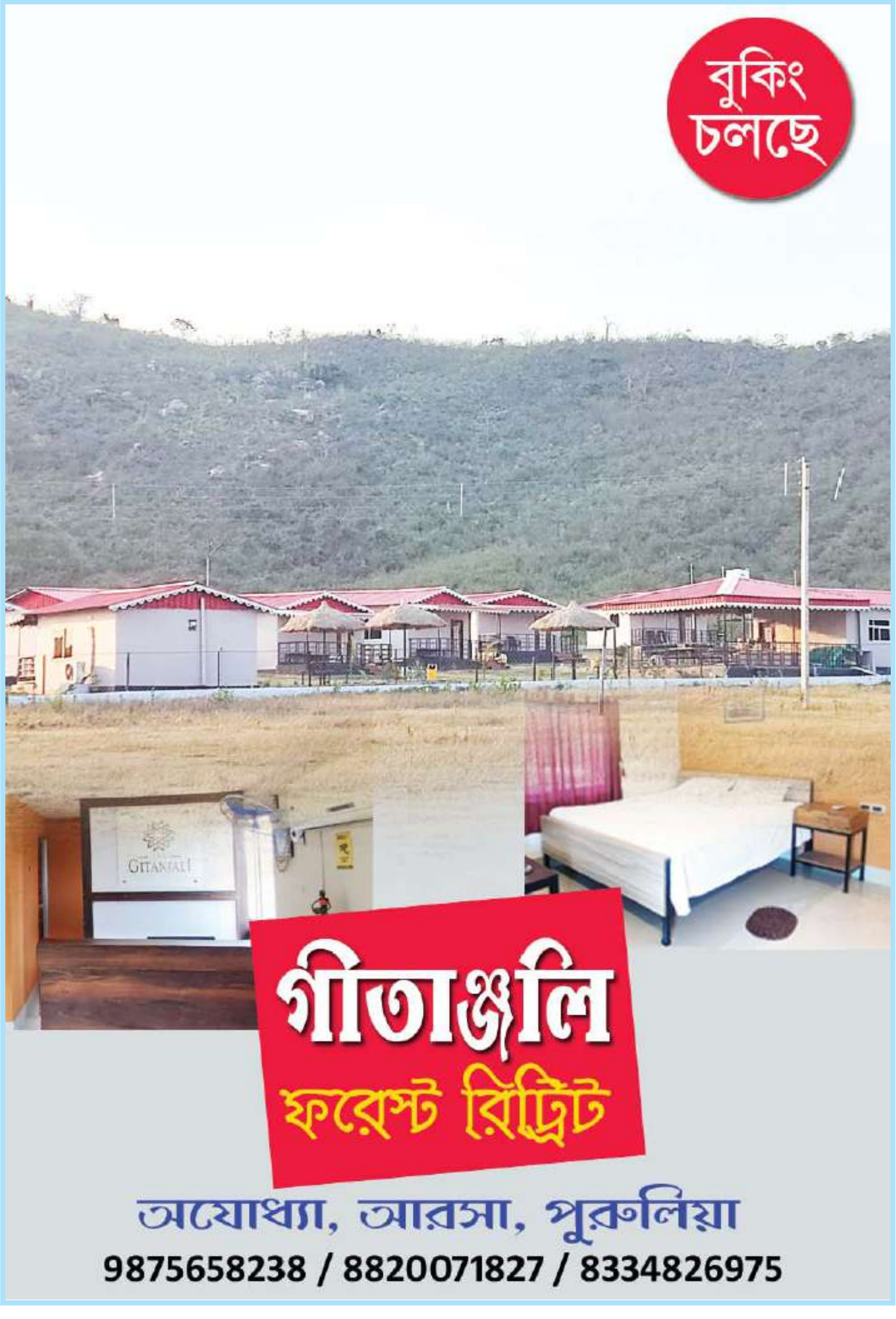

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com